দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : একটি তুলনামূলক আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক

মোঃ আবু জাফর
রেজিঃ নং-১২২
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

RB
B
332.1
JAD

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

332.2

449993

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : একটি তুলনামূলক আলোচনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০

গবেষক

মোঃ আবু জাফর
রেজিঃ নং- ১২২
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মে ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এ মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.ফিল. ডিগ্রী অর্জনের নিমিত্ত উপস্থাপিত **"দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ একটি তুলনামূলক আলোচনা"** শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. মোঃ আখতারুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার একক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

25-05-2011

449993

(মোঃ আবু জাফর)
এম.ফিল. গবেষক
রেজিঃ নং- ১২২
শিক্ষাবর্ষ- ২০০৮-২০০৯
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা- ১০০০।

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ড. মোঃ আখতারুজ্জামান
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন: ৯৬৬১৯৪২০-৭৩ Ext.৬৩০৬

Dr. Md. Akhteruzzaman
Associate Professor
Dept. of Islamic Studies
University of Dhaka
Dhaka-1000
Phone: 966194420-73 Ext.6306

Ref:　　　　　　　　　　　　　　Date:..................................

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, মোঃ আবু জাফর, এম. ফিল. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, এম.ফিল. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **"দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প: একটি তুলনামূলক আলোচনা"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি। আমার জানা মতে, গবেষকের উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভের সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী/ডিপ্লোমা লাভের জন্য কিংবা প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয় নি। গবেষককে এম. ফিল. ডিগ্রী প্রদানের নিমিত্ত অভিসন্দর্ভটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়ার জন্য সুপারিশ করছি।

29-5-11
(ড. মোঃ আখতারুজ্জামান)
সহযোগী অধ্যাপক
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০।

Dhaka University Institutional Repository

সংকেত পরিচয়

আইবিবিএল : ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড

জিবি : গ্রামীণ ব্যাংক

লিঃ : লিমিটেড

মাও : মাওলানা

দ্র. : দ্রষ্টব্য

পৃ. : পৃষ্ঠা

অনুঃ : অনুবাদ

তা. বি. : তারিখ বিহীন

(স.) : সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

(রা.) : রাদিআল্লাহ তায়ালা আনহু

(র.) : রহমাতুল্লাহি আলাইহি

ইফাবা : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

১ম : প্রথম

২য় : দ্বিতীয়

৩য় : তৃতীয়

প্রাগুক্ত : পূর্বোক্ত/ পূর্বের উক্তি

তদেব : পূর্বের উক্তি

ড. : ডক্টর (পিএইচ. ডি/ডক্টর অব ফিলসফি)

OIC : Organization of Islamic Conference

IDB : Islamic Development Bank

RDS : Rural Development Scheme

Ibid : ঐ

Amt. : Amount

P. : Page

Vol. : Volume

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : একটি তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক এম. ফিল. অভিসন্দর্ভটি যথাযথভাবে সুসম্পন্ন করতে পেরে মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। শ্রদ্ধার সঙ্গে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোঃ আখতারুজ্জামানের প্রতি। শত কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও তিনি আমার গবেষণা কর্মের জন্য অসামান্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার করেছেন। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সুসম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণাকর্মের তথ্য, উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায় বিন্যাসকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাবসৌন্দর্য বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছে তাঁর নিরলস ও আন্তরিক সহযোগিতায়। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরকৃতজ্ঞ ও ঋণী। সেই সঙ্গে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ মুহূর্তে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মাননের সঙ্গে স্মরণ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় মা মোছাঃ নুর জাহান বেগম এবং বাবা মোহাঃ আব্দুল মতিনকে। তাদের দোয়া আমার জীবন চলার পাথেয় । সন্তানের সুখ-সমৃদ্ধি কামনায় তাঁদের নিরন্তর প্রয়াস আমার জীবনের চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করছে। তাঁদের অপরিসীম আত্নত্যাগের কারণেই আজ আমি জীবনের এতটুকু পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি।

আমি পরম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বরণ করছি আমার বড় ভাই শাহ জালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মোহাঃ নাজমুল আলম ও তাঁর সহধর্মিনী মোছাঃ মনিরা হক পাপড়িকে। যাদের নিরবিচ্ছিন্ন পরামর্শ এবং আর্থিক সহায়তায় আমি গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করতে পেরেছি। বিশেষত পাপড়ি আমাকে গবেষণা কর্ম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিনিয়ত প্রেরণা দিয়েছে। বিশেষভাবে স্বরণ করছি আমার নবাগত ভ্রাতুষপুত্র মুসাইদ আদ দ্বীনকে। যার স্বরণ আমার গবেষণাকর্মের ক্লান্তি দূর করেছে।

আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার চাচা আব্দুল মাজেদ, চাচী মিসেস শাহাজাদী বেগম, ফুফু মোছাঃ মরিয়ম ও আমার বোন মোছাঃ নুরুন্নাহার বেগম মায়াকে যাদের ভালোবাসা আমার গবেষণা কর্মে অনুপ্রেরণা দিয়েছে। পরম ভালোবাসা ও স্নেহের সঙ্গে স্বরণ করছি, নুপম, নওরিন,

Dhaka University Institutional Repository

নুশরাত, মুরাদ, ইতি, মিতু ও বাপ্পিকে এরা সকলেই আমার গবেষণা কর্মে নানাভাবে উৎসাহ যুগিয়েছে।

আমার গবেষণার কাজে অনেকেই নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন, উৎসাহ দিয়েছেন। অনেকের দ্বারাই আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। তাদের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের প্রফেসর ড. আ ন ম রইছ উদ্দিন, অধ্যাপক ড. আ র ম আলী হায়দার, অধ্যাপক ড. মুহম্মদ আব্দুর রশীদ, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আবদুল লতিফ ও ড. শেখ মোঃ ইউসুফ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. এ কে এম আব্দুল লতিফ, ড. মোঃ বেলাল হোসেন, ড. মোঃ আশরাফুজ্জামান প্রমুখ। এদের সক্রিয় সহযোগিতা, উৎসাহ ও আগ্রহ আমার গবেষণা কাজে গতি বৃদ্ধি করেছে বলে আমি সবাইকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমার অভিসন্দর্ভটি রচনায় বিশেষভাবে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখিত দেশি-বিদেশি লেখকদের রচনার সাহায্য নিয়েছি। এজন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে আমি যথাস্থানে 'পাদটীকা, উদ্ধৃতিতে' সে সব -লেখকের নাম ও তাদের গ্রন্থ ও প্রবন্ধের নাম উল্লেখ করেছি। এর পরও এখানে আরেকবার ঐসব লেখকের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি কৃতজ্ঞতা জানাই গ্রামীণ ব্যংক ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রতি। এদের বিভিন্ন বার্ষিকী, ম্যানুয়েল ও বই-পুস্তক এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

আইবিবিএল এর ভাইস প্রেসিডেন্ট ড. আব্দুল ওয়াহেদ ও কবি সা'দত সিদ্দিকীর প্রতি বিভিন্ন সময়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আইবিবিএল এর সিনিয়র অফিসার, পিএইচ. ডি গবেষক, প্রাবন্ধিক আবু সালেহ মোঃ আঃ মতিন আমার প্রুফ দেখে দিয়ে যে অসাধারণ সহযোগিত করেছেন, সে ঋণ শোধ করবার মত নয়। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রশিক্ষণ বিভাগের পরিচালক মোঃ মোস্তফিজুর রহমানের কাছ থেকে আমি যে সহযোগিতা পেয়েছে সত্যিই তা ভুলবার মত নয়। ইডেন মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক এ বি এম রেজাউল করীম ভাই ও তাঁর সহধর্মিনীকে স্বরণ করছি, যাঁরা আমাকে এ বিষয়ে কাজ করতে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। কম্পিউটারে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য গাওছুল আজম মার্কেটের 'বিন্দু কম্পিউটার' এর সত্ত্বাধীকারী মোঃ ইমরান সাহেবকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

সর্বোপরি আমার এ অভিসন্দর্ভটি রচনার কাজে যেসব প্রতিষ্ঠান ও সূধীজন আমাকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতিও রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

তারিখ: ২২ মে ২০১১, ঢাকা

(মোঃ আবু জাফর)

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ০১-১১

গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal) ০১

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of Research) ০৫

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology) ০৫

গবেষণার পরিধি (Scope of Research) ০৫

গবেষণার উৎস (Sourcess of Data) ০৬

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি (Data Collection Method) ০৬

উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis) ০৭

তথ্য উপাত্তের পর্যালোচনা (Literature Review) ০৭

গবেষণা পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study) ০৮

গবেষণার সময়কাল (Time of Study) ০৯

অভিসন্দর্ভের গঠন/গবেষণা পরিকল্পনা (Structure of the Study) ০৯

উপসংহার (Conclusion) ১১

দ্বিতীয় অধ্যায়: দারিদ্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ ১২-৫০

প্রথম পরিচ্ছেদ: দারিদ্রের সংজ্ঞা ১২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলমের দৃষ্টিতে দারিদ্রের পরিচয় ১৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামে দারিদ্রের অবস্থান ১৮

চতুর্থ পরিচ্ছেদ: দারিদ্রের কারণসমূহ ২১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: দারিদ্র বিমোচনে প্রচলিত পদ্ধতি ২২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী পদ্ধতি ২৯

তৃতীয় অধ্যায়: গ্রামীণ ব্যাংক ও এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ৫১-৬৯

প্রথম পরিচ্ছেদ: গ্রামীণ ব্যাংক পরিচিতি ৫১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: গ্রামীণ ব্যাংক এর উদ্দেশ্যসমূহ ও কার্যাবলী ৫৩

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক এর সাংগঠনিক কৌশল ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা ৫৩

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ঋণনীতি ও সঞ্চয় তহবিল ৫৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক এর ঋণ আদায় পদ্ধতি ৬৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ খাতওয়ারী ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম ৬৫

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক এর বাধাসমূহ ৬৮

চতুর্থ অধ্যায়ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি ৭০-৮৩

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচয় ৭১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা ৭১

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সাংগঠনিক কাঠামো ৭২

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য ৭৪

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ ব্যাংকিং কার্যক্রম ৭৫

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ সাফল্য ও অবদান ৮১

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অন্যান্য কার্যক্রম ৮৩

পঞ্চম অধ্যায়ঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও বিতরণ পদ্ধতি ৮৪-১২৬

প্রথম পরিচ্ছেদঃ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচিতি ৮৪

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী ৮৫

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো ৮৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বিনিয়োগ সংক্রান্ত বর্ণনা ৮৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য ১০৪

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ পল্লী ঋণ তদারকি ও এর প্রক্রিয়া ১১১

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ পল্লী ঋণ তদারকির সমস্যাসমূহ ও এর সম্প্রসারণ কার্যক্রম ১২২

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ দারিদ্র বিমোচনে জিবি এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : গ্রাহক দৃষ্টিকোণ ১২৭-১৫৮

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার উদ্দেশ্য ১২৭

গবেষণা পদ্ধতি ১২৭

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ ১২৮

গবেষণার সারসংক্ষেপ ১৫৭

সুপারিশমালা ১৫৮

উপসংহার ১৫৯

সাক্ষাৎকার অনুসূচি ১৬১

গ্রন্থপঞ্জি ১৬৭

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

গবেষণা প্রস্তাবনা (Research Proposal):

বর্তমানে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র একটি মৌলিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। অগণিত মানুষ দারিদ্র কিংবা চরম দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করছে। এ নিয়ে বিশেষজ্ঞদের চিন্তার অবধি নেই। এত কিছুর পরও মানুষ দারিদ্র বিমোচনে কিংবা ধনী দরিদ্রের ব্যবধান ঘুচাতে সক্ষম হয়নি। দারিদ্র কীভাবে আসল এ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের ফিরে যেতে পৃথিবীর আদিতে এবং জানতে হবে কীভাবে আরম্ভ হলো সম্পদ কুক্ষিগত করে ব্যক্তিগত সম্পদের পাহাড় গড়ে বৈষম্য সৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে দারিদ্রের উদ্ভব ঘটানোর ইতিহাস।

আজ থেকে প্রায় দেড়শত থেকে দুইশত কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল।[১] আর ভূপৃষ্ঠে মানুষের আর্বিভাব ঘটে আজ থেকে প্রায় দশ লক্ষ বছর আগে। সে যুগকে আবার দুইটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে:

(১) প্লেইস্টোসিন (Pleistocene)

(২) হলোসিন (holocene)

প্লেইস্টোসিন যুগের মানুষদের দেহ ছিল বেঁটে ও স্থূল। এরা মাথা তুলে ঘাড় সোজা করে দাঁড়াতে পারতো না, সামনের দিকে ঝুঁকে মাথা নুয়ে হাঁটতো। মোট কথা তারা ছিল কুৎসিৎ, কদাকার।[২] কালক্রমে প্লেইস্টোসিন যুগের মানুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। অতঃপর সে স্থান দখল করে হলোসিন যুগের মানুষ। এ যুগের মানুষকেই মূলত আধুনিক যুগের মানুষ বলা হয়। আধুনিক এ মানুষগুলোর অস্তিত্ব পৃথিবীতে মাত্র পঁচিশ হাজার বছর আগে পরিলক্ষিত হয়।

মানুষ প্রাণিজগতের সর্বকণিষ্ঠ সদস্য। অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় সে কতগুলো অসুবিধার সম্মুখীন। তার দেহে জোর কম, শত্রুর সামন থেকে ছুটে পালাবার শক্তি কম। প্রকৃতি মানুষের চেয়ে অন্যান্য প্রাণীর প্রতি বেশি সদয়। অন্যান্য প্রাণীর দেহে শীত ঠেকাবার জন্য লোম, আঘাত রোধ করার জন্য শিং আছে। অথচ মানুষের তা নেই। জন্মের পর পরই পশু-শাবক স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বছরের পর বছর লেগে যায়। তা সত্ত্বেও মানুষ প্রাণীজগতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এর কারণগুলো হলো:

প্রথমত, মানুষের মস্তিস্ক প্রাণিজগতের তুলনায় সর্বাধিক উন্নত। আয়তনে অন্য সমস্ত প্রাণীর

১ মাহমুদা ইসলাম, *সমাজ ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস* (ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, অক্টোবর ২০০৪), পৃ. ১
২ তদেব

Dhaka University Institutional Repository

মস্তিস্কের চেয়ে বহুগুণে বড় এবং জটিল। একটি ২০০ পাউন্ড ওজনের গরিলার মস্তিস্কের ওজন মাত্র ৪২৫ গ্রাম। অথচ একটি ১৪৫ পাউন্ড ওজনের মানুষের মস্তিস্কের ওজন প্রায় ১৩৫৩ গ্রাম।[৩]

দ্বিতীয়ত, মানুষ দু'পায়ে দাঁড়াতে পারে। ফলে সে হাত দু'টো প্রকৃতিকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিয়ন্ত্রণ করার কাজে ব্যবহার করতে পারে।

তৃতীয়ত, মানুষের হাত ও হাতের আঙ্গুলগুলো নমনীয় এবং ইচ্ছামত বাঁকানো যায়। ফলে মানুষ হাত দিয়ে তার ইচ্ছামত কাজ করতে পারে।

চতুর্থত, মানুষ কথা বলতে পারে এবং পরস্পরের সঙ্গে চিন্তাশক্তির মাধ্যমে ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে। এসব দক্ষতার মাধ্যমে মানুষ তার জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, ও আবিস্কারকে এক পুরুষ থেকে পরবর্তী পুরুষকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়ে গেছে। এর মাধ্যমেই মানুষ উত্তরোত্তর প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে।

প্লেইস্টোসিন যুগেই মানুষ বন্য পশুর হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় হিসেবে হাতিয়ার উদ্ভাবন করে এবং হাতিয়ার দিয়ে বন্য পশু-পক্ষী শিকার করে খেতে শেখে। এ যুগেই মানুষ আগুনের ব্যবহারও শিখেছিল। স্পষ্টভাবে উচ্চারিত ভাষাও এ যুগে শুরু হয়। প্লেইস্টোসিন যুগের হাতিয়ার ছিল প্রধানত পাথরের। তাই প্রত্নতত্ত্ববিদরা নিম্নমানের পাথরের হাতিয়ারের এ যুগের নাম দিয়েছেন পুরাতন প্রস্তর (Plaeolithic) যুগ।

অতঃপর হলোসিন যুগের প্রারম্ভে হাতিয়ার তৈরির কৌশলের উন্নতি হয় বলে এর নাম দেয়া হয় নতুন প্রস্তর (Neolithic) যুগ । এর পর আসে ধাতু যুগ। ধাতুযুগকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : ব্রোঞ্জ যুগ ও লৌহ যুগ।[৪]

তবে পুরাতন প্রস্তর যুগে শ্রম বিভাগ ছিল না। প্রত্যেক মানুষ যেমন ছিল একাধারে খাদ্য সংগ্রহকারী, বস্ত্র সংগ্রহকারী ও হাতিয়ার তৈরির কারিগর। তাদের স্থায়ী কোন বাসস্থান ছিল না। তারা ছিল যাযাবর। এ যুগের দলবদ্ধ মানুষ সারাদিন খাদ্যের সন্ধানে ছুটে বেড়াতো। দিনের শেষে যে খাদ্য সংগ্রহ হতো তা একত্র করে সবার প্রয়োজন মাফিক বন্টন করা হতো। একজন যদি বড় রকমের শিকার পেতো তা হলে সে সবটুকু নিজে খেয়ে ফেলার উপায় ছিল না। ফলে যে শিকার পায়নি তাকে যে শিকার পেয়েছে সে ভাগ করে দিতো। তাই পুরাতন প্রস্তর যুগের আর্থিক ব্যবস্থাকে কেউ কেউ আদিম সমভোগবাদ বলে চিহ্নিত করেছেন।[৫] প্লেইস্টোসিনের শেষভাগ বা হলোসিনের প্রারম্ভ থেকে খ্রিষ্টের জন্মের সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত নতুন প্রস্তর যুগ। এ

---

৩ মাহমুদা ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ২

৪ লুইস হেনরি মর্গান, অনূদিত: বুলবন ওসমান, *আদিম সমাজ* (ঢাকা: অবসর, ফেব্রুয়ারি ২০০৬), পৃ. ২৪

৫ মাহমুদা ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

যুগের প্রধান আবিস্কার পশু পালন ও কৃষিকাজ। পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল খাদ্য সংগ্রহকারী। আর নতুন যুগের মানুষ হলো খাদ্য উৎপাদনকারী (Food Producer) ফলে ঘটে গেল জীবিকার উপায়, উপকরণ ও কৌশলে যুগান্তকারী ঘটনা। কৃষি কাজে উত্তরণের প্রত্যক্ষ ফল স্বরূপ মানুষের যাযাবর জীবনের ইতি ঘটে।

যাযাবর জীবন পরিহারকারী দল ছিল সমস্ত জমির মালিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে গড়ে উঠে গ্রাম। গ্রামের উদ্ভব হলে গ্রামীণ সম্প্রদায় (Village community) হলো জমির মালিক। জমির এ যৌথ মালিকানা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। কৃষি বিপ্লবের অন্যতম ফলশ্রুতি ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব ঘটায়। ব্যক্তির প্রয়োজনে বিনিময় প্রথার চালু হয়। বিনিময় থেকে ব্যবসায় ও ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু হয়। উদ্বৃত্ত ফসল যত বেড়েছে, বিনিময়ের সামগ্রী তত বৃদ্ধি পায়। এ সময় একদল লোক বিভিন্ন গোত্র ও ব্যক্তির মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে বিনিময় সহজ করে তুলেছিল। উদ্বৃত্ত ফসলের বিনিময়ে যার লবণ দরকার, তাকে লবণের বদলে ফসল গ্রহণেচ্ছুকে খুঁজে বেড়াতে হয় না। মধ্যস্থ ব্যবসায়ীরা ফসলের মালিকের কাছ থেকে ফসল এবং লবণের মালিকের কাছ থেকে লবণ কিনে সেগুলো সুবিধামত ফসল গ্রহণেচ্ছু বা লবণ গ্রহণেচ্ছুর কাছে বেচে দিত। বিনিময় স্বাচ্ছন্দ ও সুবিধাজনক করার মাশুল হিসেবে ব্যবসায়ীরা বিনিময় ইচ্ছুকদের কাছ থেকে মুনাফা গ্রহণ করত, এই মুনাফা তার ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এখান থেকেই ব্যক্তিগত মালিকানা জোরদার হতে লাগল।[৬] এরই ধারাবাহিকতায় আরম্ভ হল সেবার নতুন নতুন পদ্ধতি। সে পদ্ধতিরই আধুনিক রূপ হল আজকের ব্যাংক ব্যবস্থা।

তবু বিশ্বসহ বাংলাদেশেও দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা চলছে নিরন্তর। বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে। তাদের শতকরা ৬০ভাগ লোক দারিদ্র সীমার নিচে বাস করে। এর মধ্যে ৩০ভাগ লোক বাস করে চরম দারিদ্র সীমার (Hard Core Poverty Line) নিচে। এ ছাড়াও জীবিকার সন্ধানে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অনেকেই নিজেদের ভিটেমাটি বিক্রয় করে ক্রমশ শহরে পাড়ি জমাচ্ছে। এরা শহরে এসেও চাহিদামত কর্মসংস্থান ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না, ফলে শহরে ভাসমান লোকের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অথচ গ্রামের এ গরীব লোকদের পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হলে তাদেরকে কখনই গ্রাম ছেড়ে শহরে এসে উদ্বাস্তু জীবন বেছে নিতে হতো না।

---

৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১, ১৬, ১৭, ১৯

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য কিছু কিছু এনজিও দারিদ্র নিরোসনের লক্ষ্যে এগিয়ে এলেও প্রকৃত পক্ষে তাদের নিজেদের সেবা করা ব্যতীত তেমন কিছুই করেনি। এনজিও গুলো গরীব মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনের নামে বিদেশ থেকে অনুদান বা নামমাত্র সুদে ঋণ আকারে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু প্রায়ই অনুদানের একটা বৃহৎ অংশ প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক ব্যয় নির্বাহে বা ব্যক্তি স্বার্থ হাসিলে খরচ হয়ে যায়।

তবে আশার কথা হলো দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির উপর ভিত্তি করে ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রামীণ ব্যাংক। ইতোমধ্যে এ ব্যাংকটি তাদের উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশসহ বিশ্ব পরিমন্ডলে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। এ ব্যাংকটি ২০০৬ সালে শান্তি তে নোবেল পুরস্কার লাভ করার গৌরবও অর্জন করেছে। কিন্তু তাদের কার্যক্রমে ভয়াবহ ক্ষতিকর সুদ প্রথা বিদ্যমান থাকায় দেশের কিছু কিছু ধর্মপ্রাণ মানুষ ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে শুরু থেকেই দ্বিধার মধ্যে ছিল।

এমন সময় বাংলাদেশে সুদমুক্ত এবং ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত প্রথম ব্যাংক হিসেবে যাত্রা শুরু করে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (আইবিবিএল)। পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশে এই ব্যাংক ব্যাংকিং ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ আইবিবিএল তাদের কার্যক্রম শুরু করে। অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা লাভ করার পর ১৯৯৫ সালে আইবিবিএল পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (Rural Development Schme) এর মত একটি ব্যাপক ও চ্যালেঞ্জিং প্রকল্প গ্রহণ করে। ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড তাদের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ইসলামী পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রম শুরু করলে তা জনমনে ব্যাপক সাড়া জাগায়। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতায় দারিদ্র বিমোচনে আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (আর ডি এস) এর গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়।

এ কারণে এ প্রকল্পের অতীত কার্যক্রমের মূল্যায়ণ ও সাফল্যের স্বীকৃতি প্রদান এবং ভবিষ্যতে এ দেশের উন্নয়নে সঠিক পদ্ধতিতে অধিকতর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে এ গবেষণা ও অনুসন্ধান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। "দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : একটি তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণার সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হলে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সমস্যাসমূহ মোটামুটি দূরীভূত হবে এবং প্রকৃত দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব (Rationality and Importance of Research):

এ গবেষণার মাধ্যমে দারিদ্রের স্বরূপ ও ফলাফল নিরূপণ এবং দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাবস্থা ও আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে জানা সম্ভব হয়েছে। এছাড়াও আলোচ্য গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব নিম্নরূপ:

১. গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা ও আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও তার ইসলামী পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করার সুযোগ হয়েছে।

২. দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যংক ও আইবিবিএল এর পদক্ষেপ সম্পর্কে জানা।

৩. দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক ও আইবিবিএল আরও কী কী ভূমিকা রাখতে পারে তা নির্দেশ করা।

৪. গ্রামীণ ব্যাংক এর দারিদ্র বিমোচনে ভূমিকা আলোচনার পাশাপাশি এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এর তুলনামূলক মূল্যায়ন করা।

৫. গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যাবস্থা ও আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প এর সম্ভাবনা তুলে ধরা এবং সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের পথ খুঁজে বের করা।

গবেষণা পদ্ধতি (Research Methodology):

এ গবেষণা কর্মটি কার্যোপযোগী গবেষণা ধারার মাধ্যমে (Action Research Paradigm) সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক (Historical), বর্ণনামূলক (Descriptive), বিশ্লেষণমূলক (Analytical) ইত্যাদি ধাপসমূহ অনুসৃত হয়েছে। এ গবেষণার মাধ্যম বাংলা। তবে তত্ত্ব উপাত্ত, তথ্য ও বিশ্লেষণের প্রাসঙ্গিক সহযোগিতার জন্য ইংরেজি ও আরবি ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলীর সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে উদ্বৃতি সংযুক্ত করা হয়েছে । বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ এবং গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি'র গৃহীত পদক্ষেপ, তাদের সাফল্য-ব্যর্থতা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করা হয়েছে।

গবেষণার পরিধি (Scope of Research):

গ্রামীণ ব্যাংক ১৯৭৬ সালে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম শুরু করে। অপর দিকে আইবিবিএল ১৯৯৫ সালে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে। এ অভিসন্দর্ভে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা এবং আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে আলোচনা,

Dhaka University Institutional Repository

পর্যালোচনা ও মূল্যায়ণ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন এবং বিভিন্ন আর্থিক বিবরণী ও অন্যান্য প্রকাশনা গবেষণাকর্মের মূল অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া বাংলা, আরবি ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ এবং আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত মৌলিক গ্রন্থাদি ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ-ফিচার ইত্যাদি এ গবেষণা কর্মের আলোচনার পরিধিভূক্ত রয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী ও প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, থিসিস এবং বিদগ্ধ ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকারদের নিকট থেকে দারিদ্র বিমোচন বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণার উৎস (Sourcess of Data):

গবেষণা কর্মটি প্রাথমিক উৎস (Primary Source) এবং দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source) এর ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে রয়েছে ব্যাংক সমূহের নিজস্ব প্রতিবেদন, অফিসিয়াল রেকর্ড, ব্যাংকারদের সরাসরি সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান দুটির বার্ষিক প্রতিবেদন ও বিভিন্ন পরিসংখ্যানগত প্রতিবেদন, প্রকাশনা ও বিবরণী গবেষণাকর্মের প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতীয়িক উৎস (Secondary Source) হিসেবে জিবি, আইবিবিএল এবং ইসলামী ব্যাংকিং বিষয়ে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া আল্-কুর'আন, আল্-হাদীস বিষয়ক গ্রন্থাবলী, দারিদ্র বিমোচন বিষয়ক গ্রন্থাবলী, বিশেষত ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিং এর দারিদ্র বিমোচন বিষয়ক গ্রন্থাবলী এ গবেষণাকর্মের দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

গবেষণার উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি (Data Collection Method):

এ গবেষণা কর্মটি কার্যোপযোগী গবেষণা ধারার মাধ্যমে (Action Research Paradigm) সম্পন্ন করা হয়েছে। অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে কার্যোপযোগী গবেষণার ঐতিহাসিক (Historical), বর্ণনামূলক (Descriptive), বিশ্লেষণমূলক (Analytical) ইত্যাদি ধাপসমূহ অনুসৃত হয়েছে। বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ এবং গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি'র গৃহীত পদক্ষেপ, তাদের সাফল্য-ব্যর্থতা তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করা হয়েছে। সমন্বিত কিছু প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের ঋণগ্রাহকদের মধ্যে জরিপের জন্য উপস্থাপিত হয়েছে যা আমার এ গবেষণা কর্মের জন্য মূল প্রাণ শক্তি হিসেবে কাজ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপাত্ত বিশ্লেষণ (Data Analysis):

সংগৃহীত তথ্যসমূহ তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে সংগৃহীত হয়েছে এবং সংগৃহীত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ (Comparative Analysis) উপস্থাপিত হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যগুলোকে টেবুলেশনের পর বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সারণি ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য উপাত্তের পর্যলোচনা (Literature Review):

দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা ও জার্নাল প্রকাশিত হয়েছে এবং সামান্য দিক ও বিভাগ নিয়ে গবেষণা কর্ম ও সম্পাদিত হয়েছে। এসব বই-পত্র ও গবেষণাকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গুলো হলো:

মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী (১৯৯৮) "সুদও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?" গ্রন্থে সুদ, ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি ও এদেশে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি ইসলামী ব্যাংকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। এ গ্রন্থখানি সামষ্টিক ভিত্তিতে আলোচিত হওয়ায় ইসলামী ব্যাংক এবং ইসলামী ব্যাংকিং এর খুঁটিনাটি বিষয় এবং তুলনামূলক বিষয়ে তেমন কোন আলোচনা স্থান পায়নি। তবে ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে গ্রন্থখানি অনন্য। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, "গ্রামীণ ব্যাংক বিধিমালা" গ্রন্থে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচিতি, সাংগঠনিক কর্মকৌশল ঋণ প্রদান ও পরিশোধ পদ্ধতি ইত্যাদি নিয়মকানুন সম্পর্কে বলা হয়েছে। দীপাল চন্দ্র বড়ুয়ার গ্রন্থনায় "গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নীতিমালা" গ্রন্থটিতেও গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ এবং তার নীতি সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে সহজ ঋণ, বিশেষ বিনিয়োগ প্রকল্প, নবীন উদ্যোক্তা ঋণ, গৃহ ঋণ, উচ্চ শিক্ষা ঋণ, সংগ্রামী (ভিক্ষুক) সদস্যদের ঋণ সংক্রান্ত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস, "গ্রামীণ ব্যাংক ঃ প্রথম দশক (১৯৭৬-১৯৮৬)" গ্রন্থে কিভাবে গ্রামীণ ব্যাংক শুরু হলো এ বিষয়ে বর্ণনা দিয়েছেন, কর্মসংস্থান হলেই যে দারিদ্র মুক্তি হয় না সে কথাও তিনি এ বইতে লিখেছেন। যাদের জামানত দেওয়ার মত পর্যাপ্ত অর্থ নেই তারাও যে ঋণ পাওয়ার অধিকার রাখেন সে কথাই তিনি যুক্তির সাথে তুলে ধরেছেন। জনসংযোগ বিভাগ থেকে প্রকাশিত ইসলামী ব্যাংকের সফলতার ১৬ বছর গ্রন্থে, ইসলামী ব্যাংক কি এবং কেন এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাপী ইসলামী ব্যাংকিং আন্দোলন এবং বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ব্যাংকিং কার্যক্রম, সমাজসেবামূলক

Dhaka University Institutional Repository

কার্যক্রমসহ ১৯৮৩ সাল থেকে ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত অগ্রগতি আলোচনা করা হয়েছে। "দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : একটি তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণা কর্ম পূর্বোল্লিখিত গবেষণা কর্ম ও গ্রন্থগুলোর উল্লিখিত ঘাটতি পূরণের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র। এ ক্ষেত্রে পূর্বালোচিত গ্রন্থসমূহ ও গবেষণা কর্ম ছাড়াও দেশ-বিদেশের একাধিক বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, জার্নাল এবং গ্রামীণ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব প্রকাশনাসমূহ, সেমিনারে উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহকে তথ্য উপাত্ত হিসেবে ব্যবহার করে অত্র গবেষণা কর্মকে সুবিন্যাস্থ করা হয়েছে।

গবেষণা পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা (Limitation of the Study):

গবেষণা কর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমি যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি তা আমার গবেষণা কর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি। এ রকম কিছু সীমাবদ্ধতা নিম্নরূপ:

১. গোপন তথ্য প্রদানে অনীহা: ব্যাংক কর্তপক্ষের গোপনীয়তা রক্ষা করার নির্দেশ থাকায় আমার প্রয়োজনীয় অনেক তথ্য ব্যাংকের কর্মকর্তাগণ সরবরাহ করতে অপারগতা প্রকাশ করেছেন। বিশেষ করে গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়ে সরকারের সঙ্গে ব্যাংকের মামলা চলায় এবং মিডিয়ায় নানা আপত্তিকর খবর প্রচার হওয়ায় তারা তথ্য দিতে অস্বিকৃতি জানায়।

২. অর্থনৈতিক অভাব: এ ধরনের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার জন্য অনেক ব্যয় হবে এটাই স্বাভাবিক। অর্থের পর্যাপ্ত যোগান থাকলে আরো মানসম্মত গবেষণা করা যেত।

৩. সীমিত সময়: গবেষণার জন্য বরাদ্দকৃত সময়সীমা বেশি হলে এ ধরনের নিবিড় গবেষণা কর্ম আরো সুন্দর করা যেত।

গবেষণার সময়কাল (Time of Study):

আমার এ গবেষণার সময়কাল ১বছর। এ সময়কালকে বিভিন্ন পর্যয়ে বিন্যস্ত করে গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন করেছি। প্রাথমিক পর্যায়ে এ গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন ভাষায় লিখিত দেশি-বিদেশি বই-পুস্তক, ম্যাগাজিন, জার্নাল, সরকারি-বেসরকারি রিপোর্ট, আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্ট, সরকারি পরিসংখ্যান ও পত্র-পত্রিকাসমূহ থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংকের নিজস্ব প্রকাশনা, রিপোর্ট, জার্নাল ও ডাটাসমূহ সংগ্রহ করেছি। গ্রাহকদের উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তসমূহের ভিত্তিতে যাচাই-বাছাই ও পুনর্মূল্যায়ন করে গবেষণা কর্মটির মানদণ্ড বজায় রেখে এটি সম্পাদনে ব্রতী হয়েছি। প্রথম খসড়া (ড্রাফটিং), সম্পাদনা, চূড়ান্ত প্রুফসহ উপস্থাপন যোগ্য করতে আমার সময় লেগেছে ১বছর। গবেষণা কাজে ব্যবহৃত মোট সময়কে নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো।

ব্যয়িত সময়ের তালিকা

কাজের ধরন	ব্যয়িত সময়
প্রথম পর্যায়ের উৎস সংগ্রহ	২ মাস
দ্বিতীয় পর্যয়ের উৎস সংগ্রহ	১ মাস
প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যয়ের উৎসসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন	২ মাস
প্রশ্নপত্র তৈরি ও সম্পাদনা	১ মাস
জরিপ	২ মাস
তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ	১ মাস
কম্পিউটার কম্পোজ	১ মাস
প্রথম ও দ্বিতীয় প্রুফ	১ মাস
চূড়ান্ত প্রিন্ট, সম্পাদনা এবং বাঁধাই	১ মাস

অভিসন্দর্ভের গঠন/গবেষণা পরিকল্পনা (Structure of the study):

"দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : একটি তুলনামূলক আলোচনা" শীর্ষক গবেষণা কর্মকে ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়:

এ অধ্যায়ে ভূমিকা আলোচনা করা হয়েছে। যার মধ্যে গবেষণা প্রস্তাবনা, গবেষণার যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব, গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষণা পদ্ধতি, গবেষণার পরিধি, গবেষণার উৎস, তথ্য-উপাত্তের পর্যালোচনা, গবেষণা কর্ম পরিচালনায় সীমাবদ্ধতা, সময়কাল এবং গবেষণা পরিকল্পনা তথা অধ্যায়ভিত্তিক পর্যালোচনা অন্তভূর্ক্ত করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়:

এ অধ্যায়ে দারিদ্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। বর্তমান বিশ্বে দারিদ্রের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দারিদ্রের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, দারিদ্র বিমোচনের সাধারণ কৌশল এবং ইসলামী কৌশল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়:

এ অধ্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংক ও তার ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে এখানে গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এর পর গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণদান পদ্ধতি, সাংগঠনিক কৌশলসহ বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়:

এ অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আইবিবিএল এর সংজ্ঞা, বিনিয়োগ পদ্ধতি, বিনিয়োগ খাত ইত্যাদি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়:

এ অধ্যায়ে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচিতি ও এর বিতরণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়াও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের শুরু থেকে বর্তমান অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়:

গ্রামীণ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে কিরকম সফলতা অর্জন করেছে তা জানার জন্য মাঠ পর্যায়ের জরিপই প্রধান উৎস। সাধারণ ঋণগ্রহীতা ঋণের অর্থ নিয়ে কী করেছে, সে টাকা দিয়ে আসলেই তাদের উন্নয়ন হয়েছে কি না, এসব প্রশ্নের উত্তর খোঁজতেই মাঠ পর্যায়ের এ জরিপটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ হয়েছে। এ অধ্যায়ে গবেষণালব্ধ ফলাফল উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচনার ক্ষেত্রে সারণি ও লেখচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার (Conclusion):

উপসংহার হিসেবে এতে আমি সমগ্র অভিসন্দর্ভের সারনির্যাস সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করেছি। গবেষণায় ব্যবহৃত সাক্ষাৎকার অনুসূচী সন্নিবেশিত করেছি। সবশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জি সংযোগ করেছি যা অর্থনীতিবিদ, ব্যাংকার, শিক্ষার্থীবৃন্দ, গবেষকবৃন্দসহ সাধারণ জনগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবে বলে আমি মনে করি। এ অভিসন্দর্ভ থেকে যদি কেউ সামান্যতম উপকৃত হয় তাহলে আমি আমার শ্রমকে সার্থক বলে মনে করব।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

দারিদ্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়: দারিদ্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ

দরিদ্রতা একটি সামাজিক ব্যাধি। দারিদ্রের কষাঘাত ও ক্ষুধার নির্মম যাতনা মানুষকে যে কোন অপরাধে লিপ্ত হতে বাধ্য করে। দারিদ্রপূর্ণ সমাজে মানবতাবোধ লোপ পায়। হিংস্র আচরণের প্রসার লাভ করে। অন্যায় ও অনিয়ম বিস্তৃত হয়। দারিদ্রের কারণে মানুষ কলিজার টুকরা সন্তানকেও বিক্রয় করতে বাধ্য হয়, এমনকি হত্যা পর্যন্তও করতে দ্বিধা করে না। দারিদ্রের কারণে মানুষ অনেক সময় তার আক্বীদা-বিশ্বাসও বিসর্জন দিয়ে বসে। দারিদ্রের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ধর্মান্তরিত করণ প্রক্রিয়া চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। কাজেই দারিদ্র দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য হুমকি স্বরূপ। তাই একজন মানুষের জীবন যাপনের মৌলিক চাহিদা বা উপকরণসমূহ নিশ্চিত করে দারিদ্র হতে মুক্ত থাকা দরকার। যেমন, পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবারের দু'বেলা ভরপেট খাদ্য, শরীর ঢাকার মত বস্ত্র, থাকার মত ঘর, অসুখে চিকিৎসা এবং সন্তানের শিক্ষা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। নিম্নে দারিদ্রের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ, দারিদ্র বিমোচনের উপায় এবং দারিদ্রের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রথম পরিচ্ছেদ: দারিদ্রের সংজ্ঞা

দারিদ্র একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তাই দারিদ্রের গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দেয়া দুরহ ব্যাপার। দারিদ্রের চিরন্তন অথবা সর্বজনবিদিত কোন সংজ্ঞা নেই। তবে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মর্ম অনুধাবন করার চেষ্টা করা যেতে পারে। সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের ন্যূনতম পর্যায়ের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ন্যূনতম পর্যায়ে এসব মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিই সাধারণত দরিদ্র হিসেবে পরিচিত। অন্য কথায়, দারিদ্রের শাব্দিক অর্থ হল দরিদ্র অবস্থা, অভাব-অনটন, দীনতা, দরিদ্র হওয়া, অভাবগ্রস্ত হওয়া, গরীব হওয়া, নির্ধনতা বা সম্পদহীনতা[৭] ইত্যাদি। সনাতন অর্থনীতিতে দারিদ্রের অর্থ হল–বস্তুগত দ্রব্য ও সেবা সামগ্রীর অভাব। সাধারণভাবে দারিদ্র বলতে সেই অবস্থাকেই বোঝায় যেখনে শুধু অব্যাহতভাবে বেঁচে থাকাই নয়, বরং স্বস্থ্যবান ও উৎপাদনক্ষম জীবন যাপন করার মৌলিক

৭ ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, *সম্পাদনা পরিষদ* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ফেব্রুয়ারি ২০০২), ২য় পূর্ণমুদ্রণ, পৃ. ৬০

Dhaka University Institutional Repository

প্রয়োজন পূরণের জন্য সহায়-সম্পদের অভাব বিদ্যমান। অর্থনীতিবিদ মিলার এবং রবী সমাজের আয় বন্টনের দিক দিয়ে বঞ্চিত শ্রেণীকে দরিদ্র বলে অভিহিত করেন।[৮]

নোবেল বিজয়ী প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মতে, দারিদ্র ধারণাটির উৎপত্তি হয়েছে বঞ্চনা থেকে অর্থাৎ দারিদ্রকে বলা যেতে পারে, 'একটি বঞ্চনার কাহিনী'।[৯] তিনি বলেন, চাহিদানুসারে মৌলিক বিষয়গুলো অর্জন করতে পারার যে স্বাধীনতা, তার অভাবই হলো দারিদ্র। অন্য কথায় দারিদ্রভুক্ত বলতে এমন ব্যক্তি বা দেশ বুঝায় যার সামান্য সম্পদ ও অল্প আয় রয়েছে, যার দ্বারা ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে ব্যর্থ।[১০] জে জনউনমকির মতে, "দারিদ্র হল এমন একটি অবস্থা যাতে প্রয়োজনসমূহ সম্পূর্ণভাবে পূরণ হয় না। ডেলটুসিং বলেছেন, "মানুষের প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদের অপ্রতুলতাই হল দারিদ্র।"

থিওডরসনের মতে, "দারিদ্র হল প্রাকৃতিক, সামাজিক ও মানসিক উপোষ।" রবার্ট চেম্বার্স দারিদ্রকে জীবন ধারণের জন্য আয় এবং ব্যয়ের চৌহদ্দি থেকে আকস্মিক সংকটে পড়ার আশঙ্কা (সম্পদ বিক্রি অথবা মন্দার সময় ঋণে জড়িয়ে পড়া ইত্যাদি), পরাধীনতা, নিরাপত্তাহীনতা, ক্ষমতাহীনতা এবং একাকীত্বের অবস্থা পর্যন্ত বিস্তৃত করেছেন।[১১]

দারিদ্রকে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

(ক) অনাপেক্ষিক দারিদ্র (Absolute Poverty)

(খ) আপেক্ষিক দারিদ্র (Relative Poverty)[১২]

(ক) অনাপেক্ষিক দারিদ্র: দারিদ্রের এ শ্রেণীবিভাগ প্রতিদিন মাথাপিছু খাদ্য গ্রহণের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।[১৩] অনাপেক্ষিক দারিদ্র এমন একটি অবস্থা যেখানে নূন্যতম প্রয়োজন মেটানোও সম্ভব হয় না।

(খ) আপেক্ষিক দারিদ্র: নিরংকুশ অর্থে দারিদ্র নয় কিন্তু প্রতিবেশী বা অন্যের তুলনায় দারিদ্র অবস্থাই হলো আপেক্ষিক দারিদ্র। অন্য কথায় আপেক্ষিক দারিদ্র ঐ অবস্থাকে বোঝায় যেখানে একজন অন্যজনের তুলনায় দরিদ্র। এ ধরনের দারিদ্র ইউরোপ ও আমেরিকার মতো উন্নত দেশ

---

৮ S.M. Miller & Pamela Roby, *Roverty Changing Social Stratification,* (Delhi: Vission Publisher,1968), p.123

৯ A.K. Sen, *Poverty and Famines* (Clearendon Press: Oxford, 1981), p.130

১০ J. L. Hanson , *A Dictionary of Economics and Commerce* (London: 1975), p. 308

১১ Robert Chambers, *'Poverty in India, Concepts, Research and reality'* (Delhi: Concept Publishing Co. 1996), p. 271

১২ ড. মোহাম্মদ তারেক ও নাসির উদ্দীন আহমেদ, *উন্নয়ন অর্থনীতি বাংলাদেশ পরিপ্রেক্ষিত* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৯৩), পৃ. ১১৭

১৩ প্রতিদিন মাথাপিছু ২২০০ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ হিসেবে, যা দারিদ্র সীমার অন্তর্ভুক্ত। প্রতিদিন মাথাপিছু ১৮৫৩ কিলো ক্যালরীর কম গ্রহণ হলো 'চরম দারিদ্র' সীমা। (বি.দ্র.) বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অনুবিভাগ ও অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, জুন ২০০১, পৃ. ১০৬

Dhaka University Institutional Repository

গুলোতেও বিদ্যমান। কোন ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আপেক্ষিকভাবে দরিদ্র হলেও বাংলাদেশের মতো কোন দেশে সেই একই ব্যক্তি যথেষ্ট ধনী বলে বিবেচিত হতে পারে। বেঞ্জামিন পেজ ও জেমস সিমন্স বিষয়টিকে আরো ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার অধিকাংশ প্রতিবেশী কর্তৃক ভোগ্য সুযোগ-সুবিধা অর্জনে অসমর্থ হয়, এটি তখন ঐ ব্যক্তির মধ্যে এক ধরনের অক্ষমতা তৈরি করে এবং তার আত্মমর্যদা ও আত্মপ্রত্যয় কমিয়ে দেয়। এটিও এক ধরনের দারিদ্র।[১৪] জাতীয় আয় সুষ্ঠুভাবে বণ্টিত না হওয়াই আপেক্ষিক দারিদ্রের জন্য অনেকাংশে দায়ী। আয় বণ্টনের সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে আপেক্ষিক দারিদ্রের মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব।

ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম বাজারে প্রবেশের অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার ফলে অথবা উপকরণ সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক বা অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবন্ধকতার কারণে যে দারিদ্র উদ্ভূত হয় সেই দারিদ্রকে স্বীকার করে না।[১৫]

জাতিসংঘের মান উন্নয়ন প্রতিবেদনে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। কারণ বাস্তবে সকল দরিদ্র মানুষ একই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দারিদ্রের শিকার হয়নি। এ প্রতিবেদনের আলোকে দারিদ্রের প্রকারগুলো হল:

(১) দীর্ঘকালীন দরিদ্র: যারা দীর্ঘ সময় ধরে পৃষ্ঠপোষকতা ও সুযোগ-সুবিধার অভাবে এবং নানাধরনের শোষণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে দারিদ্রের অভিশাপে দুঃখ-যন্ত্রণার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে, তারাই দীর্ঘকালীন দরিদ্র। এরা একটি সমাজের সর্বনিম্নে অবস্থান করে।

(২) প্রান্তিক দরিদ্র: বছরের বিভিন্ন সময়ে লাভজনক মৌসুম না থাকার কারণে যারা কর্মহীন হয়ে অভাব-অনটনের শিকার হয় তাদেরকেই প্রান্তিক দরিদ্র বলে ।

(৩) নব পর্যায়ের দরিদ্র: বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এবং সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোগত পরিবর্তনের কারণে যেসব সরকারি কর্মচারী ও শ্রমিক চাকরিচ্যুতি অথবা অবসর গ্রহণের কারণে বা কর্মসংস্থানের অভাবে পূর্বের তুলনায় নিম্নতর অবস্থানে চলে যায়, তারাই হল নবপর্যায়ের দরিদ্র।[১৬] এই ধারণাকে বাস্তবে ক্রিয়াশীল করার জন্য যে মানদণ্ড ব্যবহার করা হয় তা হচ্ছে দারিদ্র রেখা।[১৭]

---

১৪ উদ্ধৃত, বাংলাদেশের দারিদ্র নিরসন কৌশল পত্র (পি আর এস পি) মূল প্রতিপাদ্য ও বাস্তবায়নের চ্যালেঞ্জ, (ঢাকা: সিপিডি প্রকাশিত, মার্চ ২০০৬), পৃ. ১৮

১৫ এম.এ. হামিদ, ইসলামী অর্থনীতি একটি প্রাথমিক বিশ্লেষণ (রাজশাহী: অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৯), পৃ. ২৭৬-২৭৭

১৬ মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ঢাকা: বি আই ডি এস, মার্চ ১৯৯২), পৃ. ২৬

১৭ মোস্তোফা কামাল মুজেরী, দারিদ্রের পরিমাণ পদ্ধতি ও বাংলাদেশে দারিদ্রের প্রবণতা দারিদ্র ও উন্নয়ন প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ (ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, ২০০৪), পৃ. ৬৮

Dhaka University Institutional Repository

দারিদ্র রেখা একটি সমাজের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করে। বস্তুত এই রেখার মাধ্যমে সমস্ত জনগোষ্ঠীকে দু'টি অংশে বিভক্ত করা হয়। যার একাংশ গরীব এবং অপর অংশ গরীব নয়। যখন কোন ব্যক্তি গরীব বলে চিহ্নিত হয় তার অর্থ হচ্ছে, তার জীবন যাত্রার মান দারিদ্র্য রেখা দ্বারা নির্দেশিত ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য মানের চেয়ে কম। দারিদ্র রেখার উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে দেখা যায় এই রেখা দু'টি ধারণার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

(ক) জীবন যাত্রার মান।

(খ) এই মানের ন্যূনতম গ্রহণযোগ্য স্তর।

যেহেতু জীবন যাত্রার মানের বহুমাত্রিক নির্ধারক রয়েছে, তাই দারিদ্র রেখার জন্য এই প্রতিটি নির্ধারকের একটি নূন্যতম গ্রহণযোগ্য সীমারেখা প্রয়োজন। অতএব এটা সুস্পষ্ট যে, দারিদ্রের বিভিন্ন রকমের প্রকারভেদ রয়েছে। দারিদ্র পরিমাপের বিভিন্ন মাপকাঠি ব্যবহার করলে একদিকে দেখা যাবে গ্রামের প্রায় ৯০-৯৫ শতাংশ পরিবারই দরিদ্র। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান সময়ে অঞ্চল নির্বিশেষে শুধুমাত্র ৫ একর চাষের জমির উৎপাদন ভোগ করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার খুব সচ্ছলভাবে জীবন যাপন করতে পারে না। তাছাড়া গ্রামে যেহেতু শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎসহ অন্যান্য অনেক আধুনিক সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে তাই শহরের একজন মধ্যম আয়ের চাকুরিজীবীর তুলনায়, এমনকি অনেক নিম্ন আয়ের চাকুরীজীবীর তুলনায়ও গ্রামে বসবাসকারী আমাদের অনেকের ভাষায় সচ্ছল মানুষের জীবনমান অনেক নিম্ন স্তরে তাই বলা যায়, ঐ পাঁচ একর জমির মালিকও এক অর্থে দরিদ্র। কিন্তু ঐ গ্রামের মাঝারী কৃষক, ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী এবং ভূমিহীনের তুলনায় নিশ্চয়ই বড় কৃষকটি ধনী। তাই দারিদ্রকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়ঃ

(ক) অতি দরিদ্র/অসহনীয় ও মানবেতর পর্যায়ে মহিলা প্রধান দরিদ্র পরিবার/ভাসমান/ভবঘুরে/ নিঃস্ব।

(খ) পরিস্কারভাবে দারিদ্র সীমার নিচে অবস্থানকারী পরিবারসমূহ।

(গ) দারিদ্রসীমার সামান্য উপরে, কিন্তু সে ঝুঁকির মধ্যে আছে আবার নিচেও নেমে যেতে পারে এমন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ ইসলমের দৃষ্টিতে দারিদ্রের পরিচয়

পবিত্র কুরআন ও হাদীসে দারিদ্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথাঃ

(ক) চরম দারিদ্র্য (Hard Core Poverty) যার মধ্যে পড়ে 'ফকির' ও 'মিসকিন'।

Dhaka University Institutional Repository

(খ) সাধারণ দারিদ্র (General Poverty)

(ক) চরম দারিদ্র (Hard Core Poverty): এর মধ্যে পড়ে 'ফকির' ও 'মিসকিন'।[১৮] এর মধ্যে আবার 'ফকির' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যাদের জীবিকা নির্বাহের কোন উপায় উপকরণ নেই। যারা পুরোপুরি নিঃস্ব, পথের ভিখারী তারাই 'ফকির'।[১৯] অর্থাৎ ফকির বলতে চরম দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে বুঝায় যাদের স্বাভাবিক চাহিদা তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধাসমূহ পূরণার্থে পর্যাপ্ত পরিমাণ সম্পদ বা বৈধভাবে উপার্জনের সন্তোষজনক কোন উপায় নেই।[২০]

'মিসকিন' হচ্ছে, যাদের অভাব এখনো চরমে পৌছেনি, তবে আশু ব্যবস্থা নেওয়া না হলে রাস্তায় হাত পাততে যাদের বিলম্ব হবে না। মহান আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন, "এটা প্রাপ্য অভাবগ্রস্থ লোকদের, যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে ব্যাপৃত যে, দেশময় ঘোরাফেরা করতে পারে না" সাহায্য না চাওয়ার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে, তুমি তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে। তারা মানুষের নিকট নাছোড় হয়ে সাহায্য চায় না, যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত।[২১]

উপরিউক্ত আয়াতে তিনটি বিষয় স্পষ্ট যথা:

(ক) তাদের আত্মমর্যাদার অবস্থা এই যে, অজ্ঞরা তাদের সম্পদশালী বলেই জানে।

(খ) তাদের মুখমণ্ডল বা অবয়ব দেখেই ভেতরের অবস্থা আঁচ করা যায়।

(গ) তারা মানুষের পেছনে লেগে থেকে কিছু চায় না।

মিসকিনদের পরিচয়ে হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসূল (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি লোকের দুয়ারে ঘুরে বেড়ায় এবং দু'এক মুঠো খাবার কিংবা দু'একটা খেজুর পেয়ে ফিরে যায় সে প্রকৃত মিসকিন নয়, বরং প্রকৃত মিসকিন ঐ ব্যক্তি যার এমন সম্বল নেই যা তাকে অভাবমুক্ত রাখে, অথচ তার অবস্থাও কারো জ্ঞাত নয় যে তাকে কেউ কিছু দান করে এবং সেও লোকের নিকট গিয়ে মুখ খুলে কিছু চায় না।[২২] উপরোক্ত হাদিসে মহানবী (স.) মিসকীনদের তিনটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো:

১। যার সম্পাদশালী হওয়ার মত কোন অবস্থা নেই,

---

১৮ আল-কুরআন, ৯:৬০

১৯ S.A. Siddique, *Public Finance in Islam* (Dhaka: Islamic Foundation,1962), P. 159

২০ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (সাঃ) এর আদর্শ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই- সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮), পৃ. ৬৯

২১ আল-কুরআন, ২:২৭৩

২২ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, *সহীহ আল বুখারী* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৫), যাকাত অধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১

Dhaka University Institutional Repository

২। তার দারিদ্র প্রকাশ পায় না বলে ভিক্ষাও জোটে না,

৩। সে মুখ খুলে বা হাত পেতে কারো কাছে কিছু চায়ও না।

অন্য হাদীসে রাসূল (স.) বলেন, যার ধনী হওয়ার সুযোগ নেই, দারিদ্র প্রকাশ পায়না বলে ভিক্ষাও জোটেনি, হাত পেতে কারো কাছে কিছু চায়ও না।[২৩] যারা কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কাজের অভাবে বেকার থাকতে বাধ্য হয়। শত চেষ্টা করেও চাকুরী মিলছে না। এক কথায় একেবারেই যারা বেকার তারাও মিসকিন। আবার সমাজের ঐ সব লোক যাদের অবস্থা কিছুদিন আগেও ভাল ছিল। হঠাৎ ব্যবসায় ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কারণে বা অন্য কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বর্তমানে সর্বশ্বান্ত হয়ে পড়েছে তারাই মিসকিন।[২৪] সাহাবাদের মতে যে লোক শারী'আহ্ভিত্তিক যাকাতের নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয় সেই ফকির; আর মিসকিন হচ্ছে, যার কিছুই নাই।[২৫]

(খ) সাধারণ দারিদ্র (General Poverty): ইসলামের বিধান অনুসারে যার নিসাব পরিমাণ সম্পদ নেই। অর্থাৎ যিনি যাকাত আদায় যোগ্য সম্পদের মালিক নন তিনিই দরিদ্র। অন্য কথায় সাধারণ দারিদ্র হল এমন অবস্থা যেখানে মানুষের ন্যূনতম মৌলিক প্রয়োজন পূরণ হয়ে সামান্য উদ্বৃত্ত থাকে, যা অবশ্য যাকাতের নিসাবের চেয়ে কম।[২৬]

ইমাম মালেক ও ইমাম হাম্বল (র.) এর মতে, যার নিজের ও পরিবারের জন্য এক বছরের প্রয়োজন পূরণের মতো সম্পদ বা উপার্জন নেই সে হচ্ছে দরিদ্র ব্যক্তি।[২৭] ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে, দরিদ্র বলতে বুঝায় নিস্বঃ যার কিছুই নেই অথবা যার ঘর, দ্রব্য ও ঘরের কিছু না কিছু সামগ্রী রয়েছে যা দিয়ে উপকৃত হওয়া যায়, কিন্তু তা দারিদ্র বিমোচনে যথেষ্ট নয়, অথবা নগদ সম্পদ যা নিসাবের চেয়ে কম।[২৮] ইমাম মুহাম্মদ (র.) কে জিজ্ঞাসা করা হল এক ব্যক্তির জমি আছে যাতে সে চাষাবাদ করে, অথবা দোকান রয়েছে যা দ্বারা সে মুনাফা আয় অথবা তিন হাজার টাকা মূল্যের একখানা ঘর আছে কিন্তু তার নিজের ও পরিবারবর্গের খরচ চালানোর জন্য যথেষ্ট পরিমাণ আয় নাই। তবে কি তার পক্ষে যাকাত গ্রহণ করা জায়েয? জওয়াবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি দরিদ্র ও অস্বচ্ছলে পরিগণিত হবে। ইমাম আহমদ (র.) এর মতে, ভূ-সম্পদ বা জমি থাকলে যার ফসল দশ হাজার বা ততোধিক হয় কিন্তু সেগুলো তার জন্য

---

২৩ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১

২৪ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৯

২৫ আল্লামা ইউসুফ আল -কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯

২৬ মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, "দারিদ্র বিমোচনে মহানবী (স) এর আদর্শ," *ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা*, (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯৮), পৃ. ৬৯-৭০

২৭ অধ্যাপক আহমদ আব্দুল কাদের, দারিদ্র সমস্যা সমাধানে ইসলাম (ঢাকা: ব্যাংকার্স কল্যাণ পরিষদ, অক্টোবর ১৯৯০), পৃ. ১১

২৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

Dhaka University Institutional Repository

যথেষ্ট না হলে সে যাকাত নেবে।[২৯] ইমাম শাতিবী ও ইমাম গাযালী (র.) মানুষের প্রয়োজনগুলোকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন:

(ক) জরুরীয়াত (Basic needs)

(খ) হাজিয়াত (Comforts)

(গ) তাহ্সিনিয়াত (Beautification)

তাঁদের মতে জরুরীয়াত বা মৌলিক প্রয়োজন ৬টি যথা:

১। আকীদা/দ্বীন: ঈমান, দ্বীন, আদর্শ

২। নফস : অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, পরিবেশ, যানবাহন, বিশুদ্ধ পানীয় ইত্যাদি।

৩। নসল : পরিবার গঠনের ক্ষমতা।

৪। আকল : শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা।

৫। মাল : ন্যূনতম পরিমাণ সম্পদ।

৬। হুররিয়াত : স্বাধীনতা।[৩০]

সর্বপরি বলা যায়, শুধু দু'বেলা মোটা ভাত ও মোটা কাপড় পড়তে পারলেই দারিদ্র থেকে মুক্তি হয় না। বরং নিজ সমাজের পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোকে মধ্যম মানের জীবন যাপনের নিশ্চয়তা না থাকলে সেটিই দারিদ্র।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ: ইসলামে দারিদ্রের অবস্থান

ইসলাম মানুষকে কঠোর পরিশ্রম করে দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির জন্য উৎসাহিত করে। কারণ দারিদ্রতা মানসিক শক্তি নষ্ট করে, ফলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধা প্রাপ্ত হয়। এ জন্যই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় আত্মিক উন্নতির পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নতির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন, "আমরা নিশ্চয়ই ভয়, বিপদ, অনশন, জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি এবং আমদানী হ্রাসের দ্বারা তোমাদের পরীক্ষা করবো, এ অবস্থায় যারা ধৈর্য ধারণ করে তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ।"[৩১] ইসলাম দারিদ্রকে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে দারিদ্র মানুষকে পাপ, অপরাধ এমনকি কুফুরীর দিকে ধাবিত করে। এ কারণেই মানবতার মুক্তির দিশারী মহানবী (স.) আল্লাহর কাছে দারিদ্র থেকে মুক্তি চেয়ে বলেন,

---

২৯ অধ্যাপক আহমদ আব্দুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

৩০ আবূ ইসহাক ইব্রাহীম আল-শাতিবী, আল মুসফাকাত ফি উসূলুল শারী'আ (দিল্লী: মাকতাবা রাশীদিয়া, জুন ১৯৭৯), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৭৭

৩১ আল-কুলআন, ২:১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

'হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে দারিদ্র, অভাব ও নীচুমনা থেকে পানাহ চাই।[৩২] কুরআনে আরও বর্ণিত হয়েছে, 'হে আমাদের রব আমাদের দুনিয়াতে ও আখেরাতে কল্যাণ দান কর'।[৩৩] এ আয়াতে প্রথমত দুনিয়ার কল্যাণের কথা বলা হয়েছে অতঃপর আখেরাতের কথা বলা হয়েছে। কুরআন স্মরণ করে দিয়ে বলেছে, "শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ তোমাদেরকে তার ক্ষমা এবং অনুগ্রহের ওয়াদা করেন।[৩৪] ইমাম বোখারী (র.) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে আদী বিন হাতিমতায়ীর বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। আদী বলেন, তিনি মহানবীর (স.) এর নিকটে ছিলেন। আদী তখন মহানবীর (স.) এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন, এমন সময় এক লোক এসে মহানবীকে (স.) কে তার অভাবের কথা জানাল। একটু পরে অন্য আর এক লোক এসে পথের নিরাপত্তাহীনতার ব্যাপারে অভিযোগ করল। মহানবী (স.) এই ভেবে শঙ্কিত হলেন যে, ইসলাম গ্রহণেচ্ছু লোকটি মুসলমানদের দারিদ্র, দূর্বলতা ও নিরাপত্তাহীনতা দেখে সন্দিহান হয়ে পড়বে। তখন তিনি তাকে বলেন, আদী, তুমি হীরা নগরী দেখেছ? আদী বললেন, দেখিনি, তবে সে নগরীর নাম শুনেছি। মহানবী (স.) বললেন, তুমি যদি দীর্ঘ হায়াত পাও, তবে দেখবে একজন অবলা নারী একাই হীরা হতে ভ্রমণ করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে আসবে, সে আল্লাহ ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না। তুমি যদি দীর্ঘ হায়াত পাও তোমরা অবশ্যই (পারস্য সম্রাট) কিসরার ধনভাণ্ডার জয় করবে। তুমি যদি দীর্ঘ হায়াত পাও, দেখবে মুঠো ভর্তি স্বর্ণ রৌপ্য নিয়ে কেউ বের হবে কিন্তু দান করার জন্য কাউকে খুঁজে পাবে না।[৩৫] আবু মূসা আশয়ারী (রা.) হতে বর্ণিত মহানবী (স.) বলেন, "মানুষের এক সময় আসবে যখন মানুষ স্বর্ণের সাদাকা নিয়ে সর্বত্র প্রদক্ষিণ করবে কিন্তু কাউকে তা দেয়ার জন্য খুঁজে পাবে না।[৩৬]

হয়রত ওমর (রা.) এর খেলাফতকালে ইয়েমেনের শাসনকর্তা মুয়ায বিন জাবাল (রা.) ইয়েমেনে সংগৃহীত যাকাতের এক তৃতীয়াংশ মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। হযরত ওমর (রা.) তাঁকে লিখে পাঠালেন, "তোমাকে সেখানে তহসীলদার বা কর আদায়কারী হিসেবে পাঠাইনি। তোমাকে প্রেরণ করেছি যেন সেখানকার ধনীদের থেকে যাকাত নিয়ে দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করবে।" উত্তরে, মুয়াজ বিন-জাবাল এই মর্মে হযরত ওমর (রা.) কে আশ্বস্ত করলেন যে, ইয়েমেনের কোন

---

৩২ আল-কুরআন, ২:১৫৫
৩৩ আল-কুরআন, ২:২০১
৩৪ আলকুরআন, ২:২২৮
৩৫ আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইসমাঈল বুখারী, উদ্ধৃত করেছেন, ড. ইউসূফ আল কারযাভী, দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম, অনূদিতঃ মাহমুদুল হাসান (চট্টগ্রামঃ সেন্টার ফর রিসার্চ সব দ্যা কুরআন এন্ড সুন্নাহ, ২০০৩), পৃ. ১৮৮-১৮৯
৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

Dhaka University Institutional Repository

অভাবীকে বঞ্চিত করে যাকাতের সম্পদ মদীনায় পাঠানো হয়নি; বরং সেখানে বিতরণের পর যা উদ্বৃত্ত ছিল তাই পাঠানো হয়েছে।

পরবর্তী বছর মুয়াজ (রা.) ইয়েমেনে সংগৃহীত যাকাতের অর্ধেকই মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় এবারও খলিফা ও গভর্নরের মধ্যে পত্র বিনিময় হলো। তৃতীয় বছর হযরত মুয়াজ বিন জাবাল (রা.) ইয়েমেন থেকে সংগৃহীত যাকাতের পুরোটাই মদীনায় পাঠিয়ে দিলেন। এ ব্যাপারে খলিফার পক্ষ হতে কৈফিয়ত চাওয়া হলে মুয়াজ (রা.) বললেন, "এখানে এমন কেউ নেই যে আমার নিকট থেকে যাকাত গ্রহণ করবে।"[৩৭]

ইসলাম ধন-সম্পদকে আল্লাহর একটি নেয়ামত এবং অনুগ্রহ বলে অভিহিত করেছে। এই অনুগ্রহের সন্ধানে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়া এবং এর শুকরিয়া আদায়ের নির্দেশ দিয়েছে।[৩৮] আল্লাহ বলেন, "তিনি (আল্লাহ) আপনাকে অভাবমুক্ত করে দিয়েছেন।"[৩৯] অন্যত্র আল্লাহ আরও বলেন, "তিনি যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।"[৪০] অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, "দারিদ্র অন্তরকে কঠোর করে দেয়।"[৪১] রাসূল (স.) বলেন, "দারিদ্র মানুষ হলে আমি তাকে হত্যার নির্দেশ দিতাম।"[৪২]

৩৭ ড. ইউসুফ আল কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯২
৩৮ আল-কুরআন, ৬২:১০
৩৯ আল-কুরআন, ৯৩:৮
৪০ আল-কুরআন, ৩:২৭
৪১ আল-কুরআন, ৬:৪৩
৪২ উদ্ধৃত, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, দারিদ্র বিমোচন : ইসলামী কৌশল, দারিদ্র বিমোচনে ইসলাম নামক গ্রন্থে সংকলিত (ঢাকা: ইসলামিক ইকোনমিক্স রিসার্চ ব্যুরো, ডিসেম্বর ২০০৭), পৃ. ১২৯

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ দারিদ্রের কারণসমূহ

গরীব মানুষের দৃষ্টিতে দারিদ্রের কারণসমূহ:[৪৩]

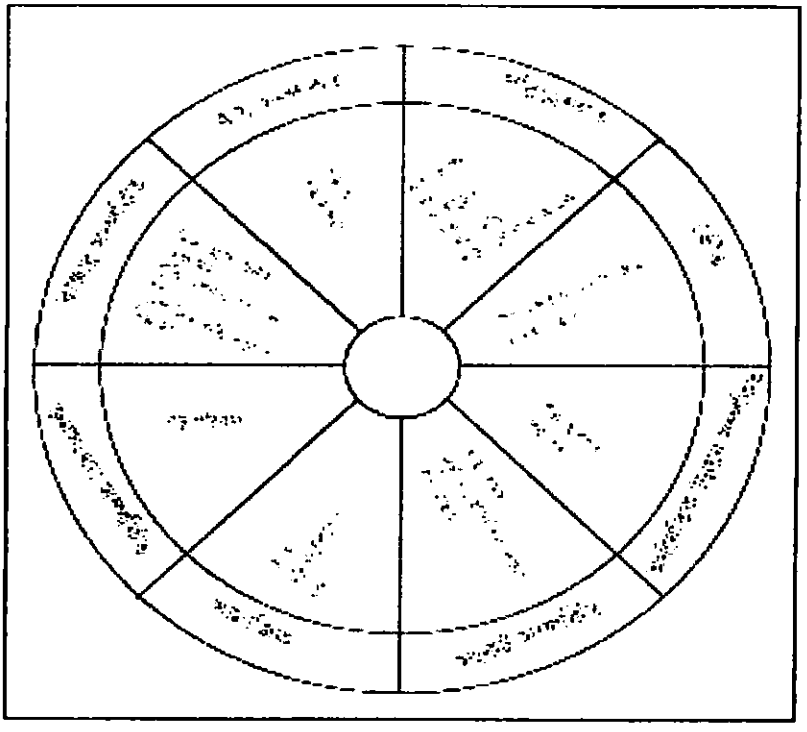

আজও বাংলাদেশের উন্নয়নে দারিদ্র তার কুৎসিত চেহারা দেখিয়ে যাচ্ছে। এখনও স্থানে স্থানে দারিদ্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পকেট রয়ে গেছে। হঠাৎ হঠাৎ এসব পকেটে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। নিম্নক্ত কারণ গুলো এ অবস্থার জন্য দায়ী বলে মনে হয়ঃ

- অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দরিদ্রমুখী নয়।
- হতদারিদ্র পরিস্থিতি সরকারি নিরাপত্তা বেষ্টনীতে কিছুটা স্থির থাকলেও বেসরকারি ও অন্যান্য ক্ষুদ্রঋণ উদ্যোগের আওতায় আসছে না। তাদের সংখ্যা কমছে না। চরম দারিদ্র নিরসনে স্থায়ী কার্যকর পদ্ধতি নেই।
- আয়-বৈষম্য দিন দিন বেড়েই চলেছে।
- মাইক্রো সফলতার প্রভাব ম্যাক্রোতে পড়ছে না। অসামঞ্জস্যতা (Mismatch)টি লক্ষণীয়।
- সমন্বয়হীন দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম। সরকার-এনজিও, সরকারের অভ্যন্তরে আন্তঃমন্ত্রণালয় সংস্থা-অধিদপ্তরে, এনজিও এবং ব্যক্তিখাতের উদ্যোগের মধ্যে সুসমন্বয় নেই।

---

৪৩ আতিউর রহমান, *দারিদ্র বিমোচন: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা* (ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন সংস্থা, ১৯৮৮), পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

- সামাজিক প্রবৃদ্ধিতে গরিবদের অংশগ্রহণে বাধা আছে। বাধা আছে নীতি, প্রতিষ্ঠানে এরং আইনী ক্ষেত্রেও।
- কাঠামোগত সংস্কারের কুপ্রভাব ঠেকাতে রক্ষাকবচ নেই।
- নেই গ্রহণযোগ্য জাতীয় দারিদ্র বিমোচন কৌশল।
- জাতীয় নীতি পরিকল্পনায় জনগণের অংশগ্রহণের কার্যকরী সুযোগ নেই।
- গরীব মানুষের দৃষ্টিতে দারিদ্রের কারণগুলো দেখে সমস্যার উৎসমুখ গুলো চিহ্নিত করে কৌশল গ্রহণের উদ্যোগের অভাব।[৪৪]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ দারিদ্র বিমোচনে প্রচলিত পদ্ধতি

ক) দারিদ্র বিমোচনে পরোক্ষ নীতিঃ এই ধরনের কর্মকৌশলে সরকার দরিদ্রতা নিরসনে এমন নীতি প্রণয়ন করবে, যা ভারসাম্য পূর্ণ প্রবৃদ্ধির হার, নিয়ন্ত্রিত মুদ্রাস্ফীতি, দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ এবং উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে একটি স্থিতিশীল ম্যাক্রো-অর্থনীতি নিশ্চিত করবে। এ ধরনের নীতি দরিদ্রসহ সমাজের সব শ্রেণীর মানুষেরই উপকার করবে। এ নীতি পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কোন শ্রেণীকেই সুনির্দিষ্টভাবে টার্গেট করা হয় না। ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ড এ পদ্ধতিতে দারিদ্র বিমোচনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্থাপনে সক্ষম হয়েছে। এ রাষ্ট্রগুলো ধারাবাহিকভাবে ম্যাক্রো-অর্থনীতির নীতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার ধারাবাহিকভাবে ৬ শতাংশ বা তার উপর নিশ্চিত করেছিল। পাশাপাশি দেশগুলো তাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা খাতে সরকারি ব্যয় যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেছিল।[৪৫]

খ) দারিদ্র বিমোচনে প্রত্যক্ষ নীতিঃ পরোক্ষ নীতির তুলনায় প্রত্যক্ষ নীতিতে দরিদ্র শ্রেণীকে সুনির্দিষ্টভাবে টার্গেট করে উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। প্রত্যক্ষ নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এমন একটি উদাহরণ যেখানে সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসমূহ দরিদ্র শ্রেণীকে টার্গেট করে বিভিন্ন সেবা প্রদান করছে। তথাপি সুদমুক্ত ঋণের উৎসের অপ্রতুলতা গ্রামীণ দরিদ্রতা বৃদ্ধির বড় কারণ। যেহেতু গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণের সুযোগ নেই সেহেতু তারা চড়া সুদে অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ গ্রহণে বাধ্য হয়। এ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রত্যক্ষ নীতির আওতায় সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেবা খাতে গ্রামের সুবিধাবঞ্চিত এসব দরিদ্র মানুষকে ঋণ দিয়ে থাকে।[৪৬] এছাড়াও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য

---

৪৪ আতিউর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪
৪৫ সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), প্রতিবেদন, ১৯৯৬
৪৬ তদেব

Dhaka University Institutional Repository

(এমডিজি) অর্জনের জন্য জাতিসংঘ ঘোষিত মিলেনিয়াম ডিকলারেশন বিশ্বের ১৮৯টি দেশের সাথে বাংলাদেশও স্বাক্ষরকারী একটি দেশ। এই ঘোষণাপত্রে সুনির্দিষ্ট আটটি লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটির অধীনে প্রতিটি দেশে ২০১৫ সালের মধ্যে তাদের নিজ নিজ দারিদ্রের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র প্রণয়ন এবং বাস্তাবায়ন করে আসছে। সরকার চেক করে যাচ্ছে যাতে বস্তুগত চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি প্রকৃতপক্ষে সার্বিক সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন সম্ভব হয়, যা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষভাবে উপকৃত করবে।

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। পল্লী অঞ্চলে জনগণের মধ্যে পল্লী পূর্ত কর্মসূচি (Rural Public Works Programme-RPWP) একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি কৌশল (policy instrument) হিসেবে ষাটের দশকের গোড়া থেকেই এদেশে প্রচলিত। ও কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে বছরের যে যে মৌসুমে পর্যাপ্ত কাজ এবং আয়ের সুযোগ না থাকে মৌসুমগুলোতে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে কাজ ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। এটি বাংলাদেশে দীর্ঘ সময় ধরে কোনো না কোনো রূপে বিরাজমান। ১৯৭৪ সালে দুর্ভিক্ষের সময় সরকার দুর্ভিক্ষ পীড়িত, দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে খাওয়ানোর জন্য লঙ্গরখানা চালু করে এবং দুর্ভিক্ষ পরবর্তী সময়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রয়োজনীয় ত্রাণ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নিয়মিত ভিত্তিতে আরপিডব্লিউপি কর্মসূচি চালু করে প্রকৃতপক্ষে আরপিডব্লিউপি কর্মসূচি বাংলাদেশের মতো উদ্বৃত্ত শ্রমের দেশে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সহায়তা প্রদানের জন্য একটি কার্যকর কর্মসূচি হিসেবে বিবেচিত।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি এবং বেসরকারি (এনজিও) উদ্যোগে বিভিন্ন ধরনের দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচিগুলো দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য বিভিন্ন দ্রব্য সেবা সামগ্রীর প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, তাদের সচেতন এবং ক্ষমতায়িত করা এবং সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া অন্যান্য কিছু বিশেষ ধরনের কর্মসূচি, যেমন, কাজের বিনিময়ে খাদ্য (FFW), দুঃস্থ খাদ্য কর্মসূচি (VGF), দুঃস্থ উন্নয়ন কর্মসূচি, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (RMP), ইতোমধ্যে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষাক্ষেত্রে গৃহীত কিছু বিশেষ কর্মসূচি যেমন শিক্ষা বিনিময়ে অর্থ, উপবৃত্তি এবং সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানব সম্পদ উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গৃহীত প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ কর্মসূচি বা সরকার ২০০৮-০৯ অর্থবছরে মোট বাজেটের প্রায় ৫৮ শতাংশ ব্যয় করেছে ।

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মাধ্যমে প্রায় ৬৪টি বিভিন্ন ধরনের (সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ) দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়িত করছে। এসব কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য হতে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে (যেমন মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ, প্রতিবন্ধী ইত্যাদি) সহায়তা প্রদান। কর্মসূচিগুলোকে মূলত চার ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে; নগদ অর্থ প্রদান এবং দারিদ্র বিমোচনের জন্য থোকে বরাদ্দ। উল্লিখিত কর্মসূচি বাবদ ২০০৮-০৯ অর্থবছরে সরকার সর্বমোট ১২,১৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে, যে মোট জাতীয় বাজেটের প্রায় ১৩ শতাংশ এবং মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ২ শতাংশ। উল্লিখিত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে নগদ অর্থ প্রদান সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমগুলো হচ্ছে বয়স্ক ও বিধবা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা ইত্যাদি। অন্যদিকে খাদ্য সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কাজের বিনিময়ে খাদ্য, ভিজিডি, ভিজিএফ ইত্যাদি।[৪৭]

সারণি-১ এ সাম্প্রতিক সময়ে নির্দিষ্ট কিছু সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ এবং এ সকল কর্মসূচিতে সুবিধাভোগীদের সংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেখা যায় যে, গত কয়েক বছরে উল্লিখিত কর্মসূচির জন্য বরাদ্দ এবং এর সুবিধাভোগীর সংখ্যা উভয়ই বেড়েছে। বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির ক্ষেত্রেও মোট বরাদ্দ, ঋণ পুণরুদ্ধার এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা সবই বিগত বছরগুলোতে বেড়েছে (সারণি ২ দ্র.)। নিঃসন্দেহে এসবই দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ইতিবাচক অগ্রগতি। তথাপি এখানে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এই কর্মসূচিগুলো কতটা দক্ষতা এবং সমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে তা দেখা এবং বিশেষ করে এসব কর্মসূচি থেকে অতিদারিদ্ররা কতটুকু সুবিধা পাচ্ছে তা নির্ণয় করা।

সারণি ১

নির্বাচিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সম্পদ বন্টন এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা[৪৮]

নির্বাচিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির সম্পদ বন্টন এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা	বছর		
	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
বয়স্ক ভাতা			
- মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	৩৮৪	৪৫০	৬০০
- মোট সুবিধাভোগী (লাখে)	১৬	১৭	২০
- মাসিক ভাতা (প্রতি সুবিধাভোগী টাকা)	২০০	২২০	২৫০
বিধবা ভাতা			

৪৭ *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১০* (ঢাকা: অর্থ মন্ত্রণালয়, জুন ২০১০), পৃ. ১৭৭

৪৮ জুলফিকার, বাংলাদেশের দারিদ্র বিমোচন নীতিমালায় অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী কি উপেক্ষিত? *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* (ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বার্ষিক সংখ্যা, ১৪১৬), সপ্তবিংশতিতম খণ্ড, পৃ. ৬

Dhaka University Institutional Repository

- মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	১৫৬	১৯৫	২৭০
- মোট সুবিধাভোগী (লাখে)	৬.৫	৭.৫	৯
- মাসিক ভাতা (প্রতি সুবিধাভোগী টাকা)	২০০	২২০	২৫০
প্রতিবন্ধী ভাতা সম্পূর্ণ অক্ষমদের জন্য			
- মোট বরাদ্দ (কোটি টাকায়)	-	-	৬০
- মোট সুবিধাভোগী (লাখে)	১.৬৭	২	২
- মাসিক ভাতা (প্রতি সুবিধাভোগী টাকা)	২০০	২২০	২৫০
কাজের বিনিময়ে খাদ্য			
- মোট বরাদ্দকৃত খাদ্য (লাখ মেট্রিক টন)	১.০	১.০	৩.৩১
- নিয়োজিত শ্রমের সংখ্যা (লাখে)	-	-	৩.১১
ভিজিডি			
- মোট বরাদ্দকৃত খাদ্য (লাখ মেট্রিক টন)	২.০	২.৬০	২.৬১
- নিয়োজিত শ্রমের সংখ্যা (লাখে)	৭.৫	৭.৫	-
ভিজিএফ			
- মোট বরাদ্দকৃত খাদ্য (লাখ মেট্রিক টন)	২.৫	৪.৪৪	৫.৪৪
- নিয়োজিত শ্রমের সংখ্যা (লাখে)	৭৭	৯৫	-

সারণি ২

নির্বাচিত **প্রতিষ্ঠানসমূহের** ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম[৪৯]

প্রতিষ্ঠান	বছর		
	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯
গ্রামীণ ব্যাংক			এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত
- সরবরাহ (কোটি টাকায়)	৫,০১৯	৫,৫৬১	৫,৮৩৪
- পুনরুদ্ধারের হার (%)	৯৮.৬	৯৮.১	৯৭.৯
- সুবিধাভোগীদের সংখ্যা (একত্রিত)	৭২,০৮,৪৫৫	৭৫,২৭,৭০০	৭৮,৪০,৫৮৩
- নারী সুবিধাভোগী	৬৯,৭২,৩৫১	৭২,৯০,৬০৪	৭৬,০০,৩৮৫
- পুরুষ সুবিধাভোগী	২,৩৬,১০৪	২,৩৭,০৯৬	২,৪০,১৯৮
পিকেএসএফ			মার্চ ২০০৯ পর্যন্ত
- সরবরাহ (কোটি টাকায়)	১,৩৫০	১,৪০৮	১,৩৪২
- পুনরুদ্ধারের হার (%)	৯৮.৬	৯৭.৩	৯৭.৯
- সুবিধাভোগীদের সংখ্যা (একত্রিত)	৭৭,২৩,০২৯	৮২,৯৮,৩৩৫	৮৪,১৫,৯৭২
- নারী সুবিধাভোগী	৭০,৬৭,৪৫৫	৭৬,২৭,৩৭৯	৭৭,১৩,৩৬৫
- পুরুষ সুবিধাভোগী	৬,৫৫,৫৭৪	৬,৭০,৯৫৬	৭,০২,৬০৭
ব্র্যাক			এপ্রিল ২০০৯ পর্যন্ত
- সরবরাহ (কোটি টাকায়)	৫,০১৯	৫,৫৬১	৫,৮৩৪
- পুনরুদ্ধারের হার (%)	৯৮.৬	৯৮.১	৯৭.৯
- সুবিধাভোগীদের সংখ্যা (একত্রিত)	৭২,০৮,৪৫৫	৭৫,২৭,৭০০	৭৮,৪০,৫৮৩
- নারী সুবিধাভোগী	৬৯,৭২,৩৫১	৭২,৯০,৬০৪	৭৬,০০,৩৮৫
- পুরুষ সুবিধাভোগী	২,৩৬,১০৪	২,৩৭,০৯৬	২,৪০,১৯৮

৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭

Dhaka University Institutional Repository

বিদ্যমান দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রমের পর্যালোচনা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায় যে, বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির বিস্তৃতি সীমিত। যে বিপুল সংখ্যক দরিদ্র জনগোষ্ঠী এর আওতায় আসা উচিত তার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ এসব কার্যক্রমের আওতায় আসতে পারছে না। যেখানে বাংলাদেশে বর্তমানে অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় দুই কোটি ৪০ লাখ, সেখানে বর্তমানে মাত্র এক কোটি মানুষ এসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতাভূক্ত। এছাড়া এসব সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি মূলত পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য করে পরিচালিত যার ফলে একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শহুরে দরিদ্র এর আওতার বাইরে থেকে যাচ্ছে যেখানে শহুরে দারিদ্রের প্রকৃতি এবং মাত্রা অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামীণ দারিদ্রের চেয়েও ব্যাপক ।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান দারিদ্র বিমোচনের কৌশল সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন তা নিচে সারণির মাধ্যমে দেখানো হলো:[৫০]

সারণি- ৩

চিত্র ১.১ দারিদ্র নিরসন কৌশল কাঠামো

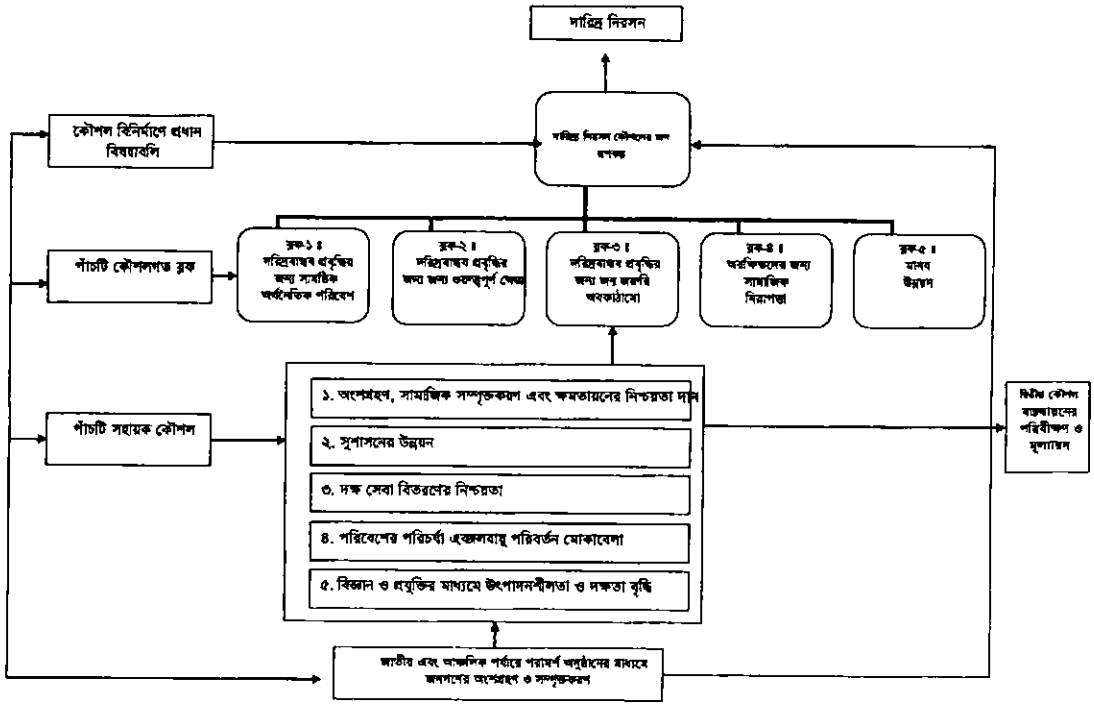

৫০ আতিউর রহমান ও আরিফুর রহমান, দারিদ্র বিমোচন: বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* (ঢাকা: বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বার্ষিক সংখ্যা ১৪০৮), উনবিংশ খণ্ড, পৃ. ৩

Dhaka University Institutional Repository

অবশ্য দারিদ্র নিরসনের জাতীয় কৌশলের রূপরেখা কেমন হওয়া উচিত অল্প কথায় তা বলা মুশকিল। তবে, নিচের বিষয়গুলোর ওপর দৃষ্টি রেখেই এ কাজটি করা দরকার।

১. দারিদ্র নিরসনকে সুশাসনের অপর পিঠ হিসেবে প্রথমেই স্বীকার করে নিতে হবে। দুঃশাসন ও দুর্ণীতি থাকবে অথচ দারিদ্র থাকবে না এমনটি হতে পারে না। পাশাপাশি ব্যক্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সন্ত্রাস, ক্ষমতার অপব্যবহার, নিয়ম না মানার সংস্কৃতি থাকবে আর দারিদ্র থাকবে না তাতো হতে পারে না। সে কারণেই সুশাসনের ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. শুধু সুশাসন হলেই চলবে না। বিকেন্দ্রিকায়ণও অপরিহার্য। স্থানীয় পর্যায়ে জবাবদিহিতা-মূলক শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩. সংগঠন গড়ার প্রক্রিয়াকে মদদ দিতে হবে। এই প্রক্রিয়ার ওপর বিনিয়োগ করা দরকার। গরিবদের কাছে সংগঠনই সবচেয়ে বড় সম্পদ। গরিবদের সংখ্যা বেশি। সংগঠিত এই সংখ্যাই তাদের কণ্ঠস্বর জোরালো করতে পারে। জোরালো এই কণ্ঠস্বর দিয়েই তারা তাদের উৎপন্ন পণ্য ও সেবার ক্রেতা ও তাদের কেনা পণ্যের বিক্রেতার সঙ্গে তাদের পছন্দ মত Negotiation করতে পারবেন। তাদের সংগঠন শক্তিশালী হলে তারা স্থানীয় পর্যাযের শাসন ব্যবস্থাতেও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকেও তাদের ন্যায্য হিস্যা চাইতে পারবেন।

৪. যারা খুবই গরিব তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সামাজিক যে বন্ধন তাদের প্রাথমিক নিরাপত্তা দেয় তাকে ভাঙ্গার প্রয়োজন নেই। তার ওপর ভিত্তি করেই নয়া প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব। গড়ে উঠেছেও তেমন সংগঠন। রাষ্ট্রের উচিত হবে আইনী ও প্রশাসনিক সুবিধে দিয়ে তাদের নিরাপত্তার সেই কাঠামোটিকে আরো জোরদার করা। পাশাপাশি গরিবদের সামাজিকভাবে সংগঠিত করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে। একা মানুষ বড় অসহায়। পাঁচজন এক হলেই মানুষের শক্তি বাড়ে। জাতীয় পর্যায় থেকে যে শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করা হয় তা সব সময় দরিদ্রের পক্ষে থাকে না। ক্ষমতাশালীদের দাপটে, প্রশাসনের দুর্নীতির কারণে গরিব মানুষ খুবই অপমানিত ও অসহায় বোধ করে। স্থানীয় সরকারের প্রচলিত যে কাঠামো রয়েছে তাতেও গরিব মানুষের কার্যকরী অংশগ্রহণ সব সময় হয়ে ওঠে না। জাতীয় সরকারে সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্থানীয় সরকারগুলোকে কী করে আরো মানবিক ও গরিবমুখী করা যায় সেই কৌশল আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নাগরিক সমাজ

Dhaka University Institutional Repository

সক্রিয় হয়ে যদি রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর নৈতিক চাপ অব্যাহত রাখতে পারে তবেই পরিস্থিতির আরো উন্নতি হবে।

এই সবকিছু বিবেচনায় নিয়েই CPD কর্তৃক গঠিত Task Force Report, 2001-এ একটি দারিদ্র দূরীকরণ চেকলিস্ট তৈরি করেছে যা নিচে তুলে ধরা হলো।

দারিদ্র দূরীকরণ চেকলিস্ট : যত দ্রুত তত ভাল

- ◆ বৈষম্য এড়ানিয়া প্রবৃদ্ধি
- সম্পদের ওপর দরিদ্রদের অধিকার সুযোগ বৃদ্ধি
- বাজারের ওপর দরিদ্রদের ক্ষমতা বৃদ্ধি
- দরিদ্রমুখী সামষ্ঠিক নীতি
- সামাজিক উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে অনুকূল প্রজনন পরিবেশ
- দারিদ্রদের প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও সক্ষমতা উন্নয়ন
- আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বাধা অপসারণ
- ◆ অর্থনৈতিক সুযোগসমূহ
- বিকেন্দ্রিক নগরায়ন
- দরিদ্রমুখী নতুন প্রযুক্তি
- ক্ষুদ্র ঋণের বৈচিত্রায়ন
- কৃষির বহুমুখীকরণ
- আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সমাধান
- মানসম্পন্ন ভৌত অবকাঠামোতে বিনিয়োগ
- জীবনযাপন কৌশল হিসেবে স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় সমর্থন
- ◆ মানব উন্নয়ন ও মানবাধিকার
- শিশু ও মাতৃ সেবায় দরিদ্রদের সুযোগাধিকার
- শিক্ষার মানোন্নয়ন
- সামাজিক সেবা খাতে শহুরে দরিদ্রদের সুযোগ বাড়ানো
- সরকারি/সামাজিক সেবাসমূহের ক্ষেত্রে গ্রাহক সন্তুষ্টি বৃদ্ধি
- তথ্যাধিকার

Dhaka University Institutional Repository

- ◆ দুর্যোগ-আঘাত মোকাবিলায় নিরাপত্তা
- দুস্থ নারী ও বয়স্কদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা
- দুর্যোগ মোকাবিলায় নীতি গ্রহণ
- প্রধান গণস্বাস্থ্য ঝুঁকিসমূহ নিরূপণ
- ঝুঁকি মোকাবিলায় ঋণ সুবিধা (যা বীমার মত কাজ করে)
- ◆ অংশগ্রহণমুলক শাসন ব্যবস্থা
- স্থানীয় (এবং আঞ্চলিক) সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি/ক্ষমতায়ন
- উন্নয়নের লিঙ্গ-সমতায়ন (নারীকরণ)
- সমাজ বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ
- সামাজিক ও খাত পর্যায়ে পছন্দ ও মতামত প্রদান প্রক্রিয়া গতিশীল করা
- সামাজিক পুঁজির বিস্তার
- ◆ টেকসই পরিবেশ
- দারিদ্রকে সামনে রেখে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা
- জাতীয় আয়ের নিচের স্তরে উন্নত সামাজিক ও পরিবেশিক ফলাফল অর্জন
- ◆ প্রাতিষ্ঠানিক অবলোকন কৌশল
- সরকারি পর্যায়ে "দারিদ্র ফোকাল পয়েন্ট" স্থাপন
- সুশীল সমাজের সাথে আলোচনায় অব্যাহত সমর্থন
- দারিদ্র পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ ও দারিদ্র বিরোধী নীতি সমর্থনে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে একটি সচেতন নাগরিক ফোরাম গড়ে তোলা।[৫১]

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী পদ্ধতি

দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী পদ্ধতির মূল ভিত্তি হচ্ছে সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ইসলামী ধারণা। ইসলামী অর্থনীতি একই সঙ্গে ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির যোগ্যতার পার্থক্যকেও গুরুত্ব দিয়েছে। একজন মানুষের সাথে আরেকজন মানুষের মধ্যেও পার্থক্য তৈরি হয় সামর্থ্যের প্রকার ও মাত্রার বিভিন্নতার কারণে। তাই সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার

---

৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

পরও দুই ব্যক্তির অর্থনৈতিক অবস্থান সমান নাও হতে পারে।[৫২] সুতরাং শুধুমাত্র আয়ের পুনর্বন্টন বা সুষম সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে সবার দারিদ্র নিরসন সম্ভব নয়। সুতরাং দারিদ্র বিমোচনে ইসলামী পদ্ধতি হচ্ছে অনেকগুলো দারিদ্র-বিরোধী কার্যক্রম এক সঙ্গে পরিচালনা করা। নিম্নে দারিদ্র বিমোচনের একটি সমন্বিত পদ্ধতি তুলে ধরা হলো।

চিত্রঃ ইসলামের দারিদ্র বিমোচন পদ্ধতি

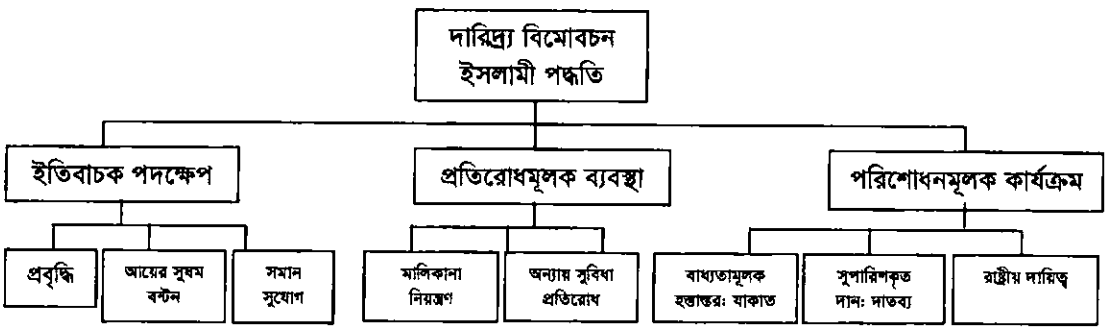

ইতিবাচক পদক্ষেপঃ ইসলাম দারিদ্র দূরীকরণে বেশ কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ প্রণয়ন করেছে। এগুলো হলো- ক) আয়ের প্রবিদ্ধি অর্জন, খ) আয়ের সুষম বন্টন এবং গ) সমান সুযোগ প্রদান[৫৩]

ক) আয়ের প্রবিদ্ধি অর্জনঃ ব্যক্তির আয় প্রবৃদ্ধিকে সুনিশ্চিত করতে হলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক অবস্থানকে সেই প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হতে হবে। ইসলাম হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জনের নির্দেশ দেয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, "মানুষের (নারী ও পুরুষ) ততটুকুই প্রাপ্য যতটুকু সে চেষ্টা ও পরিশ্রম করে।"[৫৪] অন্যত্র আল্লাহ বলেন, "তুমি একেবারে কৃপণ হয়ো না, বা একেবারে মুক্তহস্তও হয়ো না, যাতে তুমি তিরস্কৃত ও নিঃস্ব হয়ে যাও।"[৫৫]

খ) আয়ের সুষম বন্টনঃ ইসলাম উৎপাদনের সকল উপকরণের মাঝে আয়ের সুষম বন্টনে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ করে যেমন, রিবা বা সুদ নিষিদ্ধকরণ, ইনসাফ ও পরিচ্ছন্নতার ভিত্তিতে উৎপাদন উপকরণের দাম নির্ধারণ ইত্যাদি। ইসলাম রিবা বা সুদকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সুদের পরিবর্তে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতের ভিত্তিতে মুনাফার অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণের উপর গুরুত্বারোপ করেছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্বন্ধে বলা আছে যে, "অভিশাপ তাদের প্রতি যারা প্রতারণা করে,

---

৫২ Dr. Dato Uzzaman, *Poverty Eradication from Islamic Persrectives* (Kalkata: prity publisher, 1999) পৃ. ০৩-০৪

৫৩ এম. কে হাসান, *বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা* (ঢাকাঃ সত্য প্রকাশ, ২০০৬), পৃ. ১৩

৫৪ আল-কুরআন, ৫৩:৮৯

৫৫ আল-কুরআন, ১৭:২৯

Dhaka University Institutional Repository

যারা নেয়ার সময় কড়ায় গন্ডায় তাদের প্রাপ্য বুঝে নেয়, কিন্তু দেয়ার বেলায় প্রাপককে তার প্রাপ্য অংশ থেকি বঞ্চিত করে" ।[৫৬]

প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ: ইসলামী অর্থনীতিতে এমন বেশ কিছু প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ নেয়ার কথা বলা হয়েছে, যাতে সম্পদ কোন নির্দিষ্ট শ্রেণী বা গোষ্ঠীর নিকট পুঞ্জিভূত হতে না পারে। প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে, ক) মালিকানা নিয়ন্ত্রণ এবং খ) অসততা বা অসদাচরণ প্রতিরোধ ।[৫৭]

ক) মালিকানা নিয়ন্ত্রণ: ইসলামী পরিভাষায়, সকল কিছুর একমাত্র মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। সম্পদের উপর মানুষের মালিকানা হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের, আমানতদারী ট্রাস্টি মালিকানা। এই হিসেবে ইসলামী মূল্যবোধ এবং অনুশাসনের ভিত্তিতে ইসলাম উৎপাদন তথা শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে ব্যক্তি মালিকানা অনুমোদন করে। কিন্তু পানি, গ্যাসের মত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর কখনোই ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত নয়। ইসলামী অর্থনীতির নির্দেশ হচ্ছে, রাষ্ট্র এগুলোর মালিকানায় থাকবে, যাতে সমাজের সকলেই প্রয়োজনানুযায়ী সম্পদগুলো ভোগ করতে পারে এবং সকলেই তা থেকে লাভবান হতে পারে।

খ) অসততা বা অসদাচরণ প্রতিরোধ: ইসলাম অর্থনৈতিক বৈষম্য রোধে সব ধরনের অসততা বা অসদাচারণ যেমন– জুয়া, ঠকবাজি, প্রতারণা, ঘুষ এবং সুদ ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ আছে, "হে বিশ্বাসীগণ, পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা ব্যতীত তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না বা আত্মসাৎ করো না" ।[৫৮] অধুনা বিভিন্ন অসদাচরণ বা দুর্বৃত্তায়নের ঘটনা ঘটছে। যদি বড় বড় কোম্পানির কর্পোরেট জালিয়াতি এবং পেশাগত দুর্বৃত্তায়নের মতো অসদাচরণ প্রতিরোধ করা যায়, তাহলেই কেবলমাত্র সম্পদের অসম বন্টন এড়ানো সম্ভব।

সংশোধনমূলক পদক্ষেপ: ইসলামী পদ্ধতি প্রমাণ করেছে যে, বাস্তবিক অর্থে দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব এবং পর্যায়ক্রমে এর মূলোৎপাটনও সম্ভব। দারিদ্র বিমোবচনে ইসলামী পদ্ধতিতে কতিপয় সংশোধনমূলক পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। এ পদক্ষেপের আওতায় ইসলাম সম্পদ হস্তান্তরের কিছু প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করেছে যাতে কোন বিশেষ কোন

---

৫৬ আল-কুরআন, ৮৩:১-৩
৫৭ এম. কে হাসান, বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩
৫৮ আল- কুরআন, ৪:২৯

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষ ব্যক্তি বা শ্রেণী সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখতে না পারে। এর মধ্যে রয়েছে, ক) বাধ্যতামূলক হস্তান্তর (যাকাত, উশর), খ) নির্দিষ্ট খাতে হস্তান্তর (দাতব্য খাত) এবং গ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব (আইনের বাস্তবায়ন ও মৌলিক চাহিদা পূরণ)।

ক) বাধ্যতামূলক হস্তান্তর (যাকাত, উশর): যাকাত ইসলামের একটি অন্যতম স্তম্ভ। নামাজ রোজার মতই যাকাত ফরজ। নামাজ দৈহিক ইবাদত আর যাকাত আর্থিক ইবাদত। ইসলাম যাকাতকে সকল সাহিবে নিসাব ব্যক্তির জন্য বাধ্যতামূলক করেছে। যাকাত দারিদ্র বিমোচনে খুবই কার্যকর একটি প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে ধনী সম্প্রদায়ের সম্পদ দরিদ্র শ্রেণীর কাছে হস্তান্তরিত হয়। যাকাতকে অস্বীকারকারী কোন ব্যক্তি মুসলিম থাকতে পারে না। ঈমান ও নামাযের পরেই যাকাতের স্থান।[৫৯] আল্লাহর কালাম আল কুরআনেও যাকাত সমাধিক গুরুত্ব বহন করে। আল কুরআনে যখনই নামায কায়েমের কথা বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে যাকাত আদায়ের প্রসঙ্গটিও এসেছে। আল কুরআনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮২ বার যাকাতের কথা বলা হয়েছে।[৬০] যে বান্দা মসজিদের মধ্যে আল্লাহর সামনে গভীর আবেগ সহকারে তার দেহ ও মন বিলিয়ে দেয়, সে মসজিদের বাইরে আল্লাহর নির্দেশ কিভাবে অবহেলা করতে পারে? ঠিক তেমনি যে ব্যক্তি তার প্রিয় ধন-সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিলিয়ে দেয় সে অন্য বান্দার হক কিভাবে নষ্ট করতে পারে ? আর ইসলাম তো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ ও বান্দার হকেরই বহিঃপ্রকাশ।

ইসলামী অর্থব্যবস্থায় মানুষ কিভাবে সম্পদ অর্জন করবে এবং তা কিভাবে ব্যয় করবে তার একটি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। অন্য অর্থ ব্যবস্থায় এ রকম কোন নিয়ম নেই বরং সম্পদ উপার্জনকেই মূখ্য ধরা হয়। আবার যেভাবে খুশি সে সম্পদ ভোগ বিলাসের কাজেও ব্যয় করতে পারে। ফলে যাদের অঢেল সম্পদ আছে তারা সমাজ বিধ্বংশী মারণাস্ত্র তৈরি করতেও পিছপা হচ্ছে না। তারা একজন অন্য জনের অর্থ অন্যায়ভাবে দখল করে নানা কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য ব্যয় করছে। আর অন্যজন শেষ সম্বলটুকু হারিয়ে নিত্যদিনের ক্ষুধা নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় চালও কিনতে পারছে না। এ হলো বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্র। এরকম ভারসাম্যহীন অর্থ ব্যবস্থা নিয়ে সমাজ গতি হারিয়ে ফেলেছে। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে বিশ্বকে অবশ্যই যাকাত ভিত্তিক ভারসাম্যপূর্ণ অর্থব্যবস্থার দিকে ফিরে আসতে হবে। কারণ, যাকাত ব্যবস্থায় ধনীদের অর্থের একটি নির্ধারিত অংশ বিনাশর্তে গরীবদের হাতে আসে। ফলে প্রকৃতই একটি অর্থনৈতিক ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য অর্থনীতির মেরুদণ্ড হচ্ছে সুদ, যা গরীরদের অর্থ ধনীদের হাতে

---

৫৯ মাওলানা ইউসুফ ইসলাহী, *আসান ফেকাহ* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৪), ২য় খন্ড, পৃ. ২৮
৬০ ইসলামী বিশ্বকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭৬

Dhaka University Institutional Repository

এনে দেয়। ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য তো দূরের কথা এই সুদের মাধ্যমে গরীবরা উল্টা শোষণ ও বঞ্চনার স্বীকার হয়। সুদের ভিত্তিতে ধনীরা অভাব গ্রস্থদের ঋণ দেয়। তারা নিজের মূলধন ফিরিয়ে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে, যে অর্থ ঋণগৃহীতা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে উপার্জন করে। এই অতিরিক্ত টাকা নিয়ে ঋণদাতা গ্রহীতাকে বিনিময়ে কিছুই দেয় না। ফলে ধনী আরও ধনী এবং দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়। সুতরাং বস্তুবাদী সভ্যতা ও সুদ ভিত্তিক ধনতন্ত্রের মার প্যাঁচ থেকে দরিদ্র জনগোষ্টির আত্মরক্ষার জন্য যাকাত ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা সময়ের অনিবার্য দাবি।

যাকাতের বিশ্লেষণঃ

কুরআন ও হাদিস অনুযায়ী যাকাত হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। এটা না হলে ইসলামের ভিত্তিই রচিত হতে পারে না।[৬১] যাকাত আরবী শব্দ। যার অর্থ পবিত্রতা বা পরিশুদ্ধতা। ইসলামী বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, যাকাত অর্থ বর্ধিত হওয়া, পরিশুদ্ধ করা বা হওয়া।[৬২] যাকাতের শারঈ' অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে তার কোন নির্দিষ্ট মালের নির্ধারিত অংশের স্বত্ব অর্পন করাকে যাকাত বলে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির মালিকানাভূক্ত নিসাব পরিমাণ কোন নির্দিষ্ট মাল পূর্ণ এক চন্দ্র বৎসর তার মালিকানায় থাকার পর সে উহা হতে যে নির্দিষ্ট অংশ তার প্রাপকদের প্রদান করে সেই নির্দিষ্ট অংশকেই যাকাত বলে।[৬৩] দ্বিতীয় হিজরীতে রোযা ফরয হবার পরপর শাওয়াল মাসে যাকাত ফরয হয়। নবম হিজরীতে পূর্ণাঙ্গরূপে ইহা কার্যকরী হয়। সূরা তওবার ৬০ নম্বর আয়াতের মাধ্যমে যাকাত ফরয হয়। ইরশাদ হয়েছে, " আর তোমরা নামায কায়েম কর এবং যাকাত প্রদান কর।"[৬৪]

যাকাত ব্যবস্থার উদ্দেশ্যঃ

মানুষের সার্বিক জীবিকা যার উপর নির্ভরশীল, সেই কষ্টার্জিত ধনসম্পদ যখন আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান করে ,তার ভিতর হতে তখন কার্পণ্যের পংকিলতা অপসারিত হয়ে যায় এবং ঈমানে এক প্রকার দৃঢ়তা সৃষ্টি হয়।[৬৫] যাকাত ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে মু'মিনের দিল থেকে দুনিয়ার মহব্বত ও তার মূল থেকে উৎপন্ন যাবতীয় ঝোপ-ঝাড় ও জঙ্গল পরিস্কার করে সেখানে আল্লাহর মহব্বত সৃষ্টি

---

৬১ আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, মওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম অনূদিত, ইসলামের যাকাত বিধান (ঢাকঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭), পৃ. ৯১

৬২ *ইসলামী বিশ্বকোষ* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৬), ২১খণ্ড, পৃ. ৪৭৫

৬৩ তদেব

৬৪ আল কুরআন, ২:১১০

৬৫ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী (র.), মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল হক অনূদিত, *যুক্তির কষ্টিপাথরে ইসলামের বিধান* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫), পৃ. ১০৮

Dhaka University Institutional Repository

করতে চায়। এটা তখনই সম্ভব যখন মু'মিন বান্দাহ শুধু যাকাত দিয়ে সন্তুষ্ট থাকে না; বরঞ্চ যাকাতের সে প্রাণশক্তি নিজের মধ্যে গ্রহণ করার চেষ্টা করে এবং মনে করে আমার কাছে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। সেসব তাঁরই পথে খরচ করেই তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করা যেতে পারে। যাকাতের ঐ প্রাণশক্তি ও উদ্দেশ্য আত্মস্থ না করে কেউ আল্লাহর জন্যে মহব্বত করতে পারে না, আর আল্লাহর হক জেনে নিয়ে তা পূরণ করার জন্যে সজাগ ও মুক্ত হস্ত হতেও পারে না।[৬৬]

যাকাত ব্যবস্থা আসলে গোটা ইসলামী সমাজকে কৃপণতা, সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, হিংসা, বিদ্বেষ, মনের কঠিনতা এবং শোষণ করার সূক্ষ্ম প্রবণতা থেকে পাক পবিত্র করে। তার মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা, ত্যাগ, দয়া-দাক্ষিণ্য, নিষ্ঠা, শুভাকাঙ্খা, সহযোগিতা, সাহচর্য প্রভৃতি উন্নত ও পবিত্র প্রেরণার সঞ্চার করে এবং সেগুলোকে বিকশিত করে।[৬৭] এ কারণেই যাকাত প্রত্যেক নবীর উম্মতের ওপর ফরয ছিল। অবশ্য তার নেসাব এবং হুকুম-আহকামের মধ্যে পার্থক্য ছিল।

যাকাত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সুসংহত করে :

যাকাত একদিকে যেমন একজন মুসলমানের ব্যক্তি জীবনের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, মানবিক উৎকর্ষ সাধন করে, অপর দিকে আর্থ-সামাজিক কাঠামোকে সুবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ করে। নিয়মিত যাকাত প্রদানে এক দিকে পুণ্য বা সওয়াব বৃদ্ধি হয় অন্য দিকে পাপ বা গোনাহ মোচন হয়। সম্পদের পরিশুদ্ধতা আসে; কল-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

যাকাত প্রদান দাতার অনুগ্রহ বা করুণা কিংবা শ্রেষ্ঠত্ব এবং গ্রহীতার হীনমন্যতা বুঝায় না। যাকাত স্বাভাবিক সমাজ তথা রাষ্ট্র বিনির্মাণে সুষম ও ভারসাম্যমূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। সুষ্ঠু ও কাঙ্খিত অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পদের যথাযথ বন্টনের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। পুঁজিবাদে মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত থাকে বলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মানবোচিত জীবিকা থেকে বঞ্চিত হয় এবং দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন যাপনে বাধ্য হয়। অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব থাকে বিধায় বাস্তবে রাষ্ট্রপরিচালক শ্রেণীর হাতে সম্পদের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকে। এখানেও বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণীই অর্থ যাচ্ছেতাইভাবে ভোগ করে। রাষ্ট্রের সিংহভাগ মানুষ তথা সর্বহারারা তাদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়। তারা একনায়কত্বের নিষ্ঠুর নির্যাতনে দুর্বিষহ দিনাতিপাতে বাধ্য হয়। ইসলাম পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী পথকে অবলম্বন করেছে যাতে মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের হাতে সম্পদ পুঞ্জিভূত না থেকে

---

৬৬ মুহাম্মদ আব্দুল লতিফ, ইসলামে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার বিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, এপ্রিল-জুন ২০০৭), ৪৬ বর্ষ সংখ্যা, পৃ-১১

৬৭ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, যাকাত (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, মার্চ ২০০৮), পৃ. ১১

Dhaka University Institutional Repository

সমগ্র সমাজ রাষ্ট্রে পরিমিত আবর্তন চলে। যাকাতের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বন্টন করা হলে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের মারাত্মক ধনবৈষম্য দূর করে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাক সুসংহত হবে।[৬৮] আল্লাহ তা'আলা কুরআনে তাই ঘোষণা করেন, "ধনীদের মধ্যে যেন তোমাদের ধন-সম্পদ আবর্তিত না হয়।"[৬৯] সমাজতন্ত্রীদের মতো ব্যক্তি মালিকানার উচ্ছেদ ইসলাম সমর্থন না করার কারণ হল, এতে কর্মস্পৃহা ও উৎপাদন হ্রাস পাবে আর তথাকথিত সর্বহারার একনায়কত্ব রূপ জগদ্দল পাথরটিও সংখ্যাগরিষ্ঠের বুকে চেপে বসতে পারবে না।

বলাবাহুল্য ইসলামী রাষ্ট্র ধনী-গরীব নির্বিশেষে বিশেষত অসহায়, নিঃস্ব, নিপীড়িত, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্থদের অভাব নিরসনে প্রতিশ্রুতীবদ্ধ। তাছাড়া বিধবা, পঙ্গু, কর্মক্ষমতাহীন বৃদ্ধ ও শিশুদের ভাতা প্রদান ইসলামী রাষ্ট্রের পবিত্র দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কর্মক্ষম ও যোগ্য ব্যক্তির কর্মসংস্থানের দায়িত্বও ইসলামী রাষ্ট্রের উপর বর্তায়। ইসলামী রাষ্ট্রের সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর উক্তি 'ফোরাতের তীরে একটি কুকুর বা উটও যদি ভুখা অবস্থায় মারা যায়, এই ওমরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে।' ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধানগণ রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালনে বিশেষ সহায়ক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়ম মাফিক যাকাত ফান্ড ব্যবহার করতেন। যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুসংহত হত।

যাকাতের মাধ্যমে দারিদ্র নিরোসনের স্বরূপ :

আধুনিক রাষ্ট্রে কর বলতে যা বুঝায় যাকাত সে অর্থে নিছক কর নয়। এটা প্রধানত বিত্তশালীদের সম্পদে গরীবদের হক বা অধিকার। এটি একটি ব্যাপক ধারণা। এর বহুমাত্রিক অভিধাকে নিম্নলিখিতভাবে বিন্যাস করা যেতে পারে:

প্রথমত, যাকাত ধনবান ব্যক্তির সম্পদকে পবিত্র করে। যে পরিমাণ অর্থ-সম্পদ যাকাত হিসেবে ধনীদের উপর ধার্য হয় তাতে প্রদাতার কোন নৈতিক ও আইনগত অধিকার থাকে না। এই অর্থ সম্পদ গ্রহিতার অধিকার হিসেবেই চিহ্নিত হয়। প্রদাতা যাকাত প্রদানে ব্যর্থ হলে ব্যাপারটা এই দাঁড়ায় যে, তিনি অন্যের সম্পদ বেআইনীভাবে ভোগ-দখল করেছেন। ফলে এই অবৈধ সম্পদ তার নিজ সম্পদের সাথে মিশে সমগ্র সম্পদ অপবিত্র বা হারাম হয়ে গেল। অন্য দৃষ্টিকোণে নিজস্ব সম্পদ অর্জনে অজ্ঞাত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতি অপনোদনেও যাকাতের সমপরিমাণ অর্থ-সম্পদ যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে বিলি করতে হয়। অন্যথায় সম্পদ অর্জনের দোষ-

---

৬৮ মুহাম্মদ হেদায়েত উল্লাহ, *যাকাত দারিদ্র বিমোচনই নয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের চালিকা শক্তি* (ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ২০০৭), পৃ. ৫৩

৬৯ আল কুরআন, ৫৯:৭

Dhaka University Institutional Repository

ত্রুটির বিদ্যমানতার কারণে সমগ্র সম্পদ কলুষযুক্ত থেকে যায়। সুতরাং যাকাত বিত্তশালীদের সম্পদকে পরিশোধিত করে।

দ্বিতীয়ত, যাকাত কেবল প্রদাতার সম্পদকেই পরিশুদ্ধ করে না। বরং তার হৃদয়কে সুনির্মল ও প্রসারিত করে। তার মন-মানস আত্মকেন্দ্রিক চেতনামুক্ত হয়ে সমাজকেন্দ্রিক চেতনায় সঞ্জীবিত হয়। সাথে সাথে সম্পদ-লিপ্সা, স্বার্থপরতা ইত্যাদি অপ-প্রবৃত্তিগুলোও অবদমিত হয়।

তৃতীয়ত, যাকাত প্রাপ্তির ফলে গ্রহীতার মন থেকে ধনীদের প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রবণতা, শত্রুতা ও ঘৃণার মনোভাব মুছে যায়। উভয় শ্রেণীর মধ্যে তখন বন্ধুত্বের বন্ধন মজবুত হয়। এভাবে সামাজিক নিরাপত্তা জোরদার হয়।

চতুর্থত, সন্দেহ নেই, যাকাত উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক। নিঃস্ব, দরিদ্র, অসহায়দের ক্রয়-ক্ষমতা থাকে না বললেই চলে। যাকাত প্রাপ্তির পর তাদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আসে এবং তারা স্বনির্ভর হয়ে ওঠে। সেই সাথে যাকাত গ্রহীতার ক্রয়-ক্ষমতা এবং দ্রব্য চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। ফলে শিল্প-কারখানায় উৎপাদন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শিল্প মালিক তথা বিত্তশালীদের মুনাফায়ও বরকত হয়।

পঞ্চমত, যাকাতের সর্বশ্রেষ্ঠ উপহার দারিদ্র বিমোচন। ইহা সামাজিক নিরাপত্তার গ্যারান্টি। যাকাত বন্টনের ৮টি খাতের (ফকির, মিসকিন, যাকাত আদায়কারী কর্মকর্তা-কর্মচারী, নও মুসলিম, বন্দীদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথের পথিক ও প্রবাসী) মধ্যে ৪টি খাতই (ফকির, মিসকিন, দাসবন্দী ও ঋণ ভারে জর্জরিত ব্যক্তি) সর্বহারা, অসহায় ও অভাবগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর জন্য নিবেদিত। নও মুসলিমের মন জয়ের খাতটি যদিও ধনী-গরীব নির্বিশেষে নবদীক্ষিত সকল মুসলমানের জন্য উন্মুক্ত তথাপি এখানেও সাময়িক-আর্থিক অভাবে প্রপীড়িত নওমুসলিম থাকতে পারে। ধর্মান্তরিত হবার কারণে নওমুসলিমের সাথে তার পারিবারিক ও সহায়-সম্পদের সম্পর্কের সংকট সৃষ্টি হতে পারে। ফলে সে নিঃস্ব, সহায়-সম্বলহীন হয়ে যেতে পারে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবেও যাকাত ফলপ্রসূ ভূমিকা পালন করে। হযরত ওমর (রা.) মিসকিন খাতটিকে সম্প্রসারিত করেন। তিনি এর বলয়ে শুধু কর্মক্ষমতাহীনদেরই (Unemployables) অন্তর্ভুক্ত করেন নি বরং বেকার বা কর্মসংস্থানহীনদেরও (Unemployeds) এর আওতায় আনেন যা প্রায় ১২০০ বছর পরে উইলিয়াম বেভারিজের কল্যাণনীতির অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া অষ্টম খাতটিও সাময়িক অভাবে আবর্তিত পথিক বা প্রবাসীর আর্থিক নিরাপত্তার জন্য। এসব দারিদ্র পীড়িত জন-সমাজের স্বাচ্ছন্দ অর্জন এবং স্থায়ী দারিদ্র বিমোচনই যাকাতের অন্তর্নিহিত ও সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য।

Dhaka University Institutional Repository

যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সামাজিক দারিদ্র নিরোসনঃ

যাকাত ফাণ্ড থেকে গরীবদের এই পরিমাণ সম্পদ দিতে হবে যাতে তাদের দ্বিতীয়বার আর ধর্ণা দিতে না হয়, ফকিহগণ এ ব্যাপারে একমত।[৭০] যাকাত দু'টি লক্ষ্যে নিবেদিত আত্মশৃঙ্খলা অর্জন ও সামাজিক দারিদ্র নিরসন। যাকাত না দিলে সমাজে মারাত্মক সামাজিক সংঘাত দেখা যায়।[৭১] যাকাত কৃপণতা, স্বার্থপরতা, পারস্পারিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি এবং নৈতিক ও স্বার্থপরতাকে বিদূরিত করে। ইহা সামাজিক সংঘাতকে নিরসন করে মানুষে মানুষে হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। এই বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক উন্নত নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি রচনা করে। যাকাত সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক দুঃখ-দুর্দশা দূরীকরণে ফলদায়ক শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ। কারণ নিরাপদ পৌর কাঠামো একটি সুস্থ অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। বস্তুত অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমেই সমাজের দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হতে পারে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সাদাকাতঃ

আল কুরআনে 'সাদাকাত' শব্দটি যাকাতের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহৃত হয়। সাদাকাত যাকাতের চেয়ে আরও ব্যাপক প্রত্যয়। সাদাকাত, আবশ্যিক (Obligatory) সাদাকাত ও স্বতঃফূর্ত (Alms of spontaneity) সাদাকাত-এ দু'ভাগে বিভক্ত। আবশ্যিক সাদাকাত যাকাতের বলয়ে পড়ে। আল মাওয়ার্দিসহ কিছু সংখ্যক ইসলামী চিন্তাবিদ যাকাত ও সাদাকাতকে এক ও অভিন্ন বলে মনে করেন। তবে এই দুয়ের মধ্যে উল্লেখিত পার্থক্যসূচিতকারী দলটি বেশি ভারী এবং জনপ্রিয়।
ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দারিদ্র বিমোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। যাকাতের অর্থ-সম্পদ তথা বায়তুলমাল যদি অভাব নিরসনে যথেষ্ট না হয়, তাহলে রাষ্ট্র ধনীদের উপর অতিরিক্ত কর (Extra Lavies) ধার্য করবে। এটি যাকাতের সম্পূরকের ভূমিকা পালন করবে।

দারিদ্রমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় যাকাতের বন্টনঃ

প্রাচুর্য্যের পাশাপাশি যদি দারিদ্র বিরাজ করে তাহলে সে সমাজকে প্রকৃত মুসলিম সমাজ বলা যায় না।[৭২] যাকাত বন্টন সংক্রান্ত কাজগুলোকে এভাবে সাজানো যেতে পারেঃ

---

৭০ ড. মাহমুদ আহমাদ অনূদিত, এম. উমর চাপরা, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ১৯৯৯), পৃ. ১০৮

৭১ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহীঃ স্টুডেন্ট ওয়েলফের ভবন, ১৯৯৬), পৃ. ৪৩

৭২ এম. উমর চাপরা, ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব ও অন্যান্য অনূদিত, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* (ঢাকাঃ বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৩), পৃ. ২৬৫

Dhaka University Institutional Repository

এক. যাকাত ফান্ড থেকে দুস্থ নারী-পুরুষ, গরীব, পঙ্গু, কর্মে অক্ষম বৃদ্ধ, এতিম এবং এ ধরনের অসহায় ও অভাবী লোকদের নিয়মিত স্থায়ী ভাতার ব্যবস্থাকরণে যাতে তারা সবাই মৌলিক চাহিদা (অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও চিকিৎসা) পূরণে সক্ষম হয়।

দুই. কর্মে সক্ষম অভাবী জনগোষ্ঠিকে পুনর্বাসন করতে হবে যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল হয়ে জীবন-যাপন করতে পারে।

তিন. পথিক ও প্রবাসীদের সার্বিক নিরাপত্তার নিমিত্তে যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চার. সঙ্গতকারণ সাপেক্ষে ঋণী ব্যক্তিদের ঋণমুক্ত হয়ে মানবোচিত জীবন-যাপনে সক্ষম করে তোলা।

পাঁচ. দরিদ্র লোকদের পুত্র-কন্যার শিক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা।

ছয়. গরীব ও সর্বহারাদের পরিবার-পরিজনদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় সেবাসদন প্রতিষ্ঠা করা।

সাত. গরীব অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য নিয়মিত বৃত্তি বা অনুদানের ব্যবস্থা করা।

আট. ইসলামী জীবন বিধান প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচিগ্রহণ করা।

নয়. বেকারদের নিয়মিত ভাতা প্রদান এবং তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

দশ. বন্যা, জলোচ্ছাস, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের সাহায্য ও পুনর্বাসনে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।[৭৩]

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে রাসূল (স.) ও সাহাবাদের যুগে যাকাতঃ

ইসলাম প্রকৃতিগত বা স্বভাবজাত জীবন বিধান। এর নিয়মকানুন ও বিধি বিধান কেবল তাত্ত্বিক বলয়ে আবদ্ধ নয়। এর বাস্তব প্রয়োগ মডেলও আমাদের সামনে সমুপস্থিত। রাসূলুল্লাহ (স.) এর পুরো জীবন ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সর্বোৎকৃষ্ট নমুনা। আর এর সম্প্রসারিত ও বিকশিত রূপ হচ্ছে খোলাফায়ে রাশেদীনের জীবন ও কর্মপ্রবাহ। এই বিশ্বে নিঃস্ব, বঞ্চিত, অসহায় ও সর্বহারাদের জন্য শাসকের ঝুঁকিপূর্ণ সংগ্রামের সর্বপ্রথম ও অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) এর নাম যথার্থ উল্লেখের দাবিদার। গরীবের হক যাকাত তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিধান প্রতিষ্ঠায় তিনি নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন এবং সফলও হয়েছেন। সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এদেরই শোষণ করে আসছিলো। কিন্তু তারা

---

৭৩ Professor Md. Sharif Hussain, *"Poverty Alleviation: Strategy of Islam" thoughts on Economics,* (Dhaka: Economics Research Bureau, April-June 2008), vol. 18, No.02, p. 89

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছেন। সমাজের শক্তিমান লোকেরা দীর্ঘদিন ধরে এদেরই শোষণ করে আসছিলো। কিন্তু তারা কোন শাসকের কাছে এর প্রতিকার পায় নি। ধনী ও শক্তিমানদের কাতার ছেড়ে দুর্বলদের পক্ষে দাঁড়াতে এ পর্যন্ত কেউ রাজি হয় নি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) ও তার সঙ্গী-সাথী সাহাবীগণ (রা.) যাকাত দিতে অস্বীকারকারীদের সৃষ্ট সংশয়ে বিভ্রান্ত হতে রাজি হন নি। তারা অকুণ্ঠচিত্তে যুদ্ধ করে অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন।"[৭৪] হযরত আবু বকর (রা.) এর এই দৃঢ় পদক্ষেপের ফলে তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যাকাত নামক দারিদ্র বিমোচন তথা সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ইপ্সিত সাফল্য অর্জন করে । দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা.) এর আমলে যাকাত নেবার মতো প্রার্থী আর পাওয়া গেল না। এমনও হয়েছে যে, খলিফা হযরত ওমর নিজে আটার বস্তা কাঁধে নিয়ে গরীব ও অভাবী পরিবারকে দিয়েছেন।[৭৫]

যাকাত অবহেলার ভয়ংকর পরিণামঃ

যারা যাকাত আদায় না করে সম্পদ কুক্ষিগত করার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি করে ইসলামে তাদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ধন-সম্পদের মায়ায় উম্মত্ত হয়ে তারা যেন ভয়াবহ পরিণাম ডেকে না আনে, সে জন্য তাদেরকে সর্তক করে দেয়া হয়েছে। সূরা তাওবায় বলা হয়েছে, যারা স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে খরচ করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (সে শাস্তি হলো এই যে,) এমন একদিন আসবে যেদিন জাহান্নামের আগুনে সে সব সোনা চাঁন্দি উত্তপ্ত করা হবে এবং তারপর তা দিয়ে তাদের চেহারা ও মুখমণ্ডল, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠদেশে দাগ দেয়া হবে (এবং বলা হবে) এ তোমরা নিজেদের জন্যে জমা করে রেখেছিলে। অতএব এখন তোমাদের জমা করা সম্পদের আস্বাদ গ্রহণ করো।[৭৬] হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলে করীম (স.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর কাছ থেকে ধন সম্পদ পেয়েছে কিন্তু সে উহার যাকাত আদায় করেনি, কিয়ামতের দিন ঐ ধনসম্পদ বিষধর সাপে পরিণত হবে যার মাথার উপর থাকবে দু'টি কালো দাগ। এটি সে ব্যক্তির গলায় পেচিয়ে দেয়া হবে। অতঃপর সাপ উক্ত ব্যক্তির গলায় ঝুলে তার দু'গালে কামড়াতে থাকবে। এবং বলবে আমি তোমার মাল, আমি তোমার সঞ্চিত সম্পদ।[৭৭]

---

৭৪ এম এ হামিদ, *ইসলামী অর্থনীতি*, অনুবাদ ও সম্পাদনাঃ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান (রাজশাহীঃ দি স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, মে ১৯৯৯), পৃ. ৫২

৭৫ এম উমর চাপরা, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৬

৭৬ আল-কুরআন, ৯:৩৪-৩৫

৭৭ সহীহ আল বুখারী, উদ্ধৃত, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় একটি হাদিসে বলা হয়েছে, ওরা ওদের ধন-মালের যাকাত দিতে অস্বীকার করে আকাশ থেকে বৃষ্টিপাতকে বন্ধ করেছে মাত্র। তারপরও অবশ্য কেবল জন্তু জানোয়ারের কারণেই বৃষ্টিপাত হয়। অপর একটি হাদিসে বলা হয়েছে, যাকাত যে মালের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে থাকবে, তা অবশ্যই বিপর্যয় হবে।[৭৮]

দারিদ্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠায় যাকাতের মর্মঃ

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য যখন মু'মিন তার প্রিয় এবং পছন্দসই মাল আল্লাহর পথে সন্তুষ্টচিত্তে ব্যয় করে তখন সে মু'মিনের দিলে এক নূর এবং উজ্জ্বলতা পয়দা হয়। বস্তুগত আবর্জনা ও দুনিয়ার মহব্বত দূর হয়ে যায়। তারপর মনের মধ্যে একটি সজীবতা, পবিত্রতা এবং আল্লাহর মহব্বতের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। অতপর তা বাড়তেই থাকে। যাকাত দেয়া স্বয়ং আল্লাহর মহব্বতের স্বরূপ এবং এ মহব্বত বারবার কার্যকর এবং নির্ভরযোগ্য উপায়ও।

যাকাতের মর্ম শুধু এ নয় যে, তা দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তের ভরণ-পোষণ ও ধনের সঠিক বন্টনের একটা প্রক্রিয়া-পদ্ধতি। বরঞ্চ তা আল্লাহ তায়ালার ফরয করা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাতও বটে। এছাড়া না মানুষের মন ও রূহের পরিশুদ্ধ বা পবিত্রকরণ সম্ভব আর না সে আল্লাহর মুখলেস ও মুহসেন (সৎ) বান্দাহ হতে পারে। যাকাত প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর অফুরন্ত নিয়ামতের জন্যে তার শোকর গুযারীর বহিঃপ্রকাশ। অবশ্য আইনগত যাকাত এই যে, যখন সচ্ছল লোকের মাল এক বছর পার হয়ে যাবে তখন সে তার মাল থেকে একটা নির্দিষ্ট অংশ হকদারদের জন্যে বের করবে। কিন্তু যাকাতের মর্ম শুধু তাই নয়। বরঞ্চ আল্লাহ তায়ালা এ আমলের দ্বারা মু'মিনের দিল থেকে দুনিয়ার সকল প্রকার বস্তুগত মহব্বত বের করে নিয়ে সেখানে তার আপন মহব্বত বসিয়ে দিতে চান। এভাবে তিনি তরবিয়ত দিতে চান যে, মু'মিন আল্লাহর পথে তার জান মাল সকল শক্তি ও যোগ্যতা কুরবান করে রূহানী শান্তি ও আনন্দ লাভ করুক। এজন্যে শারী'আহ্ যাকাতের একটা আইনগত সীমা নির্ধারণ করে দিয়ে বলেছে যে, এতোটুকু ব্যয় করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপরিহার্য। এতোটুকু খরচ না করলে তো ঈমানই সন্দেহযুক্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তার সাথে সাথে সর্বশক্তি দিয়ে এ প্রেরণাও দিয়েছে যে, একজন মু'মিন যেন অতটুকু ব্যয় করাকেই যথেষ্ট মনে না করে। বরঞ্চ বেশি বেশি আল্লাহর পথে খরচ করার অভ্যাস যেন করে। নবী (স.) ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এর জীবন থেকেও এ সত্যই আমাদের সামনে প্রকটিত হয়।

---

৭৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

Dhaka University Institutional Repository

হযরত আনাস (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি নবী পাক (স.) এর দরবারে হাযির হলো। সে নবীর কাছে সওয়াল করলো । তখন নবী (স.) এর কাছে এতো সংখ্যক ছাগল ছিল যে, দু' পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা ছাগলে পরিপূর্ণ ছিল। নবী (স.) সওয়ালকারীকে সেসব ছাগল দান করে দিলেন। সে যখন তার কওমের কাছে ফিরে গেল তখন তাদেরকে বললো-লোকেরা ! তেমারা সব মুসলমান হয়ে যাও। মুহাম্মদ (স.) এতোবেশি পরিমাণে দান করেন যে, অভাবগ্রস্থ হওয়ার কোনো ভয় আর থাকে না। একবার হযরত হুসাইন (রা.) এর দরবারে এক ভিখারী এসে বললো- হে নবীর পৌত্র আমাকে কিছু দান করুন। তিনি চারশ' দিরহাম এনে তাকে দিয়ে দিলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। লোকেরা কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, কাঁদছি এজন্য যে, তার চাইবার আগেই তাকে কেন দিয়ে দিলাম না, যার জন্যে তাকে সওয়াল করতে হলো। কেন এ অবস্থা হলো যে, সে ব্যক্তি আমার কাছে এসে ভিক্ষার জন্যে হাত বাড়ালো ?[৭৯]

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বল্লাম হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে যুবাইর (রা.) যা কিছু দেন তা ছাড়া আমার কাছে কিছু নেই। আমি কি তা থেকে দান করতে পারি? তিনি বললেন, হাঁ। তুমি থলের ফিতা বেঁধে রাখবে না, অন্যথায় তোমার জন্যও আল্লাহর পক্ষ থেকে বেঁধে রাখা হবে (তোমার রিযিকের থলে)। অপর বর্ণনায় আছে, গুনে গুনে ব্যয় কর না, অন্যথায় তোমাকেও গুনে গুনে প্রদান করা হবে।[৮০] আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী করিম (স.) বলেন, দানশীল ব্যক্তি আল্লাহর নিকটবর্তী, বেহেশতের নিকটবর্তী, মানুষের নিকটবর্তী এবং দোযখ থেকে দূরবর্তী। কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহর দূরবর্তী, বেহেশতের দূরবর্তী, মানুষের কাছ থেকেও দূরবর্তী, কিন্তু দোযখের নিকটবর্তী। আল্লাহর কাছে ইবাদতকারী কৃপণ ব্যক্তির চেয়ে মূর্খ দানশীল ব্যক্তি অধিক প্রিয়।[৮১]

যাকাতের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সহযোগিতা:

যাকাত প্রতি বছর সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র ১০% লোকের আয়কে দ্বিগুণ করে দেয়, কারণ এই অর্থের প্রায় পুরোটাই ধনীদের কাছ থেকে এসেছে এবং দরিদ্রের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। যাকাতের পার্থিব কল্যাণ হচ্ছে এই যে, এর মাধ্যমে মুসলমানেরা পরস্পরকে সাহায্য করে। কোন মুসলমান বস্ত্রহীন, অন্নহীন ও উপেক্ষিত হয়ে থাকবে না; আমীর গরীবকে এমনভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যাতে তাকে ভিক্ষা করে ফিরতে না হয়। কোন ব্যক্তি কেবল নিজের আয়েশ-আরাম, নিজস্ব শান-শওকতের জন্য তার সম্পদ ব্যয় করে উড়িয়ে দেবে না, বরং সে স্মরণ রাখবে যে,

---

৭৯ উদ্ধৃত, আল্লামা ইউসুফ আল-কারযাভী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৮০ আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবন্ ঈসা আত-তিরমিযী, *আল জামি' আসসহীহ লিত-তিরমিযী* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ১৯৯৭), তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৯৩

৮১ তদেব

Dhaka University Institutional Repository

তার কওমের এতীম, বিধবা ও অভাবগ্রস্থদের হক (অধিকার) রয়েছে। এমন সব ছেলেমেয়েদেরও অধিকার আছে তাতে, যারা আল্লাহর কাছ থেকে মেধা ও বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে দুনিয়ায় এসেছে, অথচ গরীব বলে শিক্ষা লাভ করতে পারছে না। তাদেরও অধিকার আছে, যারা রুগ্ন-অকর্মন্য বলে কোন কাজ করতে পারছে না। এ অধিকার যারা মেনে নিতে রাজী হয় না, তারা যালেম। একজন লোক বস্তার পর বস্তা টাকায় বোঝাই করবে, বালাখানার আয়েশ-আরাম উপভোগ করবে, হাওয়া গাড়ীতে চড়ে বিলাস-ভ্রমণ করবে, আর তারই কওমের হাজার হাজার লোক রুটির কাঙাল হ'য়ে ফিরবে, হাজার হাজার কর্মক্ষম লোক বেকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে থাকবে, এর চাইতে বড় যুলুম আর কি হতে পারে। ইসলাম এই ধরনের স্বার্থপরতার দুশমন। কাফেরদের সভ্যতা তাদেরকে শিক্ষা দেয় যে, যা কিছু সম্পদ তাদের হাতে আসে, তা তারা জমিয়ে রাখবে এবং তা সুদে কর্জ দিয়ে আশে পাশের লোকদের উপার্জিত অর্থও তারা আপন মুঠিতে টেনে আনবে । পক্ষান্তরে, মুসলমানদেরকে তাদের দ্বীন ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, আল্লাহ তায়ালা যদি তাদেরকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রিযিক দান করেন, তবে তা জমিয়ে রাখবে না বরং অন্যান্য ভাইকে তা দিয়ে নিজেদের মত তাদেরকেও উপার্জনক্ষম করে তোলা যায়।

খ) নির্দিষ্ট খাতে হস্তান্তর (দাতব্য খাত): ইসলাম যাকাত ও সাদাকাতুল ফিতরের মত অপরিহার্য সম্পদ হস্তান্তরের পাশাপাশি দান, দাতব্য অনুদান ও পরোপকারকে উৎসাহ প্রদান করেছে। এ সম্বন্ধে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো: "তাদের সম্পদে, প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের সুস্পষ্ট হক রয়েছে"।[৮২] তাই, দাতব্য এবং পরোপকারমূলক কার্যক্রমকে ইসলাম অগ্রাধিকার দিয়েছে। বৈষম্যের শিকার বা দরিদ্রদের প্রতি এসব হস্তান্তর অবশ্যই বাধ্যতামুলক হওয়া উচিত।

গ) রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব: ইসলাম দারিদ্র বিমোচনকে একটি ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করে। ইসলামী পদ্ধতিতে রাষ্ট্রকে বৈধভাবে ব্যবসা বা অর্থনৈতিক কার্যক্রম চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় অনুকুল পরিবেশ সৃষ্টির দায়িত্ব নিতে হবে। পাশাপাশি, রাষ্ট্র তার নাগরিকদের সব ধরনের জুলুম ও শোষণ থেকে রক্ষা করে মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করবে। রাষ্ট্র যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করে সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করবে।[৮৩] দারিদ্র সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার পাশাপাশি আরো কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নিম্নে সে সব সহায়ক পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করা হলো:

---

৮২ আল-কুরআন, ৭০:২৪-২৫

৮৩ এম. কে হাসান, *বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা* , প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪

Dhaka University Institutional Repository

১. ইসলামী মীরাসী আইনের কঠোর বাস্তবায়ন ও প্রয়োগঃ

সমাজে ধন বন্টনের ক্ষেত্রে যে কয়টি শক্তিশালী ও গুরুত্বপূর্ণ উপায় রয়েছে ইসলামী মীরাসী আইন তার মধ্যে অন্যতম। সমাজ হতে দরিদ্র হ্রাসেও এই আইন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র.) পর্যন্ত এই আইনের যথাযথ প্রয়োগ করা হয়েছিল। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় মুসলিম শাসকবর্গ রাজতন্ত্রের প্রতি ঝুকে পড়ায় এবং আইনের কঠোর ও তাৎক্ষণিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে শৈথিল্যের কারণে মীরাসী আইনের যথাযথ প্রয়োগ হ্রাস পেতে থাকে। পরিণামে আদালতে জমে উঠতে থাকে মামলা মোকদ্দমার ভিড়। এক শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা দূর্নীতি পরায়ণ ও অসৎ ব্যক্তিদের কখনও সরাসরি কখনও নেপথ্যে মদদ জোগায়। ফলে মীরাসী আইনের প্রয়োগে ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারীতাই হয়ে উঠে প্রবল বাধা।

একথা সত্য যে, মুসলিম দেশসমূহে ইসলামী মীরাসী আইন সরকারিভাবে স্বীকৃত এবং আইন আদালতের মাধ্যমে তা প্রয়োগের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, এর সুষ্ঠু প্রয়োগের কোন সামাজিক বাধ্যবাধকতা নেই, বিশেষ করে যখন ইয়াতিম ও মহিলাদের প্রসঙ্গ যুক্ত হয় তখন মহিলারা উত্তরাধিকার অর্জনে অসহায় বোধ করে। বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে এর নজির হাজার হাজার।

এই প্রেক্ষিতে যদি সরকার সম্পত্তিতে মহিলাদের অংশে যথাযথ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হয় তাহলে অর্থনীতিতে ধন-বন্টনের বৈষম্য হ্রাসের পাশাপাশি দারিদ্রও অনেকখানি দূর হবে। প্রথমত, এর ফলে পুরুষ সদস্যদের অবর্তমানে তারা উপার্জনের অনিশ্চয়তায় ভুগবে না এবং দ্বিতীয়ত আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে তাদের অধিকার ফলপ্রসূ অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। অধিকাংশ মুসলিম দেশে এখনও মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম শিক্ষিত এবং সামাজিক সুবিধার ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ। অথচ অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মহিলাদের তুলনামূলক এই পশ্চাৎপদতা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। সুতরাং মহিলাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার জন্যে উপযুক্ত আইন প্রণয়ন ছাড়াও সরকারকে বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে এগিয়ে আসতে হবে।

২. ওয়াকফ সম্পত্তি :

জনকল্যাণের মৌলিক মানবিক প্রয়োজন পূরণে সহায়তার উদ্দেশ্যে দানশীল ও বিত্তশালী মুসলিমরা তাদের সম্পত্তি ওয়াকফ করে যান। এক সময় ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে বিপুল সংখ্যক লোকের অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা ও শিক্ষার সুযোগ হতো ওয়াকফ সম্পত্তির আয় হতেই। আমাদের দেশে এর ভুরি ভুরি নজির রয়েছে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, মুসলিম সংখ্যালঘু দেশে তো বটেই মুসলিম

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যাগুরু দেশেও সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে এসব ওয়াকফ সম্পত্তি হয় সরকার নিজের হাতে তুলে নিয়েছে অথবা এলাকার শক্তিধর ব্যক্তি বা রাজনৈতিক সমর্থনপুষ্ট লোকেরাই জবরদখল করে ভোগ করছে।

প্রসঙ্গত যে সব ওয়াকফ উৎস হতে বাংলাদেশে বার্ষিক আয় হয়ে থাকে সে সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা থাকা ভাল। ওয়াকফ শুমারী ১৯৮৬ অনুসারে বাংলদেশ সরকারের কাছে রেজিষ্ট্রিকৃত ওয়াকফ এস্টেটের সংখ্যা ৯৭,০৪৬টি, মৌখিকভাবে ও দলিলপত্রে স্বীকৃত ৪৫,৬০৭টি এবং ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় চলে আসছে ৭,৯৪০টি। দেড় লক্ষাধিক এই এস্টেটের আওতার ফলের বাগান, পুকুর ও অনাবাদী জমি মিলিয়ে রয়েছে প্রায় ১.২০ লক্ষ একর জমি, সরকারি হিসেব মতেই যার বার্ষিক আয় ৯০.৬৫ কোটি টাকা।[৮৪] এই আয়ের সিংহভাগই চলে যায় প্রশাসনিক ব্যয়নির্বাহ এবং মসজিদ, মাদরাসা ও দাতব্য প্রতিষ্ঠানে মাসোহারা প্রদানে। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পিত ব্যবহার হলে এই ওয়াকফ হতেই যেমন বেশি আয় হতে পারত তেমনি সুনির্দৃষ্ট কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে অধিকতর কল্যাণমূখী কাজ করাও সম্ভব হতো। পাশাপাশি যেসব ওয়াকফ সম্পত্তির পুরোটা বা অংশবিশেষ ইতোমধ্যে বেহাত বা জবরদখল হয়ে গেছে সেগুলি উদ্ধারের জন্য সরকার প্রকৃতই তৎপর হলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিক্ষার সুযোগ, অপুষ্টি দূরীকরণ, চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অভাব-অনটন অনেকখানিই দূর করা সম্ভব হতো।

৩. কর্য হাসানাঃ

হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর সময় হতে মুসলিম সমাজে কর্য হাসানার বিধান চলে আসছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বিত্তশালী ব্যক্তিরা সমাজের দারিদ্র ও অভাবী লোকের প্রয়োজন পুরণের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধের শর্তে কর্য হাসানা দিতেন। কর্য হাসানা প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন, "তোমাদের মধ্যে কে আছে যে, আল্লাহকে কর্য হাসানা দিতে প্রস্তুত, তাহলে আল্লাহ তাকে কয়েকগুণ বেশি ফিরিয়ে দেবেন। হ্রাস-বৃদ্ধি উভয়ই আল্লাহর হাতে নিহিত। আর তাঁরই নিকট তোমাদের ফিরে যেতে হবে।"[৮৫] কর্য হাসানার এই বিধান সমাজে প্রয়োজন পূরণের জন্যে অর্থ লেনদেনের এবং ব্যবসায়িক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার সুযোগ করে দিয়েছে। কর্য হাসানা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক হতে পারে। যেমনঃ

ক. বেসরকারি খাতে স্বল্পমেয়াদী বিনিয়োগ কার্যক্রমে সহায়তা।

---

৮৪ শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি ঃ নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহীঃ স্কয়ার পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬), পৃ. ১৮৯
৮৫ আল-কুরআন, ২:২৪৫

Dhaka University Institutional Repository

খ. বিত্তশালীদের ব্যয় প্রবণতার সাময়িক হ্রাস।

গ. সুদভিত্তিক ঋণের উচ্ছেদসহ মূল্যস্তরে স্থিতিশীলতা আনয়ন।

এগুলোর ফলে সমাজে যেমন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে তেমনি নির্দিষ্ট আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতা স্থির রাখার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এক্ষেত্রে সরকারের দায়িত্ব কর্য হাসানার অর্থ পরিশোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা এবং একই সঙ্গে বিত্তশালীদের এক্ষেত্রে অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৪. সুদবিহীন সরকরি ঋণঃ

বর্তমান যুগে ধনীদের ব্যয় প্রবণতা হ্রাসের মাধ্যমে ধন বন্টনে বৈষম্য দূর করার প্রয়াস চলছে। এক্ষেত্রে গৃহীত কার্যকর পদক্ষেপের মধ্যে সরকারি ঋণ অন্যতম। বিত্তশালীদের হাতে যে অব্যয়িত সম্পদ রয়েছে তার একটা অংশ বিনিয়োগমূলক কাজে লাগানো এবং একই সঙ্গে তাদের ব্যয় হ্রাস করা। ফলে সমাজে ধন বৈষম্য কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। নতুন নতুন কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হয়। বিশেষত সরকারি উন্নয়নমূলক ব্যয় ও পূর্ব কর্মসূচির সিংহভাগ অর্থই সমাজের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হাতে যায়।

সুদী ব্যাংকগুলির প্রদত্ত বিপুল ঋণের কারণে সমাজে যে ভারসাম্যহীনতার সৃষ্টি হয় তার যথাযথ নিয়ন্ত্রণের উপায় সরকারি ঋণ। অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ, ব্যবহার ও মেয়াদের উপর অর্থনৈতিক গতিশীলতা ও সামাজিক কল্যাণ বহুলাংশে নির্ভরশীল। তাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে এ ব্যাপারে কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা সরকারের অন্যতম দায়িত্ব। বিভিন্ন বৃহৎ ও লাভজনক উন্নয়নমূখী প্রকল্পের জন্য সরকার সুদভিত্তিক ঋণ গ্রহণের পরিবর্তে মুদারাবা সার্টিফিকেট বা বণ্ড চালু করলে উভয় পক্ষেরই মঙ্গল। বিত্তশালীরা এতে অংশগ্রহণ করে যেমন মেয়াদান্তে লাভের অংশ পেতে পারেন, তেমনি সরকারও সমাজের অব্যয়িত অর্থ শিল্প উন্নয়নসহ বিবিধ উৎপাদনমূলক কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের পাশাপাশি বেকার ও অর্ধ বেকার লোকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে তাদের মুখে হাসি ফোটাতে পারেন।

৫. সুদের উচ্ছেদঃ

ইসলাম সুদকে চিরকালের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। ইসলামী অর্থনীতিবিদদের মতে, সুদের উচ্ছেদ এবং তার পরিবর্তে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যবসা উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা সম্পদের আরও যুক্তিপূর্ণ বন্টন নিশ্চিত করে। সুদের মতো শোষণ ও নিপিড়িনের এই বিষবৃক্ষকে যদি সমূলে উৎপাটন করা যায় তাহলে সমাজের মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণীই শুধু প্রভুত কল্যাণ লাভ করবে তাই না, সমগ্র আর্থ-সামাজিক পরিমন্ডলেই এক সুস্থ ও কল্যাণময় পরিবেশ

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি হবে। এই মুহূর্তে সমস্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম হতে সুদ উচ্ছেদ কিছুটা দুরুহ মনে হলেও একাজ অসম্ভব নয়। প্রয়োজন আন্তরিকতা ও দৃঢ় সংকল্পের। পর্যায়ক্রমে ছোট কিন্তু দৃঢ় পদক্ষেপের মাধ্যমে এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

৬. আত্মীয় স্বজনের হক আদায়ঃ

ইসলাম বিত্তবানদের উপর গরীব ও অক্ষম নিকটাত্মীয়দের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় এটা খুবই জঘন্য অপরাধ যে, কোন ব্যক্তি তার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিজের কোন আত্মীয়কে ভূখা-নাঙ্গা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে দেখল, অথচ তার দারিদ্র দূরীকরণে কোন পদক্ষেপ নিল না। আমাদের সমাজে এমন দরিদ্র পরিবার খুবই কম আছে, যাদের কোন আত্মীয় স্বজন বিত্তবান নয়। সুতরাং প্রত্যেক বিত্তবান ব্যক্তিই যদি তার দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণের ব্যাপারে দায়িত্ববান হন, তবে সমাজ থেকে দারিদ্র দূরীকরণ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

৭. প্রতিবেশীর হক আদায়ঃ

মহল্লার বাসিন্দা একে অপরের প্রতিবেশী। সমাজে যারা দূর্বল তাদের সাহায্য করা, অভুক্তকে খাদ্য দান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান উক্ত সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের দায়িত্ব। আর এই দায়িত্ব-কর্তব্য যদি আমরা সবাই যথাযথভাবে পালন করি, তবে সমাজের দারিদ্র সমস্যার অনেকখানি সমাধান হয়ে যাবে।

৮. পতিত ভূমি আবাদকরণঃ

পর্যাপ্ত পানি, সেচ ব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশে অনেক আবাদযোগ্য জমি পতিত অবস্থায় থেকে যায়। বাংলাদেশে জমির প্রায় ৩১ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ২৪ লক্ষ একর পতিত জমি রয়েছে।[৮৬] এই সব পতিত ভূমি যদি সরকারিভাবে আবাদযোগ্য করে ভূমিহীন দরিদ্র কৃষকদের মাঝে বিতরণ করা হয়, তবে তা অনেকেরই দারিদ্র সমাধানে সহায়ক হতে পারে।

৯. কৃষির উন্নয়নঃ

বাংলাদেশ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দেশ। এ দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৮০ জন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাব কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশীয় আয়ের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ এবং রপ্তানি আয়ের

---

৮৬ প্রফেসর মু. মনজুর আলী খানও অন্যান্য, *বাংলাদেশ অর্থনীতি* (ঢাকাঃ হাসান বুক হাউস, ২০০১), পৃ. ২০৮

Dhaka University Institutional Repository

প্রায় শতকরা ৭৫ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে।[৮৭] কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, কৃষি নির্ভর এই দেশের শতকরা প্রায় ৬০ জনই ভূমিহীন।[৮৮] ফলে এই ৬০% কৃষকই দরিদ্র। আর সর্বোমোট দরিদ্র কৃষকের সংখ্যা আরও বেশি। বলতে গেলে বাংলাদেশে দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই কৃষক। সৃতরাং এ দেশের দরিদ্র সমস্যার সমাধান করতে হলে কৃষির উন্নয়ন তথা কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। সেই লক্ষ্যে কৃষকদের আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক চাষাবাদের শিক্ষা দান, সুদমুক্ত সহজলভ্য কৃষি ঋণ বিতরণ, সুলভ মূল্যে উন্নত বীজ ও সারের প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।

১০. প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার:

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি উন্নয়নশীল দেশ। তবে এ দেশটি প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সম্পদগুলো হলো:[৮৯]

ক. জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত (বছরে গড়ে ২০৩ সে.মি. বৃষ্টিপাত হয়)

খ. মৃত্তিকা ও তার উর্বরা শক্তি

গ. নদ-নদী (ছোট বড় মিলে প্রায় ২৩০ টি)

ঘ. বনজ সম্পদ (মোট ভূ-ভাগের প্রায় ৯.৩ শতাংশ)

ঙ. কৃষি সম্পদ (দেশিয় আয়ের শতকরা ৫০ ভাগ।)

চ. খনিজ সম্পদ (কয়লা, তৈল, গ্যাস, চুনা পাথর, চীনামাটি, গন্ধক, কঠিন শীলা, সিলিকা, বালু, তামা, লবণ, সাদা মাটি, আনবিক খনিজ পদার্থ ইত্যাদি)।

ছ. প্রাণিজ সম্পদ (মাংস = বছরে ৩ লাখ ২৬ হাজার মে. টন)
(ডিম = বছরে প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ পিছ।)
(দুগ্ধজাত দ্রব্য অপর্যাপ্ত)

জ. মৎস্য সম্পদ (বছরে ৪৫ হাজার টন ধরা পরে)

ঝ. মানব সম্পদ (বিপুল পরিমাণ শিক্ষিত প্রশিক্ষিত জনশক্তি)

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দেশ। কিন্তু এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদসমূহের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। দেশটির দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে এই সব প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা একান্ত আবশ্যক।

---

৮৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৫
৮৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৯
৮৯ প্রাগুক্ত , পৃ. ৯১, ৯৭,১০৫, ১১৫, ১৫৫

Dhaka University Institutional Repository

১১. তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারঃ

তথ্যপ্রযুক্তি নিয়ে তৃতীয় বিশ্বের লোকজন যেমন ভীত প্রথম বিশ্বের লোকজন তত আনন্দিত ও উচ্ছ্বসিত। উন্নত বিশ্বের মানুষ তথ্যপ্রযুক্তি নির্মাণ ও ব্যবহার করে তৃতীয় বিশ্বের কাছে দেবতার ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর আমরা তাদের সৃষ্ট প্রযুক্তি ব্যবহারে শঙ্কিত ভীত ও উদাসীন। উন্নত বিশ্ব তাদের মেধা, মনন ও সৃষ্টিশীলতা দিয়ে সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি, ধনী রাষ্ট্র হিসাবে নাম লিখাচ্ছে গিনেস বুকে, কিন্তু তাদের এ সফলতার পিছনে যাদের সবচেয়ে বেশি অবদান তারা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের এ দরিদ্র ও প্রযুক্তি ব্যবহারে সঙ্কিত জনগোষ্ঠীর মেধাবী মানুষ। দারিদ্র বিমোচনে তথ্য প্রযুক্তির অবদান যে অপরিসীম তার হাজারো দৃষ্টান্ত রয়েছে। মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস্ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে হাজার হাজার বিলিয়ন ডলার উপার্জন করে আজ বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত।[৯০] সুতরাং আমাদের দরকার প্রযুক্তি ব্যবহারে উদাসীনতা পরিহার করে আগ্রহভরে প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিত করা। সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে সঠিক তথ্যজ্ঞান সমৃদ্ধ একটি জাতি গঠন করতে পারলে নির্মিত হবে সত্যিকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ। গ্রাম-গঞ্জের পিছিয়ে থাকা মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞানে সমৃদ্ধ করলে সেখান থেকেই শুরু হবে সুপার টেকনোলজী সমৃদ্ধ ক্ষুধা-দারিদ্রমুক্ত ডিজিটাল বাংলাদেশের যাত্রা।

১২. বেকারত্ব দূরীকরণঃ

বেকারত্ব বাংলাদেশের জন্য অভিশাপ। বিপুল পরিমাণ জনশক্তি কর্মসংস্থানের অভাবে দরিদ্র জীবন যাপন করছে। এদের জীবন থেকে দারিদ্রের অভিশাপ দূর করতে হলে এদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা, আইন শৃংখলার উন্নতি, অর্থনৈতিক অবকাঠামো উন্নয়ন, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, দেশিয় বিনিয়োগে উৎসাহ দান, ব্যাপকভাবে শিল্পায়ন, দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি, কৃষি ও পোশাক শিল্পের বিকাশ, মুদারাবা-মুশারাকা ভিত্তিক ব্যবস্থা চালু, মূলধন বিনিয়োগে ইসলামী পন্থাসমূহ প্রয়োগ, নারীদের কর্মসংস্থান ইত্যাদির মাধ্যমে দেশে বেকারদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদের দারিদ্র বিমোচন করতে হবে।

---

৯০ বাংলাদেশ প্রতিদিন (ঢাকা: ৮ অক্টোবর ২০১০), পৃ. ১০

Dhaka University Institutional Repository

১৩. অপচয় রোধঃ

অপচয় দারিদ্রের অন্যতম কারণ। এই অপচয় ব্যক্তিগতভাবেও হতে পারে , রাষ্ট্রীয়ভাবেও হতে পারে। ব্যক্তিগতভাব সীমাহীন অপচয় ধনী ব্যক্তিকেও দরিদ্রের কাতারে শামিল করে দেয়। রাষ্ট্রীয় অপচয় দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এক বড় বাধা। সরকারি আমলাদের রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপরিমীত ব্যয় দেশের উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করে। প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রজাতন্ত্রের সকল আমলা, কর্মচারী, কর্মকর্তা, যদি দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে আন্তরিক হয়ে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের সম্পদ অপচয় না করে বরং যথাযথভাবে ব্যয় করেন, তবে তা দেশের দারিদ্র বিমোচনে অনেক সহায়ক হবে।

১৪. ভোগ বিলাসের অপনোদনঃ

ইসলাম ভোগ বিলাসকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং দানশীলতাকে উৎসাহিত করেছে। আমাদের সমাজের সম্পদশালীরা যে বিপুল পরিমাণ সম্পদ অপচয় করে থাকেন, তা যদি দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করা হতো, তবে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর অনেককে মানবেতর জীবন যাপন করতে হতো না। এছাড়া প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে বেতনের যে বিরাট বৈষম্য তা উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারীদের ভোগ বিলাসের দিকে ঠেলে দেয়। বেসরকারি ব্যক্তি মালিকানাধীন বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে যে আকাশ পাতাল ব্যবধান, তা উচ্চ শ্রেণীর কর্মচারীদেরকে ভোগ বিলাসে দারুণভাবে উৎসাহিত করে। দেশের প্রচলিত এই বেতন ব্যবধানকে কমিয়ে এনে উদ্বৃত্ত অর্থ দিয়ে যদি আরো বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান করা যায়, তবে তা দেশের দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

১৪. দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নঃ

বাংলাদেশে দারিদ্র বিমোচনের জন্য দীর্ঘমেয়াদি সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রয়োজন। দেশে যাকাতভিত্তিক সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার প্রবর্তন, সুষ্ঠুভাবে যাকাত উত্তোলন, অন্যান্য সাদাকাহ উত্তোলন, ব্যয়ের পরিকল্পনা নির্ধারণ, অন্যান্য সহায়ক পদক্ষেপসমূহ ধীরে ধীরে বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ, দারিদ্র বিমোচনে সমাজের সবাইকে সম্পৃক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের দীর্ঘমেয়াদি সুষ্ঠু ও সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। সরকার যদি এই সব পরিকল্পনা গ্রহনের পাশাপাশি তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ও আন্তরিক হয়, তবে তা দেশের দারিদ্র বিমোচনের পথকে উন্মুক্ত করবে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশেষে বলা যায়, দারিদ্র বর্তমান বিশ্বের অন্যতম প্রধান সমস্যা। বাংলাদেশসহ বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ এই দারিদ্র সমস্যার কষাঘাতে জর্জরিত। বিশ্বের চলমান পুঁজিবাদ ও সমাজতান্ত্রিক মতবাদ এই সমস্যার সমাধানে শুধু ব্যর্থই হয়নি, বরং সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছে। বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব ও অর্থনীতিবিদ মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.) এর শিক্ষা এবং আদর্শই সর্বকালের দারিদ্র-নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি। দারিদ্র বিমোচনে রাসূলের (সা.) আনীত আদর্শের মধ্যে যাকাত অন্যতম। এই যাকাত শুধু আমাদের শরী'আতে দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যম নয়, বরং তা পূর্ববর্তী উম্মতদের শরী'আতেও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যম ছিল। যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থা যে কোন রাষ্ট্রের দারিদ্র বিমোচনের নিশ্চিত গেরান্টি। বাংলাদেশ একটি মুসলিম দেশ। এদেশের অর্ধেকেরও বেশি মানুষ দারিদ্রাবস্থায় জীবন যাপন করে। মুসলিম দেশ হিসেবে এ দেশের দারিদ্র বিমোচনে যাকাতভিত্তিক অর্থব্যবস্থার কোন বিকল্প নেই। যদি উক্ত বোর্ডকে শারী'আহ্ দৃষ্টিকোণ থেকে সংস্কার সাধন করে সৎ ও যোগ্য লোকের মাধ্যমে যাকাত নির্ধারণ, উত্তোলন, বন্টন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, সুষ্ঠু বাস্তবায়ন, আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতা, সহায়ক পদক্ষেপসমূহের যথাযথ বাস্ত বায়ন করা হয় তবে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই এদেশে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে। যাকাত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দরিদ্রদের জন্য অন্যান্য সহযোগিতা বাড়াতে হবে। সকল স্তরে দূর্নীতি বন্ধ করতে হবে। দরিদ্রদের সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। দরিদ্রদের জন্য ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে হবে। সর্বোপরি উপরে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়িত হলে দারিদ্র বিমোচন সম্ভব হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

গ্রামীণ ব্যাংক ও এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়: গ্রামীণ ব্যাংক ও এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা

গ্রামীণ ব্যাংক পল্লীর ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। যে দেশের হাজার হাজার কৃষককে একটি শিলাবৃষ্টি কিংবা এক বছরের বন্যা সর্বস্বান্ত করে দিতে পারে, সেদেশে ভূমিহীন কৃষকদের কোন বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়া ঋণদানকে পেশাদার ব্যাংকারগণ অবাস্তব ভেবেছিলেন। ফলে ভূমিহীনদের ঋণদানের জন্য কোন বাণিজ্যিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের প্রথম ব্যাংক, যা সম্পূর্ণভাবে ভূমিহীনদের বন্ধকী সম্পত্তি ছাড়া ঋণদান করছে।[৯১] গ্রামীণ ব্যাংকের রূপকার নোবেল বিজয়ী প্রফেসর ড. মুহাম্মদ ইউনুস বলেন, দারিদ্র জনমানুষ যারা বাংলদেশের মোট জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ জুড়ে আছেন তাদের জীবনে সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যেই আমি এবং গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যগণ কাজ করে যাচ্ছি।[৯২] এরই ধারাবাহিকতায় এ পর্যন্ত ৮১ হাজার গ্রামের প্রায় ৮৪ লক্ষ্য দরিদ্র মানুষকে ঋণ প্রদান করেছে। এছাড়াও ঋণগ্রহীতাদের সন্তানের লেখা-পড়ার জন্য বিভিন্ন কল্যাণমূখী কর্মসূচি এবং ভিক্ষুকদের জন্য ভিক্ষাবৃত্তি থিকে মুক্তির ব্যবস্থা করেছে। দরিদ্র মানুষের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবস্থা করেছে। এ ভাবে গ্রামীণ ব্যাংক দারিদ্রের করাল গ্রাস থেকে মুক্ত করবার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র মানুষের জন্য আর্থিক সেবা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সেবা ইত্যাদি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। আলোচ্য অধ্যায়ে গ্রামীণ ব্যাংকের সার্বিক দারিদ্র বিমোচন কার্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: গ্রামীণ ব্যাংক পরিচিতি

প্রচলিত ব্যাংকিং পদ্ধতির বাইরে বিশেষ নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত ঋণদান ব্যবস্থা প্রবর্তন করাই গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য ব্যাংকিং পদ্ধতির আওতা বহির্ভূত জনসাধারণকে এর আওতায় আনার প্রয়াস চালানো হয়। এর জন্য নির্ধারিত নিম্নলিখিত নিয়ম-কানুন বিশ্বস্ততার সাথে পালন করার মধ্যেই এই ব্যাংকের সাফল্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করবে।[৯৩] ১৯৭৬ সালের আগস্ট মাসে চট্টগ্রামের জোবরা গ্রামে একটি প্রকল্প হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংকের জন্ম।[৯৪] চট্টগ্রামে তিন বছর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায়

---

৯১ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান বর্ষগ্রন্থ ২০০৯ (ঢাকা: বাংলাদেশ পরিসংখান বুরো, ২৯ সংস্করণ, জুলাই ২০১০), পৃ. ১

৯২ ড. মুহাম্মদ ইউনূস, নোবেল শান্তি পুরস্কার বক্তৃতা, *বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা* (ঢাকা: বিআইডিএস, নভেম্বর ২০০৮), ষষ্ঠ বিংশতিতম খণ্ড, পৃ. ১

৯৩ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনুস, *গ্রামীণ ব্যাংক বিধিমালা* (ঢাকা: গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, মিরপুর-২), পৃ. ১

৯৪ Grameen Bank At a Glance, Source: http://www.grameen-info.org

Dhaka University Institutional Repository

টাঙ্গাইল জেলায় এই প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।[৯৫] এ সময় প্রকল্পের ব্যাংক ইউনিটকে কৃষি ব্যাংক বা জাতীয়করণকৃত বাণিজ্যিক ব্যাংকের গ্রামীণ শাখার সঙ্গে সংযুক্ত করে কাজ চালানো হয়। ১৯৮৩ সালের ২ অক্টোবর প্রকল্পটি একটি স্বতন্ত্র ব্যাংকে রূপ নেয়।[৯৬] এই নতুন ব্যাংকের পরিশোধিত মূলধন তিন কোটি টাকা, অনুমোদিত মূলধন দশ কোটি টাকা। ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মসে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ অনুযায়ী মূলধনের শতকরা ষাট ভাগের অংশীদার সরকার, বাকি চল্লিশ ভাগের যোগানদার ভূমিহীন ঋণগ্রহীতারা। ১৯৮৬ সালের জুলাইতে গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশে এক সংশোধনীর ফলে ব্যাংকের মালিকানা বিন্যাসে মৌলিক পরিবর্তন আসে। এই সংশোধনীর ফলে ব্যাংকের ৭৫ শতাংশ মালিকানা আসে ভূমিহীনদের হাতে বাকী ২৫ শতাংশ মালিকানা থাকে সরকারে হাতে। বর্তমানে ৯৫ শতাংশ শেয়ার ভূমিহীনদের হাতে এবং বাকী ৫ শতাংশ শেয়ার সরকারের হাতে। জিবির ঋণ পরিশোধের হার ৯৭.২৬ শতাংশ। মোট গচ্ছিত আমানত ১০২.৬৭ মিলিয়ন টাকা।[৯৭]

গ্রামীণ ব্যাংক পল্লীর ভূমিহীন পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান। 'ঋণ' একটি উৎপাদনক্ষম সম্পদ এবং দরিদ্রদের সময়মত সহজ শর্তে ঋণ দিলে তারা অন্যের সাহায্য ছাড়াই স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে, এই ধারণা প্রমাণ করাই ছিল গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

তহবিলের উৎস ও ব্যবস্থাপনা

বিভিন্ন উৎস হতে গ্রামীণ ব্যাংক তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। পরিশোধিত মূলধন ছাড়াও গ্রামীণ ব্যাংকের তহবিল রয়েছে। এছাড়া আমানত সংগ্রহ করেও গ্রামীণ ব্যাংক এর তহবিলের পরিমাণ বৃদ্ধি করে থাকে, অনেক সময় বাংলাদেশ ব্যাংক সহজ শর্তে পুনঃ অর্থসংস্থাপনের (রি-ফিন্যান্স) সুযোগ দিয়ে থাকে যা গ্রামীণ ব্যাংকের তহবিলের আরেকটি প্রধান উৎস। আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (IFAD) নামক একটি বিদেশি সংস্থাও গ্রামীণ ব্যাংককে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের ১৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালকমণ্ডলী রয়েছে,[৯৮] যার মধ্যে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত একজন চেয়ারম্যান অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এই পরিচালক মণ্ডলী ব্যাংকের সার্বিক নীতি নির্ধারণের কাজ করে থাকে। গ্রামীণ ব্যাংকের পরিচালকমণ্ডলী সদস্যদের মধ্যে নয় জন ঋণ গ্রাহণকারী ভূমিহীন সদস্যদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্য থেকে নেয়া হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের ব্যস্থাপনা পরিচালক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা।

---

৯৫ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক: প্রথম দশক (১৯৭৬-১৯৮৬)* (ঢাকা: গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, জুন ২০০৪), ৬
৯৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৭
৯৭ Grameen Bank At a Glance, Ibid
৯৮ বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০০৯, গ্রামীণ ব্যাংক (ঢাকা: গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, মিরপুর ২), পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক এর উদ্দেশ্যসমূহ ও কার্যাবলী

(১) একটি সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা যার মাধ্যমে ব্যাংকিং এর নীতি অনুযায়ী গ্রামের ভূমিহীন দেরকে কোন প্রকার জামানত ছাড়াই আর্থিক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে গ্রামের গরীব কৃষকদের মহাজনদের কবল থেকে রক্ষা করা সহজ হবে।

(২) গ্রামের বেকার এবং পরনির্ভশীল লোকদেরকে তাদের দক্ষতা ও পছন্দ অনুযায়ী লাভজনক অর্থনৈতিক কাজে নিয়োজিত করার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করা।

(৩) ব্যাংকিং-এর সুযোগ-সুবিধা গরীব পুরুষ এবং মহিলাদের মধ্যে সম্প্রসারিত করা।

(৪) বেকার এবং পরনির্ভরশীল জনশক্তিকে স্ব-নিয়োজিত কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সৃষ্টি করা।

(৫) গ্রামের ধনী শ্রেণী ও মহাজনদের দৌরাত্ম্য থেকে ক্ষুদ্র ও ভূমিহীন চাষীদের রক্ষা করা।

(৬) বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে একটি সাংগঠনিক কাঠামোর আওতার মধ্যে আনা, যাতে তারা পারস্পারিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজ ও অর্থনীতিকে বুঝতে পারে এবং পরিচালনা করতে পারে।[৯৯]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক এর সাংগঠনিক কৌশল ও প্রক্ষিণ ব্যাবস্থা

গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্ভাবক ড. মোহাম্মদ ইউনুস এর ভাষায় গ্রামীণ ব্যংক হল বৃত্তের ভেতরে আরেকটি বৃত্ত। সবচাইতে ছোট বৃত্তটি হল গ্রাম পর্যায়ে এক একটি প্রকল্প এবং সবচাইতে বড় বৃত্তটি হল ঢাকার প্রধান কার্যালয়। নিচের চিত্রটি থেকে তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবেঃ[১০০]

৯৯ ড. এ আর খান, *পল্লী অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকিং* (ঢাকাঃ আইডিয়াল লাইব্রেরী, জুন ১৯৮৯), পৃ. ১৭০
১০০ ড. এ আর খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

Dhaka University Institutional Repository

গ্রুপঃ

১.১ গ্রুপের সদস্যদের অবশ্যই ভূমিহীন ও বিত্তহীন হতে হবে।

ভূমিহীনঃ যে পরিবারের আবাদযোগ্য মোট জমির পরিমাণ ৫০ শতকের কম সেই পরিবার ভূমিহীন।

বিত্তহীনঃ ইউনিয়ন কিংবা পৌরসভা এলাকায় বসবাসরত যে পরিবারের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়মূল্য ঐ এলাকার মাঝারী ধরনের এক একর আবাদযোগ্য জমির মূল্যের বেশি হবে না; অথবা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কিংবা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাসরত যে পরিবারের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার বেশি হবেনা সে পরিবার বিত্তহীন পরিবার বলে গণ্য হবে।

১.২ একটি গ্রুপ গঠন করতে ৫ জন সদস্যের প্রয়োজন হবে।

১.৩ গ্রুপের সকল সদস্যকে অবশ্যই একই গ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা এবং পাশাপাশি বসবাসকারী হতে হবে।

১.৪ সমমনা এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমপর্যায়ের ব্যক্তি, যারা একে অন্যের প্রতি আস্থাশীল এমন লোকদের নিয়ে গ্রুপ গঠন করতে হবে।

১.৫ একান্নভুক্ত পরিবারের একজনের বেশি সদস্য গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

১.৬ নিকট আত্মীয়কে (যেমন বাবা-মা, ভাই-বোন, চাচা-চাচী, শ্বশুর-শাশুড়ি, জা-ননদ) নিয়ে গ্রুপ গঠন করা যাবেনা।

১.৭ প্রত্যেক গ্রুপে একজন চেয়ারম্যান ও একজন সেক্রেটারি থাকবেন। তাঁরা গ্রুপ সদস্যের দ্বারা নির্বাচিত হবেন। প্রথমবার গ্রুপ গঠনের সময় এবং তারপর থেকে প্রতি চৈত্র মাসে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। চৈত্র মাসে নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি পহেলা বৈশাখ থেকে তাঁদের কার্যভার গ্রহণ করবেন। কোন সদস্য পর পর একাধিকবার গ্রুপ চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি হতে পারবেন না।

২.০ গ্রুপে অতিরিক্ত সদস্য নেয়া

একজন কর্মী সাধারণত ১০টি কেন্দ্র এবং ন্যূনতম ৬০০ জন সক্রিয় সদস্য পরিচালনা করবেন। কর্মী তাঁর পরিচালনাধীন কেন্দ্রের এক বা একাধিক গ্রুপে ৫ জনের অতিরিক্ত সদস্য নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে একটি গ্রুপে সর্বোচ্চ ১০ জন পর্যন্ত সদস্য নেয়া যাবে। তবে একটি কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৭০ জন পর্যন্ত সদস্য নেয়া যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

৩.০ সোনালী সদস্য

গ্রামীণ ব্যাংকের সম্মনিত সদস্যদের মধ্যে যারা সর্বোত্তম হিসেবে বিবেচিত হবেন তাঁদেরকে 'সোনালী সদস্য' নামে অভিহিত করা হবে। নির্ধারিত ৫টি যোগ্যতার ভিত্তিতে সোনালী সদস্য নির্বাচন করা হবে। যিনি সর্বশেষ ৫ বছর একনাগাড়ে নিখুঁতভাবে ঋণ পরিশোধ করেছেন, অন্তত একটি বিশেষ বিনিয়োগ ঋণ নিয়ে পূর্ণ পরিশোধ করেছেন, ঋণের টাকায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন, এ ছাড়া সদস্যের ব্যাংকে রক্ষিত সঞ্চয়ী হিসেবে ন্যূনতম ব্যালেন্স ৪ হাজার টাকা থাকলে এবং ৬-১৫ বছর বয়সের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়ায় রত অথবা লেখাপড়া শেষ করে থাকলে সংশিষ্ট সদস্য সোনালী সদস্যের যোগ্যতা অর্জন করেছেন বলে বিবেচিত হবেন। তিনি সোনালী সদস্য সংক্রান্ত নীতিমালা মোতাবেক বিশেষ মর্যাদা ও সুবিধা পাবেন।

৪.০ সংগ্রামী (ভিক্ষুক) সদস্য

গ্রামীণ ব্যাংক এাকায় কোন দরিদ্র লোক যাতে মানবেতর জীবন-যাপন না করেন সেই উদ্দেশ্যে সংগ্রামী (ভিক্ষুক) সদস্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচির লক্ষ হলো- যারা অন্যের দয়ার উপর নির্ভরশীল বা ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত তাদেরকে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, পর্যায়ক্রমে মর্যাদাপূর্ণ জীবন-যাপনে সক্ষম করা। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রচলিত নিয়ম-কানুন সংগ্রামী সদস্যদের জন্য প্রযোজ্য হবে না। ঋণ নীতিমালায় বর্ণিত নিয়মানুযায়ী সংগ্রামী (ভিক্ষুক) সদস্য কর্মসূচি পরিচালিত হবে।

৫.০ গ্রুপ চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারির দায়িত্ব ও কর্তব্য

৫.১ গ্রুপের পক্ষ থেকে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি ব্যাংকের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন। গ্রুপের সদস্যদের জন্য ঋণের সুপারিশ করা, ঋণের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং তা পরিশোধ করানোর দায়িত্ব চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারির উপর ন্যস্ত থাকবে।

৫.২ গ্রুপের সকল সদস্যকে সাপ্তাহিক সভায় অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে।

৫.৩ সাপ্তাহিক সভায় গ্রুপের সদস্যদের প্রত্যেককে গ্রহণকৃত ঋণের পরিমানের উপর ভিত্তি করে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করতে হবে। সাপ্তাহিক এই সঞ্চয় সদস্যদের নিজস্ব একাউন্ট এ জমা থাকবে।

৫.৪ সাপ্তাহিক সভায় গ্রুপের চেয়ারম্যান নিজ গ্রুপের শৃংখলা বজায় রেখে সদস্যদের নিকট থেকে সাপ্তাহিক কিস্তি এবং সঞ্চয় কেন্দ্র প্রধানের মাধ্যমে কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের নিকট জমা দেয়ার দায়িত্ব পালন করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৫.৫ গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যকে গ্রুপের আইন-কানুন ও তাঁর নিজ নিজ দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে ওয়াকেবহাল থাকতে হবে। ব্যাংকের নিয়ম-কানুন ও গ্রুপের শৃংখলা বজায় রাখার ব্যাপারে প্রত্যেক সদস্যকে সচেষ্ট থাকতে হবে। ব্যাংক থেকে প্রাপ্ত ঋণের টাকার যথাযথ ব্যবহার, নিয়মিত কিস্তি ও সঞ্চয় প্রদান এবং সাপ্তাহিক কেন্দ্র সভায় উপস্থিতি সুনিশ্চিত করণে সদস্যগণ সর্বদা পরস্পর পরস্পরের তদারকি করবেন।[১০১]

কেন্দ্রঃ

১.১ কয়েকটি গ্রুপ একত্র হয়ে (সর্বোচ্চ ১০টি গ্রুপ) একটি কেন্দ্র গঠন করবে।

১.২ কেন্দ্র প্রধান ও সহযোগী কেন্দ্র প্রধান নির্বাচন ও দায়িত্বঃ

১.২.১ কেন্দ্রের সকল গ্রুপের চেয়রম্যানগণ তাঁদের নিজেদের মধ্য থেকে একজন কেন্দ্র প্রধান এবং একজন সহযোগী কেন্দ্র প্রধান নির্বাচন করবেন। প্রত্যেক বছরের চৈত্র মাসে কেন্দ্র প্রধান এবং সহযোগী কেন্দ্র প্রধন নির্বাচন করা হবে। পহেলা বৈশাখ থেকে তাঁরা কার্যভার গ্রহণ করবেন।

১.২.২ সাপ্তাহিক সভা পরিচালনার সামগ্রিক দায়িত্ব কেন্দ্র প্রধানের উপর ন্যাস্ত থাকবে। কেন্দ্র প্রধানের অনুপস্থিতিতে সহযোগী কেন্দ্র প্রধান এই দায়িত্ব পালন করবেন।

১.২.৩ সভা পরিচালনার অংশ হিসাবে কেন্দ্র প্রধান সভায় গ্রুপ সদস্যদের উপস্থিতি, কিস্তি, সঞ্চয় প্রদান এবং সার্বিক শৃংখলা রক্ষার বিষয়ে তদারক করবেন। তিনি সভায় উপস্থিত কেন্দ্র ব্যবস্থপককে ঋণ প্রস্তাব তৈরি, কিস্তি, সঞ্চয়, আমানত গ্রহণ এবং ব্যাংকের নিয়ম-কানুন রক্ষার ব্যাপারে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবেন।

১.২.৪ কোন কেন্দ্র প্রধান পর পর তিন মাস সময় কালে অর্ধেক বা ততোধিক সাপ্তাহিক সভায় অনুপস্থিত থাকলে কেন্দ্র প্রধানের পদটি শূন্য হয়েছে বলে বিবেচিত হবে এবং সে স্থলে নতুন কেন্দ্র প্রধান নির্বাচন করতে হবে।

১.২.৫ কেন্দ্র প্রধান যদি কোন সময় মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণীদের তালিকায় স্থান পান তবে তিনি কেন্দ্র প্রধান পদে থাকার যোগ্যতা হারাবেন এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্র প্রধান পদটি শূন্য হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। সেক্ষেত্রে নতুন কেন্দ্র প্রধান নির্বাচন করতে হবে।

---

১০১ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক বিধিমালা* (ঢাকা: গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, মিরপুর-২, নভেম্বর ২০০৮), পৃ. ১-৪

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্রের কাজঃ

২.১ গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে কেন্দ্রের সদস্যদের জন্য ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তাকে পরিপূর্ণ ও স্থায়ীভাবে ব্যবহার করার জন্য সদস্যদের মধ্যে সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গী, শৃংখলাবোধ জাগ্রত করা এবং ব্যাংকের সংঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা কেন্দ্রের বিশেষ কর্তব্য বলে বিবেচিত হবে।

ব্যাংকের সংগে লেন-দেনের ব্যপারে অমনযোগী ও নিয়ম-শৃংখলা ভঙ্গকারী সদস্য ও গ্রুপের মধ্যে দায়িত্ব বোধ জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে কেন্দ্র বিশেষ যত্নবান হবে। ব্যাংক কর্তৃক কেন্দ্রের সদস্যগণকে দেয়া সমস্ত ঋণের যথাযথ ব্যবহার, যথানিয়মে পরিশোধ নিশ্চিত করা কেন্দ্রের দায়িত্ব বলে গণ্য হবে।

২.২ ব্যাংকের আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে সদস্যদের অর্থনৈতিক অবস্থার ক্রমশ উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জনে সহায়তার জন্য প্রশিক্ষণ এবং নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির আয়োজন করবে। সদস্যগণ কর্তৃক উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারজাতকরণ, পরিবহন ও উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তির জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

২.৩ কেন্দ্রের সদস্যগণের সকল প্রকার বিবাদ এবং ভুল বুঝাবুঝি নিরসন করার জন্য কেন্দ্রের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বিচার মীমাংসা, সালিশ ইত্যাদির স্থয়ী ও কার্যকরী ব্যবস্থা থাকবে।

২.৪ কেন্দ্রের গ্রুপ চেয়ারম্যানগণ ব্যাংকের সংগে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন এবং ব্যাংকের ঋণ কর্মসূচিটিকে সাবলীলভাবে চালু রাখার ব্যাপারে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে সকল প্রকার সাহায্য, সহযোগিতা প্রদান করবেন।

২.৫ এলাকায় ভিক্ষুক থাকলে তাঁদের সংগ্রামী সদস্য (ভিক্ষুক) কর্মসূচিভুক্ত করার জন্য কেন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করবে। ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিতদেরকে সংগ্রামী সদস্য কর্মসূচিভুক্ত করার মাধ্যমে মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনে সহায়তা করবে।[১০২]

শাখাঃ শাখা কার্যালয়ের আওতায় সাধারণত একটি ইউনিয়নের ১৫ থেকে ২০টি গ্রাম থাকে এবং ঐ গ্রামগুলোতে অবস্থিত সকল কেন্দ্র শাখা প্রধান ছাড়াও একজন করে মাঠ ব্যবস্থাপক (ফিল্ড ম্যানেজার) থাকেন এবং তাকে সাহায্য করার জন্য তিন থেকে পাঁচ জন ব্যাংক কর্মী থাকেন। মাঠ ব্যবস্থাপক অথবা ব্যাংক কর্মী উভয়েই গ্রাম-গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে গ্রুপ এবং কেন্দ্রের প্রয়োজনের

---

১০২ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক বিধিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৪

Dhaka University Institutional Repository

তদারকি করেন। মাঠকর্মীগণ কেন্দ্রের সাপ্তাহিক সভাসমূহে উপস্থিত থাকেন এবং আলোচনা করে ঋণ গ্রহণেচ্ছুদের তালিকা প্রণয়ন করেন এবং ঋণ মঞ্জুরীর জন্য শাখা ব্যবস্থাপকের কাছে দাখিল করেন। ঋণ মঞ্জুর হলে আবার সাপ্তাহিক সভাতেই সকলের উপস্থিতিতে সদস্যগণের মধ্যে ঋণ বিতরণ করেন সাপ্তাহিক সভাতেই পরবর্তীকালে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেন ও ঋণের কিস্তি আদায় করেন। দুই ধরনের মাঠকর্মী আছে– পুরুষ মাঠকর্মী এবং মহিলা মাঠকর্মী। একজন পুরুষ মাঠকর্মীকে সাধারণত ২০৫ জন গ্রুপ সদস্যের দেখাশুনা করতে হয়। অপরপক্ষে একজন মহিলা মাঠ কর্মীকে ১৫০ জন গ্রুপ সদস্যের তদারকি করতে হয়। প্রতি দুই-তিনটি শাখার কার্যকলাপ দেখাশুনা করা ও প্রয়োজনে শাখা প্রধানদেরকে পরামর্শ দেয়ার জন্য একজন করে প্রোগ্রাম অফিসার থাকেন।[১০৩]

এরিয়া অফিসঃ একটি নির্দিষ্ট এলাকার ১২টি শাখা তদারকি করার জন্য একটি এরিয়া অফিস থাকে। এরিয়া ব্যবস্থাপক ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ মঞ্জুর করতে পারেন। তিনি ব্যাংক মাঠকর্মীকে নিজের এরিয়ার ভেতরে বদলি করেত পারেন এবং শাখাসমূহের ত্রৈমাসিক বাজেট অনুমোদন করতে পারেন।[১০৪]

আঞ্চলিক অফিসঃ গ্রামীণ ব্যাংকের আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তার এলাকার নীতি নির্ধারণ করে থাকেন। তার প্রধান কাজ হল তথ্য সংগ্রহ ও বিতরণ করা। তিনি প্রধান কার্যালয় ও অন্যান্য কার্যালয়ের সাথে যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে থাকেন। প্রত্যেক আঞ্চলিক কার্যালয়ে তথ্য আদান-প্রদান ও মূল্যায়নের কাজে কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আঞ্চলিক কার্যালয় হতে যে সমস্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে তার কয়েকটি নিম্নরূপঃ

১. ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ ও ঋণ পরিশোধের প্রতিবেদন।
২. অঞ্চল ভিত্তিতে তুলনামূলক ঋণ বিতরণ, সদস্য সংখ্যা, শাখা খোলার পরিসংখ্যান ইত্যাদি।
৩. সদস্যদের সঞ্চয়ের বিবরণ।
৪. অঞ্চল ভিত্তিতে খেলাফি ঋণের বিবরণ।
৫. ঋণ আদায়ের গতিধারার প্রতিবেদন, ইত্যাদি।[১০৫]

---

১০৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
১০৪ ড. এ আর খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২
১০৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

Dhaka University Institutional Repository

আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক এলাকা ব্যবস্থাপকদের সম্মেলন আহবান করেন এবং তাদের সম্পাদিত কার্যের মূল্যায়ন করেন।

গ্রামীণ ব্যাংকের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা

গ্রামীণ ব্যাংকের আরেকটি বিশেষ দিক হল এর প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। এই প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় কেবল প্রশিক্ষণ দ্বারা সনাতন পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ না দিয়ে অংশ গ্রহণ পদ্ধতিতে দু'তরফা আলোচনার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। চাকুরীর নিয়োগ প্রদান করার পর কর্মীকে গ্রামে-গঞ্জে গ্রামবাসীদের কার্যকলাপ ও ব্যাংকের কার্যপদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পাঠানো হয়। **এর মূলমন্ত্র হল পুস্তকের পৃষ্ঠা অপেক্ষা বাংলাদেশের গ্রামগুলোই সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকদের জীবন সম্পর্কে অধিক কার্যকর প্রশিক্ষণ দিতে পারে।** মাঠে বা গ্রামে পাঠানোর পূর্বে সদ্য নিয়োগ প্রাপ্ত ব্যাংক কর্মচারীদিগকে সংক্ষেপে ব্যাংকের কার্য পদ্ধতিও গ্রাম বাংলা সম্পর্কে ইঙ্গিত দেয়া হয়। কিছু দিন মাঠে ও শাখায় পর্যবেক্ষণ করার পর তাদেরকে ব্যাংকের প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটে ফিরিয়ে আনা হয়। এইখানে তাদেরকে ব্যাংকের নিয়মপদ্ধতি সম্পর্কে সমালোচনা, পরিবর্তন, পরিবর্ধন করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করতে বলা হয়। এরূপ আলোচনায় প্রত্যেককে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। চূড়ান্তভাবে গৃহীত প্রস্তাব (নতুন/পুরাতন) গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যায়নে দক্ষতা ও কর্মচারীদের প্রেরণা অর্জনে সক্ষম হয়।[১০৬]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ঋণনীতি ও সঞ্চয় তহবিল

১.০ ঋণ কার্যক্রমঃ

গ্রামীণ ব্যাংকে সদস্যদের জন্য চার ধরনের ঋণ কার্যক্রম থাকবে- (১) সহজঋণ (২) গৃহঋণ (৩) শিক্ষাঋণ এবং (৪) সংগ্রামী (ভিক্ষুক) সদস্যদের ঋণ। গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণ নীতিমালা অনুসারে এই ঋণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

২.০ ঋণ প্রদান ও পরিশোধ পদ্ধতিঃ

২.১ একটি প্রস্তাবিত গ্রুপের সদস্যদের গ্রুপ গঠনের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হবার পর ক্রমাগত প্রশিক্ষণ দিতে হবে। ক্রমাগত প্রশিক্ষণের পর এরিয়া ম্যানেজার/প্রোগ্রাম অফিসার গ্রুপ যাচাই করে স্বীকৃতি দেবেন। গ্রুপ স্বীকৃতির পর সদস্যদের কেন্দ্র উপস্থিতি ও নিয়ম-শৃংখল পালনের আগ্রহ দেখে ঋণ প্রস্তাব করা হবে।

---

১০৬ প্রাগুক্ত, ৩৪

Dhaka University Institutional Repository

২.২ স্বীকৃতি প্রাপ্ত গ্রুপের সদস্যগণের কাছ থেকে দৈনিক, সাপ্তাহিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয় এরকম বিভিন্ন অর্থনৈতিক কাজ কর্মের জন্য ঋণ নেয়ার আবেদন ব্যাংক বিবেচনা করবে। গ্রুপের সদস্য হলেই ব্যাংক থেকে ঋণ পাবেন এর কোন নিশ্চয়তা থাকবে না। ব্যাংকের নিয়ম-কানুন যতাযথভাবে মেনে চললে শাখা ব্যবস্থাপক নতুন গ্রুপের ৫জন সদস্যকে একসাথে ঋণ দিতে পারবেন। প্রয়োজন মনে করলে ক্রমান্বয়েও দিতে পারবেন।

২.৩ ঋণ প্রাপ্ত সদস্যদের নিয়মিত কিস্তি পরিশোধের এবং গ্রুপ সদস্যদের যথাযথভাবে নিয়ম-কানুন মেনে চলার উপর নির্ভর করবে পরবর্তীতে ঋণ সীমা হ্রাস/বৃদ্ধির।

২.৪ অন্য কোনভাবে শর্তযুক্ত না হলে ব্যাংকের কাছ থেকে নেয়া সকল ঋণ পরিশোধ সূচী মোতাবেক সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে।

২.৫ ব্যাংক থেকে নেয়া ঋণের উপর ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে সুদ দিতে হবে।

৩.০ সঞ্চয়ঃ

একজন সদস্যের/তিন ধরনের সঞ্চয় চালু থাকবে।

(ক) ব্যক্তিগত সঞ্চয়।

(খ) জি পি এস (গ্রামীণ পেনশন স্কিম)।

(গ) ঋণবীমা সঞ্চয়।

(ক) ব্যক্তিগত সঞ্চয়ঃ

সদস্যপ্রতি ক্রমাগত ৭ (সাত) দিনের প্রশিক্ষণকালীন নূন্যতম ১০/- টাকা হারে সঞ্চয় জমা করবেন। স্বীকৃতির পর ৭০/- টাকা দিয়ে নিজ নামে একটি ব্যক্তিগত সঞ্চয়ী আমানত হিসাব খুলবেন। এই হিসাব সংশ্লিষ্ট সদস্যের একক স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে। প্রতি সপ্তাহে ন্যূনতম ১০/- টাকা হারে সঞ্চয় জমা করবেন। সদস্য সাপ্তাহিক কেন্দ্র মিটিং এ তার নির্ধারিত সঞ্চয় কেন্দ্র ব্যবস্থাপকের কাছে জমা দিবেন এবং সাথে সাথে তাঁর নিকট রক্ষিত পাশ বই আপ-টু-ডেট করে নেবেন। এর পরবর্তীতে গ্রহণকৃত ঋণের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে সাপ্তাহিক সঞ্চয় জমা করবেন। এই হিসাব থেকে সদস্যগণ ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় করতে পারবেন। মোট জমাকৃত টাকার উপর ব্যাংক বাৎসরিক নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করবেন। এই হিসাব থেকে সংশ্লিষ্ট ঋণী যে কোন সময় প্রয়োজনানুযায়ী উত্তোলন করতে পারবেন।

(খ) জি পি এস হিসাবঃ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামীণ ব্যাংকের সম্মানিত সদস্যগণ নিজ নামে এক বা একাধিক জিপিএস হিসাব খুলতে পারবেন। জিপিএস হিসাব ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী হবে।

(গ) ঋণবীমা সঞ্চয় তহবীল:

(i) সদস্যের জন্য ঋণবীমা:

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদেরকে ঋণবীমা সঞ্চয় কর্মসূচি সংক্রান্ত নীতিমালা অনুযায়ী ঋণবীমার আওতাভুক্ত করা হবে। সে লক্ষ্যে শাখা পর্যায়ে সংগৃহীত ঋণবীমা সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে "ঋণবীমা সঞ্চয় তহবিল" নামে একটি তহবিল গঠন করা হবে। শাখার ঋণবীমা সঞ্চয় তহবিলের উপর প্রদত্ত সুদ দিয়ে প্রত্যেক শাখায় "ঋণবীমা তহবিল" গঠিত হবে। সকল সদস্যের জন্য ঋণবীমা বাধ্যতামূলক থাকবে। নতুন সদস্যদের জন্য ঋণবীমা বাধ্যতামূলক থাকবে। নতুন সদস্যদের বেলায় ঋণ প্রস্তাবের দিন যত টাকার ঋণ প্রস্তাব করা হবে তত টাকার জন্য ঋণবীমা সঞ্চয়ের টাকা কেন্দ্র মিটিং এ নগদ আদায় করে ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিসবে জমা করা হবে। অতঃপর ঋণ বিতরণের দিন জমাযোগ্য ঋণবীমার টাকা ব্যক্তিগত সঞ্চয় হিসাব হতে ঋণবীমা সঞ্চয় হিসাবে স্থানান্তর করা হবে। পরবর্তীতে প্রত্যেকবার ঋণ বিতরণের সময় ঋণবীমা সঞ্চয় তহবিলে টাকা পাওনা থাকলে সেটা পূরণ করে দিতে হবে। বিশেষ বিনিয়োগ ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে সদস্যের স্বামীকেও ঋণবীমাভুক্ত করতে হবে। সদস্যের মৃত্যুর তারিখে তাঁর নিজের ঋণবীমা সঞ্চয় আপ-টু-ডেট থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পুরো আদায়যোগ্য টাকা ঋণবীমা তহবিল থেকে পরিশোধ করা হবে। ঋণবীমা সঞ্চয় আপ-টু-ডেট না থাকা অবস্থায় সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তাঁর জমাযোগ্য ঋণবীমা সঞ্চয়ের যত অংশ জমা থাকবে তার আনুপাতিক হারে ঠিক তত অংশ বীমা কভারেজ পাবেন। ঋণবীমা সঞ্চয় তহবিলে যত টাকা জমা থাকবে সদস্য গ্রুপ পরিত্যাগ কালে অথবা 'ছুটিতে' যাবার সময় আসল টাকা ফেরৎ পাবেন। তবে মৃত সদস্য ও তাঁর স্বামীর জন্য জমাকৃত ঋণবীমা সঞ্চয় ঋণ পরিশোধ বাবাদ ব্যবহার করা হবে।

(ii) সদস্যের স্বামীর জন্য ঋণবীমা:

বছরের যে কোন সময়ে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সদস্যের ঋণবীমা সঞ্চয় জমা দেয়ার সময় আগ্রহী সদস্য একসঙ্গে তাঁর স্বামীর জন্যেও ঋণবীমা সঞ্চয় জমা দিতে পারবেন। স্বামীর মৃত্যুর তরিখে তাঁর (স্বামী) ঋণবীমা সঞ্চয় আপ-টু-ডেট থাকলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের পুরো আদায়যোগ্য টাকা ঋণবীমা তহবিল থেকে পরিশোধ করা হবে। ঋণবীমা সঞ্চয় আপ-টু-

Dhaka University Institutional Repository

ডেট না থাকা অবস্থায় সদস্যের স্বামী মৃত্যুবরণ করলে তাঁর (স্বামী) জমাযোগ্য ঋণবীমা সঞ্চয়ের যত অংশ জমা থাকবে তার আনুপাতিক হারে ঠিক তত অংশ বীমা কভারেজ পাবেন। ঋণবীমা সঞ্চয় তহবিলে সদস্যের স্বামীর যত টাকা জমা থাকবে সদস্য গ্রুপ পরিত্যাগ কালে অথবা 'ছুটিতে' যাবার সময় আসল টাকা ফেরৎ পাবেন। তবে মৃত স্বামীর জন্য জমাকৃত ঋণবীমা সঞ্চয় পূর্ণ পরিশোধ করার পরও সদস্যের সদস্যপদ বহাল থাকবে।

৪.০ গ্রুপে যোগদান:

এই বিধিমালায় বর্ণিত সদস্য হওয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি একটি গ্রুপের সকল সদস্যের সম্মতিতে যে কোন সময় গ্রুপে সদস্য হতে পারবেন (যদি সে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা দশজনের কম থাকে)।

৫.০ গ্রুপ ত্যাগ:

৫.১ ব্যাংকের কছে কোন দায়-দেনা নাই এমন একজন সদস্য যে কোন সময় স্বেচ্ছায় গ্রুপ ত্যাগ করতে পারবেন। গ্রুপ ত্যাগ করার সময় তিনি তাঁর যাবতীয় আমানতের টাকা নিয়ে যেতে পারবেন। তাঁর জি পি এস হিসাব নিয়মিত থাকলে মেয়াদ পূর্তি চালিয়ে যেতে পারেবন।

৫.২ ব্যাংকের ঋণের টাকা পরিশোধ হয়নি এমন একজন সদস্য গ্রুপ ত্যাগ করতে চাইলে গ্রুপ ত্যাগের পূর্বে তাঁকে অবশ্যই ব্যাংকের সমস্ত পাওনা একসংগে পরিশোধ করে দিতে হবে।

৫.৩ এক বা একাধিক সদস্যের গ্রুপ ত্যাগের পরে কোন গ্রুপের সদস্য সংখ্যা পাঁচ জনের নীচে নেমে আসলে সে গ্রুপকে অবশ্যই তিন মাসের মধ্যে নতুন সদস্য সংগ্রহ করে গ্রুপের সদস্য সংখ্যা পাঁচ জন পূরণ করতে হবে। এই সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় নতুন সদস্য সংগ্রহ করা না গেলে সে অপূর্ণ গ্রুপকে অন্য একটি গ্রুপের সংগে একত্রিভূত হয়ে যেতে হবে। অথবা একাধিক অপূর্ণ গ্রুপ একত্রিত হয় একটি পূর্ণ গ্রুপে পরিণত হতে পারে। এরূপ পুর্নগঠিত গ্রুপটির সদস্য সংখ্যা ৫ (পাঁচ) এর অধিক হতে পারবে কিন্তু সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জনের বেশি হতে পারবে না।

৬.০ বহিষ্কার

Dhaka University Institutional Repository

৬.১ গ্রুপের শৃংখলা বিরোধী কাজের জন্য (যেমন- দীর্ঘদিন সাপ্তাহিক সভায় অনুপস্থিতি, কিস্তি ও সঞ্চয় প্রদানে অনিচ্ছা ইত্যাদি) গ্রুপের যে কোন সদস্যকে গ্রুপের অবশিষ্ট সদস্যগণ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তক্রমে গ্রুপ থেকে বহিষ্কার করতে পারবেন।

বহিস্কারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট সদস্যের নিকট ব্যাংকের পাওনা থাকলে সে টাকা বহিষ্কার করার পূর্বে পরিশোধ করে দিতে অথবা পাওনা টাকা শোধ করার দায়িত্ব গ্রুপকে বহন করতে হবে।

৬.২ কোন শৃংখলা বিরোধী কার্যকলাপের জন্য যেমন, সাপ্তাহিক সভায় অনুপস্থিতি, কিস্তি ও সঞ্চয় না দেয়া, নিয়ম-কানুন পালনে ব্যর্থতা ইত্যাদি কারণে কেন্দ্র যে কোন গ্রুপকে ব্যাংকের সমুদয় পাওনা পরিশোধ সাপেক্ষে বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।

৭.০ পুনরায় গ্রুপে যোগদানঃ

কোন সদস্য/সদস্যা ব্যক্তিগত কারণে স্বেচ্ছায় গ্রুপ পরিত্যাগ করলে তিনি যদি পরবর্তীতে বুঝতে পারেন যে, তাঁর গ্রুপ পরিত্যাগ করাটা উচিত হয়নি। তিনি আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। কিংবা যে উদ্দেশ্যে গ্রুপ পরিত্যাগ করেছেন তা সফল হয় নি। তিনি গ্রুপ পরিত্যাগের তারিখ থেকে তিন মাস পরে পুনরায় নতুনভাবে গ্রুপের সদস্য হতে পারবেন। এজন্য তাঁকে নতুন সদস্যের ন্যায় গ্রুপ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

৮.০ কেন্দ্রীয় আপদকালীন তহবিলঃ

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যপদে যোগদান করেছেন এমন কোন সদস্য মৃত্যুবরণ করলে তাঁর উত্তরাধিকারী কেন্দ্রীয় আপদকালীন তহবিল থেকে ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) টাকা অনুদান পাবেন।

৯.০ কেন্দ্র কল্যাণ তহবিলঃ

যে সকল কেন্দ্রে কেন্দ্র কল্যাণ তহবিল চালু আছে সে সকল কেন্দ্রর সম্মানিত সদস্যগণ ইচ্ছা করলে কেন্দ্র কল্যাণ তহবিলের টাকা বিভিন্ন যুৎসই কর্মসূচিতে বিনিয়োগ করতে পারবেন। কেন্দ্র মিটিং-এ অথবা বিশেষ মিটিং-এ রেজুলেশন নিয়ে সুনির্দিষ্ট কাজে কেন্দ্র কল্যাণ তহবিলের টাকা ঋণ হিসেবে গ্রহণ করা যাবে (নীতিমালা অনুযায়ী কেন্দ্র কল্যাণ তহবিলের ঋণ প্রস্তাব অনুমোদন করা হবে। নতুন ধরনের কোন কাজে টাকা ব্যবহার করতে চাইলে প্রধান কার্যালয়ের পূর্বানুমোদন প্রয়োজন হবে। কেন্দ্র কল্যাণ তহবিলের ঋণ পরিশোধের শর্ত কেন্দ্রের সদস্যগণ ঠিক করবেন। ঋণ ও সুদ সমন্বয়ের কাজে এ টাকা ব্যবহার করা যাবে না)।

Dhaka University Institutional Repository

১০.০ সদস্যদেরকে অবসর প্রদানঃ

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য পদে বয়স ১০ বছর পূর্ণ হলে সদস্য প্রয়োজন মনে করলে স্বেচ্ছায় কেন্দ্র থেকে অবসর গ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রে তাঁকে আজীবন সদস্য হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে। তাঁর ঋণী নম্বর অপরিবর্তিত থাকবে। অবসর গ্রহণকারী সদস্যকে আর কেন্দ্র মিটিং-এ আসতে হবে না। তবে তিনি ইচ্ছা করলে সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও জিপিএস জমা করতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট গ্রুপ ও কেন্দ্রের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষ অবসর গ্রহণকারী সদস্যের মনোনীত ব্যক্তিকে গ্রুপে স্থলাভিষিক্ত সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। অবসর গ্রহণকারীর ঋণ ও সুদ থাকলে তার (মনোনীত ব্যক্তির) নামে স্থানান্তর করা হবে।

১১.০ সদস্যদেরকে ছুটি প্রদানঃ

সদস্য গ্রুপ ত্যাগ না করে যে কোন মেয়াদের জন্য কেন্দ্র থেকে প্রয়োজনে ছুটি নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে সদস্যের আবেদনপত্র ও কেন্দ্রর সুপারিশ প্রয়োজন হবে। তবে ছুটির আবেদনপত্র পেশ করার সময় সদস্যের গৃহীত ঋণ ও সুদ পূর্ণ পরিশোধ থাকতে হবে। ছুটির পর সংশ্লিষ্ঠ সদস্য পুনরায় কেন্দ্রে যোগদান করতে পারবেন। তখন তার সর্বশেষ পরিশোধকৃত ঋণের ভিত্তিতে তাকে ঋণ দেয়া যাবে।[১০৭]

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক এর ঋণ আদায় পদ্ধতি

গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে সাধারণ নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে

(১) ঋণ বিতরণের এক সপ্তাহ পর থেকেই ঋণ আদায় শুরু হয়।

(২) মোট ঋণের শতকরা দুই টাকা হারে ঋণ পরিশোধ করতে হয়।

(৩) ঋণগ্রহীতাকে অবশ্যই সর্বাধিক ৫০ সপ্তাহের মধ্যে তার সম্পূর্ণ ঋণের টাকা পরিশোধ করতে হয়।

(৪) দলের সদস্য হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর প্রত্যেক সদস্যকেই গ্রামীণ ব্যাংকে হিসাব খুলতে হয়।

(৫) প্রত্যেক সদস্যকে সর্বাধিক ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হয়।

(৬) ঋণ গ্রহণের পূর্বে সদস্যদেরকে গ্রামীণ ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এ সময় প্রত্যেক সদস্যকে অবশ্যই প্রতিদিন এক টাকা করে সঞ্চয় করতে হয়।

---

১০৭ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস, *গ্রামীণ ব্যাংক বিধিমালা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫-১২

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: খাতওয়ারী ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ পরিকল্পিতভাবে উৎপাদনশীল খাতকে অধিকতর গুরুত্ব না দিলে পল্লী অঞ্চলে মুদ্রাস্ফীতির সংকট ও অপ্রয়োজনীয় ভোগের প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। তাই খাতওয়ারী ঋণসহ গ্রামীণ ব্যাংক এ পর্যন্ত যে সকল ঋণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে তার তথ্য বিবরণী নিম্নে বর্ণনা করা হল: [১০৮]

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক	বিবরণ	পরিমাণ
১.০	শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ঋণ বিতরণ	৫৯,৪৪৬.০৬
২.০	শুরু থেকে এ পর্যন্ত মোট ঋণ পরিশোধ	৫২,৮০২.৬২
৩.০	এ মাসে ঋণ বিতরণ	১.০০৫.৫১
৪.০	এ মাসে ঋণ পরিশোধ	৮৫৭.০২
৫.০	আদায়যোগ্য ঋণ	
	৫.১ সহজ	৬,০৬৭.১৭
	৫.২ চুক্তি	৩৪৬.৪৩
	৫.৩ গৃহ	১২.৬৭
	৫.৪ শিক্ষা ঋণ	১৯৭.৩১
	৫.৫ অন্যান্য	১৯.৮৬
	৫.৬ মোট	৬,৬৪৩.৪৪
৬.০	আদায়ের হার	৯৭.৩৭
৭.০	একনাগাড়ে ৫ থেকে ৯ কিস্তি খেলাপী এমন সদস্যদের মোট আদায়যোগ্যের পরিমাণ	
	৭.১ সহজ	৭৯.০৯
	৭.২ চুক্তি	৫৭.২০
	৭.৩ মোট	১৩৬.২৯
৮.০	মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ	
	৮.১ সহজ	৩৪.৭৮
	৮.২ চুক্তি	২৭.৯২
	৮.৩ গৃহ	০.৫৩
	৮.৪ অন্যান্য	০.০১

১০৮ *মসিক তথ্য বিবরণী, ডিসেম্বর ২০১০* (ঢাকা: গ্রামীণ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, মিরপুর-২, ৯ জানুয়ারি ২০১১), পৃ. ১-২

Dhaka University Institutional Repository

	৮.৫ মোট	৬৩.২৫
৯.০	ক্ষুদ্র ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণ (এ পর্যন্ত):	
	৯.১ ঋণের সংখ্যা	২,৯১৫,৪৯৪
	৯.২ বিতরণের পরিমাণ	৮,১৬২.৮৪
	৯.৩ পরিশোধের পরিমাণ	৬,৮৫০.৬৫
১০.০	আমানতের ব্যলেন্স:	
	১০.১ সদস্যদের	৫,৬৩৪.৫৯
	১০.২ সদস্য বহির্ভূতদের	৪,৮১৩.২৫
	১০.৩ মোট	১০.৪৪৭.৮৪
১১.০	আদায়যোগ্যের তুলনায় আমানত	
	১১.১ আদায়যোগ্যে ঋণের তুলনায় আমানতের শতাংশ	১৫৭
	১১.২ আদায়যোগ্যে ঋণের তুলনায় আমানত ও নিজস্ব অর্থের শতাংশ	১৭২
	১১.৩ আদায়যোগ্যে ঋণের চেয়ে আমানতের পরিমাণ বেশি এমন শাখার সংখ্যা	১,৮২১
১২.০	সংগ্রামী (ভিক্ষুক সদস্য) সংক্রান্ত তথ্য:	
	১২.১ সদস্য সংখ্যা	৯০.৭৭৬
	১২.২ ঋণ বিতরণ (এ পর্যন্ত)	১৫.৫০
	১২.৩ ঋণ পরিশোধ (এ পর্যন্ত)	১২.২২
	১২.৪ সঞ্চয়ের ব্যালেন্স	০.৮৩
১৩.০	এ পর্যন্ত পল্লীফোনের সংখ্যা	৩৯৪,৩৬২
১৪.০	এ পর্যন্ত গৃহ ঋণে নির্মিত গৃহের সংখ্যা	৬,৮৭,৩৩১
১৫.০	জীবন বীমা তহবীল (এ পর্যন্ত)	
	১৫.১ মৃত ঋণীর সংখ্যা	১৩১.৬৫৭
	১৫.২ জীবন বীমা তহবীল হতে পরিশোধের পরিমাণ	২৩.১৮
১৬.০	ঋণ বীমা	
	১৬.১ ঋণ বীমা সঞ্চয় তহবীললের ব্যালেন্স	৬৩২.৪৮
	১৬.২ এ পর্যন্ত বীমাকারীদের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা	১৮৫.৯৩৩

Dhaka University Institutional Repository

	১৬.৩ এ পর্যন্ত ঋণ বীমা তহবীল থেকে মৃত সদস্যদের আদায়যোগ্য ঋণ ও সুদ পরিশোধের পরিমাণ	১৬০.০৯
১৭.০	উচ্চ শিক্ষা ঋণ (এ পর্যন্ত):	
	১৭.১ ঋণ প্রাপ্ত ছাত্রী সংখ্যা	১০,৮৬১
	১৭.২ বৃত্তির ছাত্র সংখ্যা	৩৬,৯৯০
	১৭.৩ মোট	৪৭,৮৫১
	১৭.৪ ঋণ বিতরণ (ছাত্রী)	৪৮.৮৪
	১৭.৫ ঋণ বিতরণ (ছাত্র)	১৫৭.৮৪
	১৭.৬ মোট	২০৬.৬৮
১৮.০	শিক্ষাবৃত্তি সংক্রান্ত তথ্য (এ পর্যন্ত):	
	১৮.১ বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রীর সংখ্যা	৬৬.৫৭১
	১৮.২ বৃত্তি প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা	৪৭,৮৯৫
	১৮.৩ মোট	১১৪,৪৬৬
	১৮.৪ বৃত্তির পরিমাণ (ছাত্রী)	৯,৯৯
	১৮.৫ বৃত্তির পরিমাণ (ছাত্র)	৭,৩৭
	১৮.৬ মোট	১৭,৩৬
১৯.০	সদস্য সংখ্যা	
	১৯.১ মহিলা	৮০,৩৯,৪০৮
	১৯.২ পুরুষ	৩,০১,২১৫
	১৯.৩ মোট	৮৩,৪০,৬২৩
২০.০	গ্রুপের সংখ্যা	১২,৮৪,৬০৬
২১.০	কেন্দ্র সংখ্যা	১৪৪,৬১৯
২২.০	গ্রামের সংখ্যা	৮১,৩৭৬
২৩.০	শাখার সংখ্যা	২,৫৬৫
২৪.০	কম্পিউটারের মাধ্যমে হিসাব ও মনিটরিং পরিচালিত হয় এমন শাখার সংখ্যা।	২,৫৬৪

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ গ্রামীণ ব্যাংক এর বাধাসমূহ

গ্রামীণ ব্যাংকের অর্জিত সাফল্য অন্যান্য একই ধরনের প্রতিষ্ঠানের তুলনায় মোটামুটি সন্তোষজনক বলা যায়। গ্রামীণ ব্যাংকের সৃষ্ট একীভূত সম্পত্তি, সঞ্চয় সংগ্রহ, কর্মসংস্থান, গ্রামীণ মহিলাদের মর্যাদা উন্নয়ন ইত্যাদিতে গ্রামীণ ব্যাংকের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু এই অর্জিত সাফল্য আরও অনেক বেশি হত যদি গ্রামীণ ব্যাংক কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন না হত। নিম্নে গ্রামীণ ব্যাংক যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন সে সবের কয়েকটি উল্লেখ করা হল:[১০৯]

১। নির্যাতিত ভূমিহীনদের ও মহিলাদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন করে সামাজিক মর্যাদা উন্নীত করতে গেলে তাদেরকে ব্যবহারকারী পল্লীর তুলনামুলকভাবে স্বচ্ছল ও প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ অতি স্বাভাবিকভাবেই গ্রামীণ ব্যাংককে ভাল চোখে দেখছে না এবং নির্যাতিত লোকদেরকে গ্রামীণ ব্যাংকের সাথে ঘনিষ্ঠ লেনদেন করার জন্য নানা ভাবে নিরুৎসাহিত করে থাকে।

২। একই এলাকায় কর্মরত অন্যান্য ব্যাংকের কর্মচারীগণ গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মচারীদের সাথে সমতাভিত্তিক আচরণ করে না।

৫। গ্রামীণ ব্যাংক কর্মচারীরা অনেকেই গ্রামের পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না।

৬। গ্রামের অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত এবং দীর্ঘকাল ধরে বঞ্চিত লোকদের অনেকেই ঘর পোড় গরুর মত ব্যাংককর্মীর কথাবার্তা সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। ফলে এই ধরণের বঞ্চিত লোকদের গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্পের আওতায় আনয়ন করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৭। দলগত আচরণকে অতিরিক্ত প্রাধান্য দিতে গিয়ে এমনকি একজনেরও দোষের জন্য দলের অন্যান্য সদস্যদেরকে নির্মমভাবে ঋণ পাওয়ার অযোগ্য বলে ধরে নেয়া বিনা পাপে প্রায়শ্চিত্ত করার সামিল নয় কি?

৮। দীর্ঘ ঋণদান পদ্ধতি ব্যাংককর্মীদের অনেক শ্রম-ঘন্টা অপচয় করে এবং যেহেতু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টাকার পরিমাণে ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে সেহেতু প্রতিটি ঋণের অথবা প্রতি ২০০ টাকা ঋণের জন্য ঋণদান খরচ তুলনামূলকভাবে বেশি।

৯। সাম্প্রতিক কালে ঝুকি কমাতে গিয়ে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ বহির্ভূত খাতে অধিক হারে বিনিয়োগ করছে যা সঙ্গত কারণেই আশংকার উদ্রেক করে যে গ্রামীণ ব্যাংক বুঝি অদূর ভবিষ্যতে অল্প ঝুকিতে বেশি লাভের আশায় এর মুখ্য উদ্দেশ্য থেকে সরে দাঁড়াবে।

---

১০৯ ড. এ আর খান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

Dhaka University Institutional Repository

১০। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রবক্তা এই ব্যাংকের সাফল্যকে নিজের সাফল্য বলে মনে করেন বলে তিনি মনে-প্রাণে সার্বক্ষনিক চিন্তায় ও কর্মে গ্রামীণ ব্যাংকের নেতৃত্বের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে আছেন। কুমিল্লা কো-অপারেটিভ মডেলের বিরল ব্যক্তিত্ব জনাব আক্তার হামিদ খানের মত কোন না কোন কারণে অধ্যাপক ড. মোঃ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাংক থেকে সরে গেলে নেতৃত্বের শূণ্যতা দেখা দেয়ার আশংকা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামের দরিদ্র মানুষগুলোর দারিদ্র মুক্তির জন্য যে সকল প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তা প্রশংসনীয়। গ্রামীণ ব্যাংকের মাধ্যমে প্রায় ৮৪ লাখ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিয়ে দারিদ্র বিমোচনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এ ছাড়া এই ৮৪ লাখ মানুষের সঙ্গে এক একটি পরিবার যুক্ত হয়ে অসংখ্য মানুষ দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যাচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদানের পাশাপাশি শিক্ষা, তথ্য-প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত। যা মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহযোগিতা করে আসছে। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, দরিদ্র মানুষ গুলো যেন এক একটা বনসাই, এ সমাজ তাদেরকে বেড়ে উঠায় পর্যাপ্ত সুযোগ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। দরিদ্র মানুষকে দারিদ্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করার জন্য শুধুমাত্র দরকার তাদের সক্ষমতা প্রকাশের একটি অনুকূল ও সহায়ক পরিবেশ। তাহলে দারিদ্র দূর করা সম্ভব হবে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি

প্রধানত দুইটি কারণে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রথমত, আল্লাহ্ পাক পবিত্র কুরআনে ব্যবসাকে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন। কোন মুসলমান একথা জানার পর তাঁর পক্ষে সুদভিত্তিক লেনদেনে জড়িত থাকা ঈমানের পরিপন্থী। মিথ্যা বলা যেমন হারাম, শূকরের গোস্ত যেমন হারাম, বিনা অপরাধে খুন করা যেমন হারাম, সুদ তার চেয়েও কঠিন হারাম। সুদভিত্তিক লেনদেনের বিকল্প হিসেবে ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, সুদ-ভিত্তিক ব্যাংকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি ব্যাপক। সুদ নির্ভর প্রতিষ্ঠান সুদের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে শোষণ করে। সুদের কারণে ব্যবসায়ীর নৈতিকতা নষ্ট হয়। পণ্যের উপর সুদের বাড়তি মূল্য যোগ হওয়ার কারণে বাজারে পণ্যের দাম বেড়ে যায়। ফলে শ্রমিকের প্রকৃত মজুরি কমে যায়। সর্বোপরি সুদ ব্যবসায়ীকে কেবল বস্তুগত নগদ লাভের দিকেই তাড়া করে।

ইসলামী ব্যাংক সব ধরনের স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম ছাড়াও গরীব-দুঃস্থ, অসহায় ও নিঃসম্বল মানুষের কল্যাণের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠা করেছে ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন। এই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে পরিচালিত জনকল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, সেলাই প্রশিক্ষণ প্রকল্প, দুগ্ধবতী গাভী পালন প্রকল্প, রিকশা প্রকল্প, আত্ন-কর্মসংস্থান প্রকল্প, পোল্ট্রি প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রকল্প, গ্রামীণ স্বাস্থ্যকর্মী প্রকল্প, ক্ষুদ্র শিল্প প্রকল্পসহ আয়বর্ধক কর্মসূচি, মডেল ফোরকানিয়া মক্তব, দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান ও এককালীন অনুদান, দুঃস্থদের জন্য স্কুল পরিচালনা ও সাহায্য দানসহ শিক্ষা কর্মসূচি মেডিকেল সেন্টার প্রতিষ্ঠা, দাতব্য চিকিৎসালয়ে অনুদান, চিকিৎসার জন্য এককালীন অনুদান, নলকূপ স্থাপন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা নির্মাণ, এতিমখানা প্রতিষ্ঠা, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাকে তাঁর কন্যা পাত্রস্থ করার জন্য অনুদান, ঋণগ্রস্ত ও ভ্রমণপথে বিপদগ্রস্ত লোকদের অনুদানসহ মানবিক সাহায্য কর্মসূচি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মসূচি, এবং ইসলামী দাওয়াহ কর্মসূচি। উপকূলবাসীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য 'সার্ভিস সেন্টার', দরিদ্র মহিলাদের দ্বারা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় কেন্দ্র 'মনোরম' ইসলামী ব্যাংক ক্রাফ্টস এণ্ড ফ্যাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এছাড়াও ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন দরিদ্র ও সম্বলহীন বিধবা, সামাজিকভাবে নির্যাতিতা মহিলা ও অভিভাবকহীন ইয়াতিম মেয়েদের পুনর্বাসনের জন্য 'দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র' প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য 'বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র' স্থাপন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচয়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশে সুদমুক্ত এবং ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত প্রথম ব্যাংক। ইসলামী ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা এর মূলনীতি ও কর্ম-পদ্ধতির সকল পর্যায়ে ইসলামী শারী'আহ্র নীতিমালা মেনে চলতে বদ্ধপরিকর এবং কর্মকান্ডের সকল স্তরে সুদ বর্জন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।[১১০] ইসলামের আর্থ-সামাজিক মূলনীতির আলোকে একটি ন্যায়-ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার তাগিদ থেকে ইসলামী ব্যাংকিং চেতনার উন্মেষ ঘটেছে। প্রচলিত ধারার ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে এ ব্যাংকের পার্থক্য নীতিগত। এ ব্যাংকের কর্মধারাও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ইসলামী শারী'আহ্র উপর প্রতিষ্ঠিত এ ব্যাংকের সকল লেনদেন সুদমুক্ত।[১১১] ন্যায়ানুগ মুনাফা এ ব্যাংকের আর্থিক লেনদেনের ভিত্তি। আর্থ-সামাজিক সুবিচার কায়েম এ ব্যাংকের উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা

১৯৮৩ সালের ১৩ মার্চ আইবিবিএল কোম্পানি আইনের আওতায় নিবন্ধিত হয়।[১১২] ৩০ মার্চ প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং ১২ আগস্ট হতে ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।[১১৩] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি বহুজাতিক ব্যাংক।[১১৪] এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সর্বপ্রথম সুদমুক্ত ইসলামী ব্যাংক।[১১৫] ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার মহান লক্ষ্যে এ দেশের কিছুসংখ্যক ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যবসায়ী, শিল্পপতি এবং কয়েকটি ধর্মীয় ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান ইসলামী ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেন বাংলাদেশে সৌদি আরবের সাবেক রাষ্ট্রদূত ও ইসলামী সম্মেলন সংস্থার সাবেক সহকারী মাহাসচিব মরহুম শেখ ফুয়াদ আব্দুল হামিদ আল-খাতিব। সৌদি আরবের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ আহমদ সালাহ জামজুম, কুয়েত ফাইন্যান্স হাউজের চেয়ারম্যান শেখ আহমদ বাজী আল ইয়াসীন, রিয়াদের আল-রাজী কোম্পানীর শেখ

---

১১০ আধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৬), পৃ. ২৬

১১১ *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি* (ঢাকা: আইবিবিএল, জনসংযোগ বিভাগ,এপ্রিল২০১০), পৃ. ১

১১২ Islami Bank At a Glance, Sourse, www.islamibankbd.com/corporate_information.php

১১৩ শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন কর্তৃক অনূদিত, ও সম্পাদিত, *ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন?* (ঢাকা: ইলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৮৪), পৃ. ৮৭

১১৪ আধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা* (ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১৯৯৬), পৃ. ১৩৬; মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান আশরাফী, *সুদ ও ইসলামী ব্যাংক কি কেন কিভাবে?* (ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮), পৃ. ১৭৫

১১৫ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, *ইসলামী অর্থনীতি নির্বাচিত প্রবন্ধ* (রাজশাহী: রাজশাহী স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, এপ্রিল ২০০৫), পৃ. ১২১

Dhaka University Institutional Repository

সোলাইমান আল রাজীর মতো আন্তর্জাতিক পরিচিতি সম্পন্ন মুসলীম মনীষীবৃন্দ, বাংলাদেশের ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইকনোমিক্স রিসার্চ ব্যুরো ইসলামী ব্যাংকের মূলধনে অংশীদারিত্ব গ্রহণ করে। ফলে এটি একটি সাধারণ আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।[১১৬] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে এদেশের জনগণের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ও আকাংখা বাস্তবায়িত হয়।[১১৭] ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠালগ্নে (১৯৮৩ সাল) তিনটি শাখা (ঢাকা মেট্রোপলিটন, চট্টগ্রাম এবং সিলেট) নিয়ে তার যাত্রা শুরু করে।[১১৮] এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ইসলামী ব্যাংকের ২২১টি শাখা এবং ৩০টি এসএমই/কৃষি শাখা খোলা হয়েছে।[১১৯] দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় এই ব্যাংকের কার্যক্রম বিস্তৃত করার কর্মসূচি নেয়া হয়েছে।[১২০]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ সাংগঠনিক কাঠামো

পরিচালনা পরিষদঃ ১৬ জন সদস্য নিয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠিত। পরিচালনা পরিষদ ব্যাংকের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। পরিচালনা পরিষদ একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস চেয়ারম্যান ও ১৬ জন পরিচালক নিয়ে গঠিত।[১২১] এছাড়াও একজন চেয়ারম্যান এবং ৬জন সদস্য বিশিষ্ট একটি এক্সিকিউটিভ কমিটি রয়েছে। একটি অডিট কমিটি রয়েছে যা একজন চেয়ারম্যান এবং ২জন সদস্য নিয়ে গঠিত।[১২২]

শারীয়াহ বোর্ডঃ ব্যাংকের কার্যক্রম ইসলামী শারী'আহ মুতাবেক যথাযথভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ ও ব্যাংকের প্রয়োজনীয় শার'ঈ পরামর্শ দেওয়ার জন্য ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি শারী'আহ্ বোর্ড রয়েছে।[১২৩] ১৯৮৩ সালে ব্যাংক প্রতিষ্ঠার পরপরই এ শারী'আহ্ বোর্ড গঠিত হয়।[১২৪] শরী'আহ্ বোর্ড ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকাণ্ড বিশেষ করে বিনিয়োগ পদ্ধতিসমূহে ইসলামী শারী'আহ্-এর নীতি প্রতিফলন ও বাস্তবায়নে পরামর্শ ও দিকনির্দেশনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্যাংকের প্রতিটি কাঠামোর ভিতর বিশেষ মর্যাদাসম্পন্ন এ শারী'আহ্ বোর্ড

---

১১৬ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৬; আইবিএল পরিচিতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০

১১৭ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, *ইসলামী ব্যাংকীং একটি উন্নততর ব্যাংক ব্যবস্থা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮০

১১৮ *ISLAMI BANK 18 YEARS OF PROGRESS* (DHAKA: IBBL, JULY 2001), p. 38

১১৯ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১

১২০ *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি* (ঢাকঃ আইবিবিএল, জনসংযোগ বিভাগ, এপ্রিল, ২০১০) পৃ. ২

১২১ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০ (ঢাকা: প্রধান কার্যালয়, আইবিবিএল), পৃ. ২৩

১২২ তদেব

১২৩ M. Haidar Ali Mia, *A Hand Book of Islamic Banking and Foreign Exchange operation* (Dhaka: Sahera haider, Shaovo villa, Dec-2000), p. 7

১২৪ এম আযীযুল হক, "ইসলামী ব্যাংক: শরী'আহ্ কাউন্সিলের ভূমিকা", *ইসলামী ব্যাংকিং* (ঢাকা: আইবিবিএল, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২), পৃ. ৬১

Dhaka University Institutional Repository

দেশের প্রখ্যাত 'আলিম, অভিজ্ঞ ব্যাংকার, আইনজীবী ও বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের সমন্বয়ে গঠিত।[১২৫] বর্তমানে ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত শরী'আহ বোর্ডের মধ্যে ১০ জন প্রখ্যাত 'আলিম, একজন আইনজীবী, দুইজন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রয়েছেন।[১২৬]

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা: ইসলামী ব্যাংকের নীতিমালা ও কর্মপদ্ধতি প্রচলিত ব্যাংক থেকে পৃথক ও স্বাতন্ত্র্য মণ্ডিত। এজন্য ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম।[১২৭] সেজন্য একটি নতুন ব্যাংক ব্যবস্থার বাস্তবায়ন এবং এ ব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠান দক্ষতা ও সাফল্যের সাথে পরিচালনার উপযোগী জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৮৪ সালে ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং এ্যান্ড রিসার্চ একাডেমি (IBTRA) প্রতিষ্ঠা করা হয়। একাডেমির কার্যক্রম দু'টি শাখায় বিভক্ত: প্রশিক্ষণ ও গবেষণা।[১২৮] একাডেমি উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভিন্নধর্মী ব্যাংকের জন্য যোগ্য ও দক্ষ জনশক্তি গঠনের উদ্দেশ্যে নিয়মিত ট্রেনিং কর্মসূচি, ওয়ার্কসপ, এক্সিকিউটিভ ডেভেলপমেন্ট কোর্স পরিচালনা ছাড়াও বিভিন্ন ইন্টার্ণশীপ প্রোগ্রাম পরিচালনা করে।[১২৯] এসব প্রশিক্ষণের জন্য সহায়ক বইপত্রসহ একাডেমিতে গড়ে তোলা হয়েছে একটি সমৃদ্ধ লাইব্রেরি। এতে ইসলামী অর্থনীতি ও ব্যাংকিংসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৫ হাজারেরও বেশি বই, দেশি-বিদেশি জার্নাল ও গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী ছাড়াও ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থনীতি বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থী ও গবেষকগণ এই লাইব্রেরি থেকে উপকৃত হয়ে থাকেন।[১৩০] ৮ তলা বিশিষ্ট এ একাডেমিটি ঢাকার মোহাম্মদপুরের ১৩/২ বাবর রোডে অবস্থিত।

প্রকাশনা: ব্যাংকের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ড জনসমক্ষে বা গ্রাহকদের কাছে তুলে ধরার জন্য ব্যাংক জনসংযোগ বিভাগ (Public Relation Department) নামে একটি বিভাগ চালু করেছে। এ বিভাগ ইতোমধ্যে বেশ কিছু বই, পুস্তিকা, ফোল্ডার ও ম্যাগাজিন প্রকাশ করেছে। এ বিভাগ থেকে গবেষণামূলক জার্নাল "ইসলামী ব্যাংকিং", ত্রৈমাসিক ঘরোয়া বাংলা ম্যাগাজিন "ইসলামী ব্যাংক পরিক্রমা" ও নতুন অর্ধ বার্ষিক ইংরেজি বুলেটিন "ইসলামী ব্যাংক নিউজ লেটার" ইত্যাদি নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে।[১৩১]

---

১২৫ *ISLAMI BANK 18 YEARS OF PROGRESS* (Dhaka: Islami Bank Bangladesh Ltd, February 2007), পৃ. ৪৪; *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১২৬ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-২১

১২৭ *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩

১২৮ *ইসলামী ব্যাংক সফলতার ১৮ বছর* (আইবিবিএল প্রধান কার্যালয়: জনসংযোগ বিভাগ, ২০১০), পৃ. ৪০-৪১

১২৯ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৫

১৩০ *ইসলামী ব্যাংক সফলতার ১৮ বছর* (আইবিবিএল প্রধান কার্যালয়: জনসংযোগ বিভাগ, ২০১০), প. ৪০

১৩১ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৪, পৃ. ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য

আইবিবিএল এর লক্ষ্য

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠা এবং সব ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন মুখী বিনিয়োগ কার্যক্রম বিশেষ করে দেশের অগ্রাধিকার খাত ও স্বল্পোন্নত এলাকায় বিনিয়োগের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ উন্নয়ন সাধন করা, স্বল্প আয়সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে পল্লী এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও আর্থিক সেবা দানে উৎসাহ প্রদান করা।

আইবিবিএল এর উদ্দেশ্য

মেমোরেন্ডাম এন্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন এ উল্লেখিত ব্যাংকের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

- সুদমুক্ত এবং শারী'আহ্ মোতাবেক ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- ব্যাংক ও গ্রাহকের মধ্যে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা নয়, বরং অংশীদারিত্বের সম্পর্ক স্থাপন করা।
- অংশীদারি এবং ঝুঁকি বহন ভিত্তিতে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত মুনাফা ব্যাংক ও মুদারাবাহ আমানতকারীদের মধ্যে বন্টন করা।
- কল্যাণমুখী ব্যাংক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং অর্থনৈতিক লেনদেনের সকল পর্যায়ে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা।
- বিশেষ করে পল্লী এলাকার দরিদ্র, অসহায় ও নিম্ন আয়ের লোকদের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সহযোগিতা করা।
- বেকার যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।
- জনকল্যাণমূলক কাজে আঞ্জাম দেয়া এবং অনুরূপ কাজে সহায়তা দান করা।
- ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় সহযোগীর ভূমিকা পালন করা।[১৩২]

---

১৩২ ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি (ঢাকঃ আইবিবিএল, জনসংযোগ বিভাগ, এপ্রিল ২০১০), পৃ. ৩; শরীফ হেসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর বৈশিষ্ট্য

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী শারী'আহ্ অনুযায়ী সুদমুক্ত পন্থায় লাভ লোকসানের ভিত্তিতে সকল প্রকার ব্যাংকিং ও বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ব্যাংকের বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে:

- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল কার্যক্রম ইসলামী শারী'আহ্ মোতাবেক পরিচালিত হয়। এটি শুধু লাভের হিসেব করে না, লোকসানের ঝুকিও বহন করে।[১৩৩]
- ইসলামী শারী'আহ্ সম্পর্কে গভীর প্রজ্ঞাসম্পন্ন স্থানীয় আলেম, আইনজীবি এবং অর্থনীতিবিদগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শারী'আহ্ কাউন্সিল ইসলামী ব্যাংকের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যথার্থতা সম্পর্কে পরামর্শ দান করে।
- এ ব্যাংকের সকল অর্থনৈতিক লেনদেন ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ সুদমুক্ত। এ ব্যাংক হালাল বিনিয়োগের ইসলামী বিকল্প হিসেবে কাজ করে।
- সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে ইসলামী অর্থব্যবস্থার লক্ষ্য অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে এ ব্যাংক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। [১৩৪]

পঞ্চম পরিচ্ছেদ: ব্যাংকিং কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক প্রধানত নিম্নলিখিত ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে:

১. আমানত গ্রহণ।

২. বিনিয়োগ প্রদান।

৩. বৈদেশিক বিনিময় ও বৈদেশিক বাণিজ্য।

৪. রেমিটেন্স বা অর্থ স্থানান্তর : টি. টি. ডি. ডি. পে-অর্ডার, ট্রাভেলার্স চেক ইত্যাদির মাধ্যমে দেশ-বিদেশে অর্থ স্থানান্তরের কাজ করা হয়।

৫. অন্যান্য সেবা: যেমন– লকার সার্ভিস, গ্রাহকদের বিভিন্ন রকম বিল গ্রহণ ও প্রদান, গ্যারান্টি ইস্যু, পরামর্শ দান ইত্যাদি।[১৩৫] এছাড়াও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে সেবা ও জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।[১৩৬]

---

১৩৩ ইকবাল কবির মোহন, *আধুনিক ব্যাংকিং* (ঢাকা: কামিয়াব প্রকাশন, তৃতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ২০০৩), পৃ. ৩৪

১৩৪ অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ হোসাইন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮

১৩৫ ২৮ বছরে পদার্পণ, *এক নজরে ইসলামী ব্যাংক* (ঢাকা: আইবিবিএল প্রধান কার্যালয়, এপ্রিল ২০১০), পৃ. ১

১৩৬ আব্দুর রকীব ও শেখ মোহাম্মদ, *ইসলামী ব্যাংকিং তত্ত্ব-প্রয়োগ-পদ্ধতি* (ঢাকা: আল আমীন প্রকাশনী, এপ্রিল ২০০৪), পৃ. ২৮

Dhaka University Institutional Repository

আমানত গ্রহণ

বিভিন্ন হিসাব বা একাউন্টের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে। আমানত গ্রহণের উদ্দেশ্যে হিসাবগুলোকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

(১) আল-ওয়াদিয়াহ হিসাব।

(২) মুদারাবা হিসাব।

আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব

ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শারী'আহ্ আল-ওয়াদিয়াহ নীতির ভিত্তিতে আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব পরিচলনা করে। এই হিসাবে জমাকৃত অর্থ ব্যাংক গ্রাহককে চাহিবামাত্র ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করে। অন্যদিকে ব্যাংক গ্রাহকদের কাছ থেকে এই অনুমতি নেয় যে, ব্যাংক তার টাকা ব্যবহার করতে পারবে। এই হিসাবে গ্রাহক তার ইচ্ছামাফিক লেন-দেন করতে পারেন। এই হিসাবে কোন লাভ দেয়া হয় না কিংবা জমাকারীকে কোন লোকসানও বহন করতে হয় না।

মুদারাবা হিসাব

এসব হিসাবের ক্ষেত্রে ব্যাংক 'মুদারিব' এবং গ্রাহক সাহিব আল-মাল হিসেবে গণ্য হন। ব্যাংক হিসাবে জমাকারীর পক্ষে তাঁর জমাকৃত অর্থ বিনিয়োগ করে এবং মুদারাবা তহবিল বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয়ের কমপক্ষে শতকরা ৬৫ ভাগ মুদারাবা হিসাবসমূহে বছর শেষে ওয়েটেজ ভিত্তিতে বন্টন করে।

সঞ্চয় হিসাবসমূহ

- মুদারাবা হজ্জ সঞ্চয়ী হিসাবঃ ১.২৫ বছর মেয়াদী।
- মুদারাবা ওয়াক্ফ ক্যাশ জমা হিসাব।
- মুদারাবা মোহর সঞ্চয় প্রকল্পঃ ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী।
- মুদারাবা বিশেষ সঞ্চয়ী (পেনশন) হিসাবঃ ৫ বছর ও ১০ বছর মেয়াদী।
- মুদারাবা মাসিক মুনাফাভিত্তিক সঞ্চয় হিসাবঃ ৩ বছর ও ৫ বছর মেয়াদী।
- মুদারাবা সঞ্চয় বণ্ডঃ ৫ বছর ও ৮ বছর মেয়াদী।
- মুদারাবা বৈদেশিক মুদ্রা জমা (সঞ্চয়) হিসাব।
- মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাব।
- মুদারাবা মেয়াদী হিসাবঃ ৩মাস, ৬ মাস, ১২ মাস, ২৪ মাস ও ৩৬ মাস।
- মুদারাবা স্বল্পমেয়াদী হিসাব।
- আল-ওয়াদিয়াহ চলতি হিসাব।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড কৃষি, শিল্প, এসএমই, বাণিজ্য, গৃহায়ণ, রিয়েল এস্টেটসহ বিভিন্ন খাতে বিনেয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ব্যাংক শুধু মাত্র মুনাফা অর্জনের উপরেই গুরুত্বারোপ করে না, বিনিয়োগের মাধ্যমে এর পাশাপাশি যাতে সামাজিক কল্যাণ অর্জিত হয়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয় এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখে। বিনিয়োগের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে সর্বস্তরের জনগণের কাছে ব্যাংকের বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আইবিবিএল ২০০৯ সালে ২১৪.৬১৬ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করেছে। ২০১০ পর্যন্ত ব্যাংকের মোট বিনিয়োগের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬৩২২৫ মিলিয়ন টাকা। যা পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ২২.৬৫% ।[১৩৭]

ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামী শারী'আহ্ এর ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিনিয়োগ পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলোকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়: [১৩৮]

ক. বেচা-কেনা পদ্ধতি:

১) বায়' মুরাবাহা, ২) বায়' মু'আজ্জাল, ৩) বায়' সালাম

খ. মালিকানায় অংশিদারিত্ব পদ্ধতি:

১) মুদারাবা ও ২) মুশারাকা

গ. মালিকানায় অংশীদারিত্ব বা শিরকাতুল মিল্ক এর ভিত্তিতে হায়ারপারচেজ বা ভাড়ায় ক্রয় (এইচপিএসএম)।

১. বায়' মুরাবাহা (নগদ বিক্রয়)

'মুরাবাহা' চুক্তি বলতে এমন ব্যবসায়িক চুক্তি বুঝায় যার অধীনে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রাহকের অনুরোধে নির্ধারিত মালামাল ক্রয় করে ক্রয়-মূল্যের সাথে পূর্ব-স্বীকৃত লাভ যোগ করে তাঁর নিকট বিক্রয় করবে। বিনিয়োগ গ্রাহক চুক্তির শর্তানুসারে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিক্রয়-মূল্য পরিশোধ করে মালামাল গ্রহণ করতে বাধ্য থাকবেন।[১৩৯]

২. বায়' মু'আজ্জাল (বাকীতে বিক্রয়)

বায়' মু'আজ্জাল বলতে ব্যংক কর্তৃক মুনাফার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ গ্রাহকের নিকট বাকীতে মাল বিক্রয় বুঝায়। ব্যাংক পণ্য ক্রয় করে তার উপর পূর্ণ মালিকানা নিশ্চিত করার পর পণ্যের বিক্রয়-

---

১৩৭ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১০ (ঢাকা: প্রধান কার্যালয়, আইবিবিএল), পৃ. ৯৯

১৩৮ *এক নজরে আইবিবিএল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩

১৩৯ শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

Dhaka University Institutional Repository

মূল্য নির্ধরণ করে এবং চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে গ্রাহকরে উক্ত মূল্যে পণ্য সরবরাহ করে। চুক্তিপত্রের পণ্যের ধরন, গুণাগুণ, পরিমাণ, বিক্রয়-মূল্য, সরবরাহের স্থান ও সময়, গ্রাহক কর্তৃক মূল্য পরিশোধের সময়-সীমা ও পদ্ধতি ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হবে।[১৪০]

৩. বায়' সালাম (অগ্রিম ক্রয়)

'বায়' সালাম' হলো এমন ব্যবসায়িক চুক্তি যার আওতায় ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মালামাল সরবরাহের শর্তে ব্যাংক মালের ক্রয়-মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে। নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে পণ্য সরবরাহ গ্রহণ করে এবং তা যেকোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট বিক্রয় করতে পারে।[১৪১]

৪. হায়ার পারচেজ আন্ডার সিরকাতুল মিল্ক বা মালিকানায় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভাড়ায় ক্রয়

এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ও গ্রাহক চুক্তির ভিত্তিতে যৌথভাবে যানবাহন, যন্ত্রপাতি, ভবন, এপার্টমেন্ট ইত্যাদি ক্রয় করে। গ্রাহক ভাড়ার ভিত্তিতে তা ব্যবহার করেন এবং ব্যাংকের অংশের মূল্য কিস্তিতে পরিশোধ করে তার মালিকানা অর্জন করেন। পণ্য বা মালামাল ক্রয়ের আগে এর প্রকৃত মূল্য, মাসিক ভাড়া, ব্যাংকের অংশের মূল্য, পরিশোধের সময়-সীমা ও কিস্তির পরিমাণ এবং জামানতের প্রকৃতি প্রভৃতি নির্ধারণে চুক্তি সম্পাদিত হয়।[১৪২]

৫. মুদারাবা (স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তার মাধ্যমে বিনিয়োগ)

'মুদারাবা' বলতে এমন এক চুক্তি বোঝায় যার শর্ত অনুসারে একপক্ষ অর্থাৎ ব্যাংক মূলধন যোগান দেয় এবং অন্যপক্ষ অর্থাৎ স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা তাঁর দক্ষতা, প্রচেষ্টা, শ্রম ও প্রয়োজনীয় ব্যবসায়িক প্রজ্ঞা নিয়োজিত করেন। ব্যাংক 'সাহিব আল-মাল' হিসেবে মূলধন যোগায় এবং স্বনিয়োজিত উদ্যোক্তা 'মুদারিব' হিসেবে সে মূলধন ব্যবসায় খাটান। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মুনাফা ব্যাংক ও উদ্যোক্তার মধ্যে ভাগাভাগি হয়।[১৪৩]

৬. মুশারাকা (লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্ব ভিত্তিক বিনিয়োগ)

মুশারাকা বলতে এমন ব্যবসায়িক চুক্তি বোঝায় যার অধীনে ব্যাংক মূলধনের একটি অংশ যোগান দেয় এবং বাকী অংশ যোগান দেয় বিনিয়োগ-গ্রাহক। মূলধন সরবরাহের আগেই মুনাফা বন্টনের

---

১৪০ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, অনুদিত: মুফতী মুহাম্মদ জাবের হোসাইন, *ইসলামী ব্যাংকিং ও অর্থায়ন পদ্ধতি সমস্যা ও সমাধান* (ঢাকা: মাকতাবাতুল আশরাফ, অক্টোবর ২০০৮), পৃ. ৯৬

১৪১ ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, *ইসলামী অর্থনীতির রূপরেখা তত্ত্ব ও প্রয়োগ* (চট্টগ্রাম: গাউছিয়া হক মঞ্জিল, ১৯৯৮), পৃ. ২৮৫

১৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৬

১৪৩ শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মদ তাকী উসমানী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮

Dhaka University Institutional Repository

অনুপাত ব্যাংক ও বিনিয়োগ-গ্রাহকের সম্মতিক্রমে চুক্তিতে নির্ধারিত হয়। ব্যবসায় প্রকৃত লোকসান ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রাহক মূলধনের আনুপাতিক হারে বহন করে।[১৪৪]

কল্যাণমুখী বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ

- গৃহায়ণ বিনেয়োগ প্রকল্প।
- পরিবহণ বিনিয়োগ প্রকল্প।
- কার বিনিয়োগ প্রকল্প।
- ডাক্তারদের জন্য বিনিয়োগ প্রকল্প।
- ক্ষুদ্র ব্যবসা বিনিয়োগ প্রকল্প।
- ক্ষুদ্র শিল্প বিনেয়োগ প্রকল্প।
- গৃহ-সামগ্রী বিনিয়োগ প্রকল্প।
- পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প।
- কৃষি সরঞ্জাম বিনেয়োগ প্রকল্প।
- পল্লী গৃহায়ণ বিনেয়োগ প্রকল্প।
- রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম।
- এসএমই বিনিয়োগ প্রকল্প।
- নারী উদ্যোক্তা বিনিয়োগ প্রকল্প।
- মিরপুর সিল্ক উইভারস ইনভেস্টমেন্ট স্কিম।

বৈদেশিক বাণিজ্য

বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক বিনিময়ের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ আবদান রাখছে। এ ব্যাংকের বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যক্রম তিন ভাগে বিভক্ত (ক) আমদানি বাণিজ্য, (খ) রফতানি বাণিজ্য, (গ) বৈদেশিক রেমিট্যান্স। ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্য কার্যকর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সুদীর্ঘ সময়ে বিশ্বব্যাপী সুবিস্তৃত করেসপন্ডেট নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

---

১৪৪ ড. মুহাম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩

Dhaka University Institutional Repository

২০০৯ সালে ব্যাংকের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদিত হয়েছে ৪৬,২৩৭ কোটি টাকা, ২০০৮ সালে এর পরিমাণ ছিল ৪০,২৬৯ কোটি টাকা; এক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধির হার ১৫% । ২০১০ সালে ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই তিন মাসে মোট বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদিত হয়েছে ১৩,২৫২ কোটি টাকা; পূববর্তী বছরে একই সময়ের তুলনায় প্রবৃদ্ধির হার ২৬% ।[১৪৫] ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আমদানি, রপ্তানি ও রেমিটেন্স আহরণে বেসরকারি ব্যাংকগুলোর মধ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে ।

বিবিধ ব্যাংকিং সেবা

১. ব্যাংক পেমেন্ট-অর্ডার ইস্যু করে ।
২. ব্যাংক কমিশনের ভিত্তিতে দেশের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডিমান্ড ড্রাফট (ডিডি) ও টেলিগ্রাফিক ট্রান্সফার (টিটি)-এর মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ বা স্থানান্তরে সহায়তা করে ।
৩. নির্বাচিত শাখাসমূহে এটিএম সার্ভিস চালু করা হয়েছে ।
৪. মূল্যবান সামগ্রী, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য ব্যাংকের নির্ধারিত ক'টি শাখায় লকার ভাড়া দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে ।
৫. ব্যাংক গ্রাহকদের বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দান করে ।
৬. নিজস্ব এটিএম বুথ, শেয়ারড এটিএম বুথ, এটিএম কার্ড, স্পট ক্যাশ, এসএমএস ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের সেবা আরো উন্নত করা হয়েছে ।
৭. ইসলামী ব্যাংকের রয়েছে ইন্টারনেট ব্যাংকিং সুবিধা ।
৮. দেশের সর্ববৃহৎ অনলাইন নেটওয়ার্কের মাধ্যমে উত্তম গ্রাহক সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে ।
৯. ব্যাংক SWIFT সার্ভিসসহ রয়টার, ই-মেইল, ইন্টারনেট, ডিলিং রুম ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের সার্ভিস প্রদান করে ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ: সাফল্য ও অবদান

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আমানত, বিনিয়োগ, আমদানি, রপ্তানি ও প্রাবাসীদের প্রেরিত অর্থ আহরণ এবং মুনাফার দিক থেকে দেশের বেসরকারি ব্যাংকিং খাতে শীর্সস্থানীয় ব্যাংক । আমাদের অগ্রগতির এ ধারা অব্যাহত রয়েছে ।

- নিউইয়র্কভিত্তিক বিখ্যাত ত্রৈমাসিক ম্যাগাজিন গ্লোবাল ফাইন্যান্স ১৯৯৯, ২০০০,২০০৪ ও ২০০৫ সালের জন্য দেশের সেরা ব্যাংক এবং ২০০৮ ও ২০০৯ সালের জন্য সেরা ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে পুরস্কৃত করেছে ।

---

১৪৫ *এক নজরে আইবিবিএল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪

Dhaka University Institutional Repository

- ইনস্টিটিউট অব কস্ট এণ্ড ম্যানেজমেন্ট একাইন্ট্যান্স অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি) ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে বেস্ট কর্পোরেট এ্যাওয়ার্ড ২০০৭ (১ম স্থান-লোকাল সেক্টর) এবং ২০০৮ সালে বেস্ট কর্পোরেট পারফরমেন্স এ্যাওয়ার্ড প্রদান করে।
- ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্স অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) বেসরকারি ব্যাংকিং খাতে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে একাউন্টস ও রিপোর্ট উপস্থাপনায় ২০০১ ও ২০০৮ সালে যথাক্রমে সার্টিফিকেট অব এপ্রিসিয়েশন ও সার্টিফিকেট অব মেরিট প্রদান করে।
- সিটি ব্যাংক এন. এ. ২০০৯ সালে ইউরোপ-বাংলাদেশ ট্রেড করিডোর-এ সর্বোচ্চ বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে সিটি ব্যাংক এন. এ. পদক প্রদান করে।
- ব্যাংকার্স ফোরাম এ ব্যাংককে ২০০৮ সালের জন্য 'কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতায় সেরা ব্যাংক' পুরস্কার প্রদান করে।
- এ ব্যাংক ঢাকা শেরাটন হোটেল কর্তৃক আয়োজিত ব্যাংক এণ্ড নন-ব্যাংক ফিন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ফেয়ার ২০০৯-এ বেস্ট পুরস্কার লাভ করে।
- CRISL ২০০৮ আর্থিক বছরের উপর ভিত্তি করে তাদের রিপোর্ট প্রদান করে এবং দীর্ঘ মেয়াদের জন্য ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডকে 'এএ' (High Safety) গ্রেড প্রদান করে এবং স্বল্প মেয়াদে সর্বোচ্চ গ্রেড 'এসটি-১' প্রদান করে।

পাঁচ বছরের কার্যক্রমের খতিয়ান[১৪৬] মিলিয়ন টাকায়

ক্রমিক নং	বিবরণ	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮	২০০৯
০১	অনুমোদিত মূলধন	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	৫,০০০.০০	১০,০০০.০০	১০,০০০.০০
০২	পরিশোধিত মূলধন	২,৭৬৪.৮০	৩,৪৫৬.০০	৩,৮০১.৬০	৪৭৫২.০০	৬,১৭৭.৬০
০৩	সঞ্চিতি তহবিল	৫,৪৫০.৯৮	৬,৫৫১.২৩	৭,৪১৪.০৫	৯,৩০৮.৪৯	১৩,৯২৭.৯৪
০৪	মোট ইক্যুইটি	৮,৩৩১.১৪	১০,৪৩৫.৯৬	১৪,৯৫৭.৭৪	১৮,৫৭২.০৮	৩০,৬১৯.৮১

১৪৬ *এক নজরে আইবিবিএল*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

০৫	সঞ্চয়	১০৭,৭৭৯.৪২	১৩২,৪১৯.৪০	১৬৬,৩২৫.২৯	২,০২,১১৫.৪৫	২,৪৪,২৯২.১৪
০৬	বিনিয়োগ	৯৭,১৭৮.৩১	১১৭,১৩২.৮৩	১৬৫,২৮৬.৩২	১,৮৭,৫৮৬.৫৫	২,২৫,৭৫২.৪১
০৭	বৈদেশিক বাণিজ্য	১,৪৭,৬৪২.০০	২০১.৮২২.০০	২৬৭,৯১৭.০০	৪,০২,৯৬৫.০০	৪,৬২,৩৭০.০০
	ক) আমদানি	৭৪,৫২৫.০০	৯৬,৮৭০.০০	১৩৭,০৮৬.০০	১,৬৮,৩২৯.০০	১৬,১২৩.০০
	খ) রপ্তানী	৩৬,১৬৯.০০	৫১,১৩৩.০০	৬৬.৬৯০.০০	৯৩,৬৬২.০০	১,০৬,০২০.০০
	গ) রেমিটেন্স	৯৬,৯৪৮.০০	৫৩.৮১৯.০০	৮৪,১৪৩.০০	১৪০,৪০৪.০০	১,৯৪,৭১৬.০০
০৮	কর-পূর্ব নীট মুনাফা	২,১৬২.৪৪	২,৯০৮.৬৭	৩,৭৮০.৮২	৬,৩৪৭.৮৩	৬,৫১৭.৬৬
০৯	কর-পরবর্তী নীট মুনাফা	১,১২৫.৮২	১,৪০০.৫৯	১,৪২৭.৩৬	২,৬৭৪.৮০	৩,৪০৩.৫৫
১০	ডিভিডেন্ড	২৫% (স্টক)	১৫% (নগদ)	২৫% (স্টক)	৩০% (স্টক)	১০% (নগদ)
			১০% (স্টক)			২০% (স্টক)
১১	শাখা সংখ্যা	১৬৯	১৭৬	২০৬	২৩১	
১২	কর্মকর্তা কর্মচারী সংখ্যা	৬,২০২	৭,৪৫৯	৮,৪২৬	৯,৩৯৭	৯,৫৮৮
১৩	শেয়ারহোল্ডারদের সংখ্যা	১৭,২০১	২০,৯৬০	২৬,৪৮৮	৩৩,৬৮৬	৫২,১৬৪

১ মিলিয়ন=১০ লক্ষ

এসএমই কৃষি/শাখাসহ

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদ: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর অন্যান্য কার্যক্রম

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন

"ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন" আইবিবিএল এর একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান। ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশন আর্ত-মানবতার সেবা, বঞ্চিত ও অভাবগ্রস্ত মানুষের কল্যাণ, সমাজ সংস্কার ও সমাজ উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের বিশেষ প্রকল্প

ক) ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল, খ) ইসলামী ব্যাংক মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী, গ) ইসলামী ব্যাংক কমিউনিটি হাসপাতাল, ঘ) ইসলামী ব্যাংক নার্সিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউ, ঙ) ইসলামী ব্যাংক ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজী, চ) ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এণ্ড কলেজ, ছ) মনোরম ইসলামী ব্যাংক ক্র্যাফট্স এণ্ড ফ্যাশন, জ) ইসলামী ব্যাংক সার্ভিস সেন্টার, ঝ) বাংলাদেশ সংস্কৃতি কেন্দ্র, ঞ) দুঃস্থ মহিলা পুনর্বাসন কেন্দ্র।

ইসলামী ব্যাংক ফাউন্ডেশনের নিয়মিত কার্যক্রম

১. আয়বর্ধনমুলক কার্যক্রম, ২. শিক্ষা কার্যক্রম, ৩. স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা কার্যক্রম, ৪. মানবিক সহায়তা কার্যক্রম, ৫. ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, ৬. দাওয়াহ কার্যক্রম।[১৪৭]

ইসলামী ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো সুদ বর্জন। সুদ মুসলমানদের জন্য হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা দাঁড়ায় সে ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দ্বারা জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের অবস্থা এরূপ হওয়ার কারণ, তারা বলে ক্রয়-বিক্রয়তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন আর সুদকে হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এবং যে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর সোপর্দ। আর যারা নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে তারা জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।"[১৪৮] আর এ জন্যই সুদ মুক্ত ব্যাংকিং পদ্ধতি চালু করেছে আইবিবিএল। ১৯৮৩ সাল থেকে ইসলামী ব্যাংক মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে যে কাজ করে যাচ্ছে তার ইতিবাচক প্রভাব দেশের অর্থনীতিকে আরো শক্তিশালী করবে বলে আশা করা যায়।

---

১৪৭ *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি* (ঢাকা: আইবিবিএল, জনসংযোগ বিভাগ, এপ্রিল ২০১০), পৃ. ৩

১৪৮ আল-কুরআন, ২:২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও বিতরণ পদ্ধতি

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়: আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ও বিতরণ পদ্ধতি

বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল ভিত্তি হিসেবে এখনো দাঁড়িয়ে আছে কৃষি। বেশিরভাগ মানুষ কৃষির উপর নির্ভশীল। আর এ কৃষির উৎপাদন পল্লীতেই হয়ে থাকে। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে এই পল্লী এলাকার জনগণই বেশি দারিদ্র সীমার নীচে বাস করছে। প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং জীবন যাপনের নূন্যতম চাহিদা মেটানোর জন্য সম্পদের অভাবে গ্রামের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী কর্মহীন হয়ে পড়ছে। ফলে বন্যার পানির মতো অভাব তাদের জীবনকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ভয়াবহ বিপদের দিকে। পরিণামে কর্মহীনতা ও দারিদ্র পল্লীবাসীর জীবনের সাথে সর্বদা জড়িয়ে যায়। এ সকল গ্রামীণ জনপদের দরিদ্র মানুষকে দারিদ্রতার করালগ্রাস থেকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে এসেছে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। এ ব্যাংক পল্লী অঞ্চলের গরীব মানুষের জন্য জামানতবিহীন ঋণ প্রদানের উদ্দেশ্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প চালু করে।

প্রথম পরিচ্ছেদ: পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচিতি

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে সমাজ জীবন ও অর্থনীতিতে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও দারিদ্র দূরীকরণ, গ্রামীণ বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান, বিপন্ন ব্যক্তিদের আত্ম-কর্মসংস্থান, গরীব কৃষক ও বর্গাচাষীদের অবস্থার সামগ্রিক উন্নয়নের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়ন ও আদর্শ গ্রাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা হিসেবে আইবিবিএল চালু করেছে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (Rural Development Scheme) বা (RDS)। উল্লেখ্য যে, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ধারণা নেওয়া হয়েছে কুরআনের এ আয়াত থেকে, 'এবং তাদের সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার রয়েছে।'[১৪৯]

১৯৯৫ সালের ৩১ জুলাই পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ হয়।[১৫০] আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জনাব আবদুর রহমান বিশ্বাস। প্রথম পর্যায়ে ২০টি শাখার মাধ্যমে ২০টি গ্রামের কার্যক্রম চালু করা হয় এবং ১৯৯৬ সালের জানুয়ারি মাসে এ প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ বিতরণ কার্যক্রমের সূচনা করা হয়।[১৫১] গ্রামীণ

---

১৪৯ আল-কুরআন, ৫১:১৯

১৫০ উন্নয়নের ২৬ বছর, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড (ঢাকা: জনসংযোগ বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক টাওয়ার, এপ্রিল, ২০০৯), পৃ. ৩৫

১৫১ ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন বার্তা (ঢাকা: জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল), জুলাই-সেপ্টেম্বর, ২০০৫ সংখ্যা, পৃ. ১

Dhaka University Institutional Repository

খাত যে সকল প্রতিকূলতায় ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে সেগুলো দূরীভূত ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সাধিত হলে শুধু কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে তাই নয় বরং গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখী বিকাশ ঘটবে এবং গ্রামীণ জনশক্তির ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। ফলে শহরমুখী মানুষের হার কমবে এবং নগর জীবনের লোকারণ্য ও দুষ্কৃতি হ্রাস পাবে। সে সাথে গ্রামীণ অর্থনৈতিক উৎপাদনের ফলে কৃষকরা ইতিবাচকভাবে সাড়া দিবে।[১৫২] আইবিবিএল গ্রামীণ খাতের প্রতিকূলতা দূরীকরণ ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন কল্পে 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের' আওতায় তার নির্ধারিত শাখাসমূহের মাধ্যমে আদর্শ গ্রাম সৃষ্টির লক্ষ্যে নিবিড়ভাবে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।[১৫৩]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

গ্রামীণ খাত যে সকল প্রতিকূলতায় নিমজ্জিত হচ্ছে সেগুলো দূরীভুত ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন সাধন করা হলে কেবলমাত্র কৃষিক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হারে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পাবে তাই নয় বরং গ্রামীণ অর্থনীতির বহুমুখী বিকাশ ঘটবে। সেই সাথে গ্রামের মানুষের ব্যপক কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে। এর ফলে শহর থেকে জনসংখ্যা গ্রামে স্থানান্তরিত হবে। নগর জীবনে যানজট, কোলাহল, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দূর করা সম্ভব হবে। ক্ষুদ্র অর্থায়ন ব্যবস্থা হিসেবে ইসামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন একটি ব্যতিক্রমধর্মী দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি যার লক্ষ্য হলো: 'দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একটি বিশেষ সাংগঠনিক কাঠামোর আওতায় এনে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানূন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাদেরকে দারিদ্রের নিষ্পিষণ হতে মুক্তির লক্ষ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। গ্রামীণ অঞ্চলের আয়-বৈষম্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে একটি ভারসাম্যমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠায় কার্যকর ভূমিকা রাখা।[১৫৪] একই সাথে তাদেরকে ধর্মীয় মূল্যবোধে উজ্জীবিত করা।[১৫৫] এছাড়া এ প্রকল্পের আরো কয়েকটি উদ্দেশ্য হলো:

ক) আরডিএসসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র বিনিয়োগ কার্যক্রমের মানোন্নিত সদস্যগণ যারা তাদের অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, ব্যবসার পরিসর ইত্যাদি বৃদ্ধির ফলে ক্ষুদ্র বিনিয়োগের সীমার অধিক পরিমাণ অর্থ খাটানোর ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে তাদের মাঝে বিনিয়োগ সম্প্রসারিত করা;

---

১৫২ ড. এম. উমর চাপড়া, *ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ* (ঢাকা: বাংলাদেশ ইনসাইটটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০), পৃ. ৩০২

১৫৩ আইবিবিএল এর *পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচিতি* (ঢাকা: প্রধান কার্যালয়, জনসংযোগ বিভাগ, আইবিবিএল, ২০১০), পৃ. ১

১৫৪ ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন বার্তা (ঢাকা: আইবিবিএল প্রধান কার্যালয়, অক্টোবর-ডিসেম্বর' ২০০৫ সংখ্যা), পৃ. ৪

১৫৫ মোঃ ওবায়দুল হক, ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প: অগ্রগতির ৮ বছর, *দৈনিক সংগ্রাম (বিশেষ ক্রোড়পত্র)*, আইবিবিএল এর ২১ বছর পূর্তি সংখ্যা, পৃ. ৩৬২

Dhaka University Institutional Repository

খ) ক্ষুদ্র বিনিয়োগের গ্রাহকগণকে তাদের লব্ধ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন প্রকল্প প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করা;

গ) এনজিও/ মাইক্রো ফাইনান্স ইনস্টিটিউশনের সদস্য নয় এমন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণকে বিনিয়োগ প্রদান করা;

ঘ) হত দরিদ্র (Hardcore poor) শ্রেণীর জন্যে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;

ঙ) শিক্ষিত বেকার যুবক শ্রেণী যথাযথ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারিগরী জ্ঞান অর্জন করে ক্ষুদ্র প্রকল্প প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে তাদেরকে বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা।[১৫৬]

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সাংগঠনিক কাঠামো

আদর্শ গ্রাম নির্বাচন

নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রেখে আদর্শ গ্রাম নির্বাচন করা হয়:

১. অবহেলিত ও দরিদ্র শ্রেণীর লোকজন যে অঞ্চলে গুচ্ছাকারে বসবাস করে।

২. সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত গ্রামসমূহ।

৩. যে সব এলাকায় অন্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে আর ডি এস কর্মসূচি জনপ্রিয়।[১৫৭]

৪. যে সমস্ত এলাকায় কৃষিজ ও অকৃষিজ কজের আধিক্য আছে।

৫. আর ডি এস বিনিয়োগ গ্রহণের পর যে সমস্থ এলাকার অগ্রসরতা লাভ করেছে।

৬. গ্রামের দূরত্ব ব্যাংকের শাখা হতে ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত নেয়া যাবে। গ্রামসমূহের আর্থ-সামাজিক অবস্থা জরিপ সম্পন্ন করণ, কৃষিজ ও অকৃষিজ কার্যাবলি চিহ্নিত করণ ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা যাচাই-বাছাই পূর্বক একটি প্রতিবেদন তৈরি করে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে পাঠালে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে প্রধান কার্যালয় 'আদর্শ গ্রাম' হিসেবে অনুমোদন প্রদান করে।[১৫৮]

গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠন

---

১৫৬ 'পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (RDS, *ম্যানুয়েল*, ২০১০, পৃ. ২

১৫৭ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (RDS) *ম্যানুয়েল*, নতুন সংস্করণ, ২০১১, পৃ. ৬

১৫৮ *ইসলামী ব্যাংক পল্লী উন্নয়ন বার্তা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮

Dhaka University Institutional Repository

পাঁচ জন সদস্য নিয়ে একটি গ্রুপ গঠন করা হয়। গ্রুপ গঠনের সময় সদস্যগণ নিজেদের পছন্দমত সদস্য নিয়ে গ্রুপ গঠন করবে। কেননা একজন সদস্য কিস্তি ও অন্যান্য পাওনা পরিশোধ না করলে অন্যরা দিতে বাধ্য থাকবে। তালাক প্রাপ্তা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত মহিলাদের অগ্রাধিকার দেয়া হয়। গ্রুপের সকল সদস্য পরস্পরের জন্য গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। প্রত্যেক সদস্য পরস্পরের বিনিয়োগ তদারকি ও আদায়ে সহযোগিতা করবে এ মর্মে একে অন্যের বিনিয়োগ আবেদনপত্র ও অন্যান্য দলীলপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করে থাকে।[১৫৯] বিনিয়োগ এলাকার সর্বনিম্ন দু'টি, কিন্তু সর্বোচ্চ ছ'টি ছোট গ্রুপ মিলিত হয়ে একটি বড় গ্রুপ গঠন করবে যা কেন্দ্র নামে পরিচিত হবে। প্রত্যেক কেন্দ্রে একজন কেন্দ্র লিডার ও একজন ডেপুটি কেন্দ্র লিডার থাকে।

কেন্দ্র ফাণ্ড

কেন্দ্রের যে কোন সদস্যের বিপদ আসতে পারে। আর এ বিপদ থেকে মুক্তির জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই সকল সদস্য অল্প অল্প টাকা জমানোর মাধ্যমে কেন্দ্রের একটা ফাণ্ড সৃষ্টি করবে, এ ফাণ্ড পরিচালনা করবে কেন্দ্র প্রধান এবং সহকারী কেন্দ্র প্রধান। কেন্দ্রের কোন সদস্যের ছেলে-মেয়ের পরীক্ষা, বিয়ে-সাদী অথবা অসুস্থতার কারণে বিনিয়োগের টাকা থেকে খরচ করলে আয় কমে যায়, ফলে কিস্তি প্রদানে অসুবিধা দেখা দেয়। এমতাবস্থায় কোন সদস্যের আবেদনের ভিত্তিতে কেন্দ্রের সকলের সম্মতিতে কেন্দ্র ফাণ্ড হতে কর্য হাসানা গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তীতে সে অর্থ শর্তানুযায়ী ধীরে ধীরে অথবা একবারে ফেরৎ প্রদান করতে পারে। এছাড়াও যৌথভাবে কোন বিনিয়োগ কার্যক্রম হাতে নিলে যদি ক্যাশ সিকিউরিটির প্রয়োজন পড়ে তাহলে কেন্দ্র মিটিং এ রেজুলেশনে উল্লেখপূর্বক শাখা প্রধানের নিকট আবেদনের মাধ্যমে কেন্দ্র ফাণ্ড হতে ক্যাশ সিকিউরিটি নেওয়া যেতে পারে।

সঞ্চয় কর্মসূচি

দলভূক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করার পাশাপাশি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন করাই এ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য। প্রত্যেক সদস্যকে সাপ্তাহিক ন্যূনতম ৫টাকা হারে জমা রাখতে হয়। সদস্যগণ ইচ্ছা করলে এ সঞ্চয় থেকে করজে হাসানা হিসেবে ধার নিতে পারবে। এছাড়াও সদস্যগণকে বাধ্যতামূলকভাবে সাপ্তাহিক সভায় ন্যূনতম এক টাকা হারে কেন্দ্র ফাণ্ডে জমা দিতে হয়।

---

১৫৯ *ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি* (ঢাকা: জনসংযোগ বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২০০১), পৃ. ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

কেন্দ্র মিটিং এর কার্যাবলী

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য শুধু বিনিয়োগ প্রদান ও আদায় করা নয়, সদস্যগণকে খাঁটি মুসলমান ও সুস্থ অবস্থায় দুনিয়াতে বেঁচে থাকা ও পরকলের জবাবদিহীর জন্য প্রস্তুত করা। এ জন্য কেন্দ্র মিটিং এর কার্যাবলী অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন হওয়া আবশ্যক। সপ্তাহে একবার কেন্দ্র মিটিং অনুষ্ঠিত হয়। এর কর্মসুচী হলো:

- ❋ সদস্য/ ফিল্ড অফিসার কর্তৃক কুরআন তিলাওয়াত।
- ❋ বিষয় ভিত্তিক ৫ মিনিট আলোচনা, (সত্য-মিথ্যা, পারিবারিক জীবন, প্রাথমিক চিকিৎসা, শিক্ষা,পরিচ্ছতা ইত্যাদি বিষয়)।
- ❋ বিনিয়োগ প্রস্তাব আলোচনা।
- ❋ কিস্তি, সঞ্চয় ও কেন্দ্র তহবিল আদায়।[১৬০]
- ❋ সদস্যের ব্যক্তিগত সমস্যা আলোচনা এবং
- ❋ সকলের জন্য দোয়া/প্রার্থনা।

কেন্দ্রের সদস্যগণ কর্তৃক পালনীয় কতিপয় সিদ্ধান্ত

"পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের" সদস্যগণকে ১০টি পালনীয় সিদ্ধান্ত কেন্দ্র মিটিং এ উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণসহ মুখস্ত করতে হয় এবং সে সাথে পারিবারিক জীবনে সিদ্ধান্তগুলোর বাস্তবায়ন ঘটাতে হয়। এ সিদ্ধান্তগুলোকে মুখস্থকরণ বিনিয়োগ পাবার পূর্বশর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। নিম্নে সিদ্ধান্তসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

১. সদা সত্য কথা বলব, আমানতের খেয়ানত করব না এবং ওয়াদা পালন করব।

২. অন্যের মুখাপেক্ষী না হয়ে নিজেই সংসারের উন্নতি আনবো।

৩. পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা ও সু-স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সচেতন থাকব।

৪. নিজে নিরক্ষর থাকব না এবং সন্তানদের অবশ্যই লেখাপড়া শিখাব।

৫. অপরকে অগ্রাধিকার দেব, অন্যের বিপদে সাহায্য করব এবং হিংসা-বিদ্বেষ রাখব না।

৬. সৎপথে আয় করব ও ভাল কাজে ব্যয় করব।

৭. কোন নেশাজাতীয় দ্রব্যের প্রসার ও যৌতুকের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব।

---

১৬০ অন্যের আর্থিক সহায়তা ছাড়াই দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীকে সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে গ্রুপ সদস্যগণ সাপ্তাহিক ন্যূনতম ৫ টাকা হারে সঞ্চয় করবে। এ ছাড়া সদস্যগণকে বাধ্যতামূলকভাবে সাপ্তাহিক সভায় ন্যূনতম ১ টাকা হারে কেন্দ্র ফান্ডে জমা দিতে হয়। কেন্দ্রের কোন সদস্য সমস্যায় পড়লে এ ফান্ড থেকে কর্য হাসানা (লাভ ছাড়া অর্থায়ন) প্রদান করা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

৮. ফাঁকা জায়গায় গাছ লাগাব, তরিতরকারী/শাক-সবজী চাষ করব, পুকুরে মাছ চাষ করব, সুযোগ থাকলে পশু-পাখি পালন করব।

৯. সুষম খাদ্য-গ্রহণ, বিশুদ্ধ পানি পান ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার করব।

১০. দেশ ও জাতির উন্নতিতে সকলে অংশগ্রহণ করব।[১৬১]

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ বিনিয়োগ সংক্রান্ত বর্ণনা

বিনিয়োগ পাওয়ার যোগ্যতা

(ক) কৃষি কাজে নিয়োজিত কৃষক সর্বোচ্চ আধা একর জমির মালিকানা ভোগী ব্যক্তি।

(খ) বর্গাচাষী ও বিপন্ন ব্যক্তি।

(গ) অকৃষিজ কাজে নিয়োজিত ভূমিহীন।

(ঘ) সাক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন[১৬২] (যাদের সাক্ষরজ্ঞান জানা নেই তার ৬ সপ্তাহের মধ্যে ফিল্ড অফিসার এবং কেন্দ্রের শিক্ষিতদের সহায়তায় স্বাক্ষর জেনে নেবে), স্বাস্থ্যবান, কর্মঠ, ১৮-৫০ বছর বয়সী, গড়ে মাসিক আয় ২০০০/- টাকার ঊর্ধ্বে নয় এবং

(ঙ) পুঁজির অভাবে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে অক্ষম, সর্বোপরি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল যারা তারাই বিনিয়োগ পাবার যোগ্য।[১৬৩]

বিনিয়োগ প্রদানে ব্যবহৃত পদ্ধতিসমূহ

বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে শাখাসমূহ নিম্নোক্ত পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে

১. মুদারাবাঃ

মুদারাবা এমন এক অংশীদারী ব্যবসা যেখানে এক পক্ষ পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করে এবং অন্য পক্ষ স্বীয় শ্রম, বুদ্ধিমত্তা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্যবসায় লাভ হলে উভয়ে চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে ভাগ করে নেবে আর লোকসান হলে শুধু মূলধনের মালিক (ব্যাংক) লোকসান বহন করবে। এক্ষেত্রে শ্রমদানকারীর শ্রম বৃথা যাবে।

---

১৬১ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (RDS) ম্যানুয়েল, নতুন সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৪০
১৬২ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (RDS) ম্যানুয়েল, নতুন সংস্করণ, ২০১০, পৃ. ৯
১৬৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫

Dhaka University Institutional Repository

২. মুশারাকাঃ

এই পদ্ধতিতে ব্যাংক বিনিয়োগ গ্রহীতার চাহিদা মোতাবেক দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করে উভয়ের সম্মতিতে নির্ধারিত দামে ভবিষ্যতের কোন নির্দিষ্ট সময়ে একবারে অথবা নির্ধারিত কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার শর্তে গ্রাহকের নিকট বাকীতে বিক্রি করবে। এ পদ্ধতি অনুসারে **বাইম-আরডিএস** এবং **এমইআইএস** বিনিয়োগ হয়ে থাকে।

গ্রাহক নির্বাচন

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় যে সকল পুরাতন বিনিয়োগ গ্রাহক তাদের পূর্ববর্তী আরডিএস বিনিয়োগ যথাযথভাবে পরিশোধ করেছে, কেন্দ্র সভায় তাদের উপস্থিতি ছিল নিয়মিত এবং আচরণগতভাবে যারা ভাল তাদেরকেই এই প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ প্রদানের জন্য মনোনিত করা যাবে।

বিনিয়োগের খাতসমূহঃ

১. গরু মোটা-তাজাকরণ	৭. মোমবাতি তৈরি	১৩. শাড়ী/লুঙ্গী তৈরি	১৯. নৌকা তৈরি
২. পুকুরে মৎস চাষ	৮. প্যাকেট তৈরি	১৪. পাটের ব্যাগ তৈরি	২০. ফসল গুদামজাত করণ
৩. জাল তৈরি	৯. জুতা তৈরি	১৫. কাপড়ের ব্যাগ তৈরি	২১. মৌসুমী কৃষি ফসল
৪. সুঁতার কাজ	১০. মশার কয়েল তৈরি	১৬. সাইনবোর্ড তৈরি	২২. ইটের ব্যবসা
৫. ওয়েল্ডিং	১১. সরিষার তেল তৈরি	১৭. তাঁতের কাজ	২৩. মুদি দোকান
৬. গার্মেন্টস পোশাক তৈরি	১২. ফার্নিচার তৈরি	১৮. ফলজ নার্শারী	২৪. চায়ের দোকান
২৫. অন্যান্য খাত (প্রধান কার্যালয়ের অনুমতি সাপেক্ষে)।			

বিনিয়োগের সীমা, জামানত ও ডকুমেন্টেশন

আরডিএস ও এমইআইএস-এ বিদ্যমান সীমা, জামানত ও ডকুমেন্টেশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগের মেয়াদ ও অনুমোদন

ব্যবসায়ের ধরণ ও প্রকৃতি অনুযায়ী বিনিয়োগের সময়/মেয়াদ নির্ধারণ করতে হবে। স্বাভাবিকভাবে বিনিয়োগের মেয়াদ হবে এক বছর। ব্যবসায়ের ধরণ ও গ্রাহকের চাহিদার অনুযায়ী উক্ত মেয়াদ কমও হতে পারে। আবার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ব্যবসায়িক কার্যক্রম সমাপ্ত না হলে বিনিয়োগটিকে নবায়ন করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ান্তে চুক্তি মোতাবেক লাভ-লোকসান হিসাব নিষ্পত্তি করতে হবে।

বিনিয়োগটি প্রত্যাশিত মুনাফা অর্জনে সক্ষম হবে বলে বিবেচিত হলে শাখা আরডিএস বিনিয়োগ তা অনুমোদন দিবে। গ্রাহকের সম্মতিসূচক স্বাক্ষর সম্বলিত মঞ্জুরীপত্রে গ্রাহক ও ব্যাংকের মূলধন ও লাভ বন্টন অনুপাত উল্লেখ থাকতে হবে।

ব্যবসায়িক নিষ্পত্তি ও সমন্বয়

মুশারাকা ব্যবসার চুক্তি অনুযায়ী মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখে ব্যবসার হিসাব বিশ্লেষণ করে চূড়ান্ত লাভ-লোকসান হিসাব প্রস্তুত করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে গ্রাহক মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখের ০৫ দিন পূর্বে লাভ-লোকসানের খসড়া হিসাব ব্যাংকের নিকট জমা প্রদান করবেন। ব্যাংকের আরডিএস বিনিয়োগ কমিটি উক্ত হিসাব চূড়ান্ত করে মুশারাকা চুক্তি মোতাবেক লাভ-লোকসান বন্টন করবে এবং বিনিয়োগ হিসাব সমন্বয় করবে।

৩. বায়' মু'আজ্জাল:

বাইম-আরডিএস: প্রকল্পের মূল বিনিয়োগ।

বিনিয়োগ বিতরনের পূর্বে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

ক) কেন্দ্রের সকল সদস্যকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করা;

খ) সাপ্তাহিক সভায় সকলের উপস্থিতি কমপক্ষে ৯০% হওয়া;

গ) কেন্দ্র মিটিং-এ আলোচনা সাপেক্ষে গ্রুপ গ্যারান্টি ও অভিভাবকের অনুমোদন নিশ্চিত করা;

ঘ) প্রথম বিনিয়োগ গ্রহীতার জন্য কমপক্ষে ৪ সপ্তাহ নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও কেন্দ্র ফান্ড জমা হওয়া;

ঙ) পালনীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ধারণা থাকা।

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ গ্রহীতা যাচাই ও বাছাই

চ) সাপ্তাহিক সভায় উপস্থিতির হার সন্তোষজনক হওয়া।

ছ) ৪ সপ্তাহ যাবৎ নিয়মিত সাপ্তাহিক সঞ্চয় ও কেন্দ্র ফান্ড জমা করেছে কিনা তা দেখা।

জ) ৪ সপ্তাহ পর প্রতি গ্রুপ-এ দুই জনকে বিনিয়োগ বিতরণ এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য সদস্যদের বিনিয়োগ বিতরণ করা।

ঝ) পূর্বে বিনিয়োগ নিয়ে থাকলে তার কিস্তি নিয়মিতভাবে পরিশোধ করেছে কিনা তা দেখা।

ঞ) যে কাজের জন্য বিনিয়োগ দেয়া হবে তা লাভজনক হবে কিনা এবং উক্ত কাজ সম্পর্কে পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে কিনা তা জানা।

ট) কোন সমস্যা না থাকলে সদস্যদেরকে বিনিয়োগ পরিশোধের পরবর্তী এক সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় বিনিয়োগ প্রদান করা।

ঠ) বিনিয়োগ প্রদানের জন্য ব্যাংকের বিনিয়োগ নিরাপত্তা বিধানকল্পে নিম্নোক্ত কাগজপত্র সম্পাদন করতে হবেঃ

i. বিনিয়োগের আবেদনপত্র

ii. ডিপি নোট (স্ট্যাম্পসহ)

iii. ডিপি নোট ডেলিভারী লেটার

iv. শস্য ও স্টক বন্ধকীকরণ দলিল(যেখানে প্রযোজ্য)

বিনিয়োগের অনুমোদনঃ

ক) গ্রুপ গঠনের ৪ সপ্তাহ পর কেন্দ্রের নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকের ছাপানো বিনিয়োগের আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে।

খ) আবেদনপত্রে উল্লেখিত বিনিয়োগের পরিমাণ নিয়ে গ্রুপ সদস্যদের সাথে আলোচনা করে বিনিয়োগের পরিমাণ স্থির করতে হবে। কারণ উল্লেখিত বিনিয়োগের জন্য গ্রুপের সকল সদস্য গ্যারান্টি দিয়ে থাকে।

গ) গ্রুপ লিডার ও কেন্দ্র লিডার কর্তৃক সুপারিশের পর ফিল্ড অফিসার ও প্রকল্প কর্মকর্তার মতামত ও স্বাক্ষরসহ শাখা ব্যবস্থাপকের নিকট জমা দিবেন। বিনিয়োগ কমিটি (শাখা ব্যবস্থাপক, প্রকল্প কর্মকর্তা ও ফিল্ড অফিসার) বসে আলোচনা করে বিনিয়োগ মঞ্জুরী প্রদান করবেন। কোন অবস্থায় গ্রাহক একত্রে দুইটি বিনিয়োগ ভোগ করতে পারবে না।

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) বিনিয়োগ বিতরণের সময় বিনিয়োগ হিসাব খোলা ও বিস্তারিত তথ্য রেজিস্টার -এ বিনিয়োগ হিসাব নম্বর ও অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ হবে।

বিনিয়োগের উপর লাভ ও অন্যান্য চার্জঃ

বিতরণকৃত বিনিয়োগের উপর ব্যাংক নির্ধারিত মুনাফা মোট ক্রয়মূল্যের সাথে যোগ করে বিক্রয়মূল্য নির্ধারণ করা হবে।

লাভ/মুনাফা = ১২. %

নিয়ম মোতাবেক সকল কিস্তি ঠিকমত পরিশোধ করলে ব্যাংক = ২.৫% হারে রিবেট প্রদান করবে।

রিবেট বাদ দিলে নীট মুনাফা = ৯.৫%

বিনিয়োগ বিতরণঃ

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি ফিল্ড অফিসারের এলাকা অবশ্যই ১২ মাসের মধ্যে লাভজনক পর্যায়ে পৌছাতে হবে। একজন ফিল্ড অফিসার ৩০০ জন সদস্যকে বিনিয়োগ প্রদান করতে পারলেই তার এলাকা অবশ্যই লাভজনক পর্যায়ে পৌছাবে (৩০০ সদস্য x ৳১৫,০০০/-(গড় বিনিয়োগ) = ৳ ৪৫,০০,০০০/- । যেহেতু প্রতি ফিল্ড অফিসারের জন্য ৫টি গ্রাম নির্দিষ্ট করা হয়েছে সেহেতু অবশ্যই ভাল সদস্য বাছাই করতে হবে এবং বিনিয়োগ আদায়ের হার ১০০%-এ রাখতে হবে। নিম্নে নুতন কোন কর্ম এলাকা ১২ মাসে লাভজনক পর্যায়ে উত্তরণের প্রক্রিয়া প্রদর্শিত হল ঃ

ক) ১ম মাস ঃ বেইজ লাইন সার্ভে ও সাধারণ সভা সম্পাদন।

খ) ২য় থেকে ৪র্থ মাস ঃ গ্রুপ ও কেন্দ্র তৈরি, সঞ্চয় ও কেন্দ্র তহবিল আদায়

গ) ৫ম থেকে ৭ম মাস ঃ ১০টি কেন্দ্র তৈরির কাজ অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে এবং ৮ সপ্তাহ অতিক্রমকারী সদস্যগণকে বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে।

ঘ) ৭ম থেকে ১০ম মাস ঃ ৪০০ সদস্য নির্বাচন অবশ্যই সম্পাদন করতে হবে।

ঙ) ১১তম থেকে ১২তম মাস ঃ ৩০০ সদস্যকে অবশ্যই বিনিয়োগ প্রদান সম্পন্ন করতে হবে।

চ) বিনিয়োগ মঞ্জুরীর পর বিনিয়োগের পরিমাণ ফিল্ড অফিসার বিনিয়োগ হিসাব খোলা ও বিস্তারিত তথ্য রেজিস্টারে এন্ট্রি দিয়ে হিসাব নাম্বার ফেলবেন এবং বিনিয়োগ সামগ্রী সরবরাহকারীকে বিনিয়োগের টাকা প্রদান করবেন। সাথে সাথে কম্পিউটার ও পাশ বই -এ এন্ট্রি দিবেন ও প্রকল্প কর্মকর্তা দ্বারা স্বাক্ষর করাবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ছ) মাসে এক বা দুই দিন বিনিয়োগ বিতরণ করলে শাখায় অন্যান্য কাজের সমস্যা দেখা যায় এবং ফিল্ড অফিসারের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হয়। সেজন্য প্রতিদিন ফিল্ড অফিসারের নিয়ন্ত্রিত এলাকার ২ থেকে ৪ জনকে বিনিয়োগ প্রদান করবেন। এর ফলে শরীয়াসম্মতভাবে বেচা-কেনা, বিনিয়োগ তদারকি ও অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করা সহজ হবে।

জ) ব্যাংক চলাকালীন সময়ের মধ্যে বিনিয়োগ সামগ্রী বেচা-কেনা সম্পাদন করতে হবে। সদস্যদের যাতে করে ব্যাংকে বেশি সময় বসে থাকতে না হয় সেজন্য সকল কাগজ-পত্র পূর্বেই কেন্দ্রে বসে সম্পন্ন করতে হবে।

ঝ) বিনিয়োগ সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমবার বিনিয়োগ গ্রাহীতাকে ব্যাংকে আসতে হবে। কারণ ব্যাংকে আসলে ব্যাংকের প্রতি আস্থার কারণে বিনিয়োগ খেলাপী হয় না।

ঞ) গ্রাহক রিবেট পাওয়ার যোগ্য হলে বিনিয়োগ সমন্বয়ের পর প্রফিট রিসিভেবল হিসাব থেকে রিবেটের সমপরিমাণ টাকা ডেবিট করে গ্রাহকের আরডিএস সঞ্চয় হিসাবে ক্রেডিট করতে হবে। আর গ্রাহক যদি রিবেট পাওয়ার যোগ্য না হয় সেক্ষেত্রে প্রফিট রিসিভেবল-এর টাকা আয় হিসাবে স্থানান্তরিত হবে।

ট) বিনিয়োগের উপর চার্জকৃত আরডিএস ওয়েলফেয়ার ফান্ড মাস শেষে প্রধান কার্যালয়ের আর্থিক প্রশাসন বিভাগে আইবিসিএ-র মাধ্যমে প্রেরণ করতে হবে।

ঠ) বিনিয়োগ প্রদানের পর প্রতিমাসে কমপক্ষে একবার স্বশরীরে গিয়ে পর্যায়ক্রমে সকল গ্রহীতার বিনিয়োগ সামগ্রী দেখতে হবে। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ ব্যবহারের চলমান সত্যয়ন-পত্র ফরম ব্যবহার করতে হবে। প্রতিদিন কেন্দ্র মিটিং শেষে প্রতিকেন্দ্রের একটা গ্রুপের সকল সদস্যের বাড়িতে গিয়ে বিনিয়োগ সামগ্রী পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং বাড়ির পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা দেখে পরামর্শ দিতে হবে। প্রকল্প কর্মকর্তা কেন্দ্র পরিদর্শনে গিয়ে সন্দেহযুক্ত সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শন করে বিনিয়োগ সামগ্রী দেখবেন এবং ফরমে মন্তব্য লিখবেন।

দফাভিত্তিক বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমাঃ

ক. ১ম দফায় সর্বোচ্চ =১৫,০০০/- টাকা বিনিয়োগ দেওয়া যাবে।

খ. পরবর্তী দফায় রিবেট পাওয়া সদস্যদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ৮,০০০/- টাকা করে বৃদ্ধি করা যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

গ. কোন সদস্যের বিনিয়োগ গ্রহণের পর হতে ২ বছর পূর্ণ হলে টিউবওয়েল স্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ=২,৫০০/- টাকা এবং সেনেটারী ল্যাট্রিন স্থাপনের জন্য সর্বোচ্চ =১,০০০/- টাকা কর্জে হাসানা নিতে পারবেন। সাপ্তাহিক কিস্তিতে কর্জের টাকা পরিশোধ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে সেই সকল সদস্য কর্য হাসানা নিতে পারবেন যাদের বিনিয়োগের কিস্তি কখনও মেয়াদোত্তীর্ণ হয়নি এবং কেন্দ্রের সকল নিয়ম-কানুন মেনে চলেছে।

ঘ. কোন সদস্যের বিনিয়োগ গ্রহণ হতে ৩ বছর পূর্ণ হলে বাড়ি তৈরির জন্য বিনিয়োগ নিতে পারবেন। বিনিয়োগের সর্বোচ্চ মেয়াদ হবে ৫ বছর। এ ক্ষেত্রেও সেই সব সদস্য বিনিয়োগ সুবিধা পাবেন যাদের বিনিয়োগ কিস্তি কখনও মেয়াদোত্তীর্ণ হয়নি এবং কেন্দ্রের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করেছে।

বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ও সময়কাল:

ক্রমিক নং	খাতসমূহ	সর্বোচ্চ সীমা	সময়কাল/মেয়াদ	মন্তব্য
১	শস্য ও অন্যান্য ফসল উৎপাদন/চাষাবাদ	২৫,০০০/-	সর্বোচ্চ ১ বছর	২১ ধরনের ফসল উৎপাদনের জন্য (হক-ক)
২	নার্সারী এবং ফুল ও ফলের বাণিজ্যিক উৎপাদন	৫০,০০০/-	সর্বোচ্চ ৩ বছর	প্রয়োজন অনুসারে সময় নির্ধারণ করতে হবে।
৩	কৃষি যন্ত্রপাতি	৫০,০০০/	সর্বোচ্চ ১ বছর	প্রয়োজন অনুসারে সময় নির্ধারণ করতে হবে।
৪	গবাদিপশু পালন	৫০,০০০/	সর্বোচ্চ ৩ বছর	গ্রাহকের ইক্যুইটি সর্বনিম্ন ১০%।
৫	হাস-মুরগী পালন	৩৫,০০০/-	সর্বোচ্চ ১ বছর	গ্রাহকের ইক্যুইটি সর্বনিম্ন ১০%।
৬	মৎস্য চাষ	৫০,০০০/-	সর্বোচ্চ ১ বছর	মৎস উৎপাদনের সাথে সংগতি রেখে সময় নির্ধারণ করতে হবে।
৭	গ্রামীণ পরিবহণ	২০,০০০/-	সর্বোচ্চ ৩ বছর	সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
৮	গৃহনির্মাণ সামগ্রী	৫০,০০০/-	সর্বোচ্চ ৩ বছর	৩য় দফায় সফল পুরাতন গ্রাহক পাবে।
৯	অকৃষি খাত	৫০,০০০/-	সর্বোচ্চ ১ বছর	৩৪৩ ধরণের ব্যবসার জন্য সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

উল্লেখিত বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট খাতে বিনিয়োগের ব্যাপারে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ হলে অপব্যবহার হতে পারে। এছাড়া সময়ের ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উৎপাদনের সময়/আয়ের উপর ভিত্তি করে সময়কাল নির্ধারণ করতে হবে। সাধারণভাবে সকল বিনিয়োগ সাপ্তাহিক সমকিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে।

সঞ্চয়ের বিপরীতে বিনিয়োগ সীমা বর্ধিতকরণঃ

সঞ্চয়ের বিপরীতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আরডিএস-এর নিয়মিত বিনিয়োগের পাশাপাশি উক্ত পরিমানের অতিরিক্ত সঞ্চয় ও আরডিএস-এর নিয়মিত বিনিয়োগের মোট পরিমান বিদ্যমান ৫০,০০০/- টাকা হতে **১,০০,০০০/- (এক লক্ষ)** টাকায় বাড়ানো হয়েছে। তবে এসব ক্ষেত্রে অবশ্যই গ্রাহকের চাহিদা, বিনিয়োগ ব্যবহারের যোগ্যতা ও পরিশোধের সামর্থ বিবেচনায় রাখতে হবে।

বিনিয়োগ আদায় পদ্ধতিঃ

ক. বিনিয়োগ ও অন্যান্য চার্জ যোগ করে ৪৫ দ্বারা ভাগ করলে কিস্তির পরিমাণ বের হবে এবং এভাবে সাপ্তাহিক সমান ৪৫টি কিস্তিতে মোট আদায়যোগ্য টাকা আদায় করতে হবে। সাধারণভাবে সকল বিনিয়োগ সাপ্তাহিক সমকিস্তিতে পরিশোধযোগ্য হবে। ৪৫ কিস্তির কোন কিস্তি অনিয়মিত দিলে রিবেট পাবে না। কোন সদস্য ৫টি কিস্তি খেলাপী করলে পরবর্তীতে সে কোন বিনিয়োগ পাবে না এবং তার সদস্যপদ বাতিল করতে হবে।

খ. সাপ্তাহিক কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য বিনিয়োগ , বিনিয়োগ বিতরণের অন্ততঃ ২১ দিন পর ১ম কিস্তি আদায় করতে হবে (অর্থাৎ যে সপ্তাহে বিনিয়োগ দেওয়া হবে তার ২ সপ্তাহ পরে কিস্তি আদায় করা হবে)। এতে বিনিয়োগ গ্রহীতা বিনিয়োগ থেকে আয় করে কিস্তি প্রদানের সুযোগ পাবে। অন্যান্য বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিনিয়োগ তফসিল অনুযায়ী পরিশোধ করতে হবে।

গ. ১জন বিনিয়োগ গ্রহীতার বিনিয়োগ গ্রহণের এক বছরের মধ্যে ৭টি সপ্তাহে কিস্তি দিতে হবে না। নিম্নে গ্রেস পিরিয়ডসহ বছরের ৫২ সপ্তাহের হিসাব দেয়া হলো:

কিস্তি আদায়

সাপ্তাহিক কিস্তির সংখ্যা: ৪৫ সপ্তাহ।

ঘ. জাতীয় ছুটির দিনে কিস্তি, সঞ্চয়, ও কেন্দ্র ফান্ড আদায় বন্ধ থাকবে। ছুটির দিনের পাওনা ছুটির পূর্ব সপ্তাহে অথবা পরবর্তী সপ্তাহে সদস্যগণের নিকট হতে অবশ্যই একত্রে আদায় করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৬. কোন মৌসুমী ব্যবসা বা প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে কোন সদস্য ৩৫ কিস্তি অতিক্রম করার পর ইচ্ছা করলে বাকী কিস্তি একত্রে প্রদান করে পুনরায় বিনিয়োগ গ্রহণ করতে পারবেন। সাধারণত ৩৫ সপ্তাহের পূর্বে একসাথে সমস্ত টাকা নেয়া যাবে না।

বিনিয়োগ ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহঃ

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড স্বীকৃত বাংলাদেশ ব্যাংক এবং শারী'আহ্ অনুমোদিত ব্যবসা ও উৎপাদন খাতসমূহে বায়' মু'আজ্জালসহ অন্যান্য পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করা যাবে।

সদস্যদের জন্য আরডিএসের দেয় সুযোগ-সুবিধাসমূহঃ

ক্রমিক নং	বিষয়	নিয়ম-নীতি
১	১ম দফায় বিনিয়োগের পরিমাণ	সর্বোচ্চ ১৫,০০০/- টাকা
২	লাভ ও অন্যান্য চার্জের পরিমাণ	১২.০ % (এছাড়া নিয়মিত কিস্তি পরিশোধ করলে লাভের উপর ২.৫% হারে রিবেট দেওয়া হবে)।
৩	প্রতি গ্রুপে সদস্য সংখ্যা	৫ জন।
৪	প্রতি কেন্দ্রে সদস্য সংখ্যা	৮টি গ্রুপ/ ৪০ জন
৫	সদস্যদের বয়স	১৮ থেকে ৫০বছর
৬	সদস্য বা পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তি মারা গেলে অথবা বিনিয়োগ সামগ্রী সম্পূর্ণ নষ্ট হলে	আরডিএস ওয়েলফেয়ার ফান্ড থেকে মাফ করা যাবে।
৭	বিনিয়োগ বিতরণের পর ১ম কিস্তি আদায়	সর্বোচ্চ ২১ দিন পর।
৮	নলকূপ প্রদান (কর্জে হাসানা)	২ বছর পর ২,৫০০/- টাকা
৯	সেনেটারী ল্যাট্রিন প্রদান(কর্জে হাসানা)	২ বছর পর ১,০০০/- টাকা
১০	ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের উপর লাভের হার	ব্যাংকের মুদারাবা সঞ্চয়ী হিসাবের উপর প্রদত্ত হারে।
১১	ব্যক্তিগত সঞ্চয়ের হার	সর্বনিম্ন ২০/- টাকা, উর্ধ্বে সামর্থ অনুযায়ী করতে পারবে।
১২	অগ্রিম কিস্তি	৩৫ কিস্তির পর বিশেষ প্রয়োজনে বাকী ১০ কিস্তি একত্রে জমা নিয়ে পুণরায় বিনিয়োগ দেয়া যাবে।
১৩	ঘর তৈরির জন্য বিনিয়োগ	সদস্যের বিনিয়োগ প্রাপ্তি হতে ৩ বছর পূর্ণ হলে সর্বোচ্চ ৮৫০,০০০/- ৫ বছরের জন্য
১৫	কেন্দ্র ফান্ড	সাপ্তাহিক ৫/- টাকা হারে সদস্যগণ জমা করবেন নিজেদের বিপদ আপদের জন্য।
১৬	কেন্দ্র ফান্ড হতে উত্তোলন	কোন সদস্যের বিপদ-আপদের সময় কেন্দ্রে অনুমতি সাপেক্ষে উঠানো যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম (এমইআইএস)

কল্যাণমুখী ব্যাংকিং ধারার প্রবর্তক হিসাবে ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশের অর্থনীতিতে সমতা ও সামাজিক সুবিচার কায়েমের লক্ষ্যে গৃহীত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে পল্লী এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র দূরীকরণের জন্য সামগ্রীকভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। তবে আমরা মনে করি শুধুমাত্র পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষুদ্র বিনিয়োগের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলের সামগ্রিক দারিদ্র বিমোচন সম্ভব নয়।

উল্লেখিত প্রেক্ষাপটে, পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বিনিয়োগ সীমা সফলভাবে উত্তীর্ণকারী সদস্যদের প্রকল্প কার্যক্রমে যুক্ত রাখা ও তাদের ক্রমবর্ধমান বিনিয়োগ চাহিদা পূরণ, এবং প্রকল্প বহির্ভূত ক্ষুদ্র বিনিয়োগ গ্রাহক/গ্রহীতা যারা পল্লীর উন্নয়নে যথাযথ ভূমিকা রেখে চলেছে তাদের চাহিদা পূরণ এবং প্রকল্পের বিনিয়োগ কার্যক্রমকে আরও সময়োপযোগী ও গতিশীল করার উদ্দেশ্যে ২০০৫ সালে **মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ইনভেস্টমেন্ট স্কিম** (MEIS) চালু করা হয়েছে।

সংজ্ঞা:

মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ বলতে ঐসব ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বুঝায় যেখানে মালিক ও তার পরিবারের সদস্যসংখ্যাসহ কাজে নিয়োজিত জনশক্তির সংখ্যা সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন। শস্য উৎপাদন সাধারণত মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ হিসাবে চিহ্নিত না হলেও বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত কৃষি খাতের কতিপয় উপখাত যেমন: গবাদিপশু, ডেইরি, পোল্ট্রি ফার্ম ইত্যাদি মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ হিসাবে বিবেচিত হয়।

বৈশিষ্ট্য:

ক) ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান/প্রকল্প;

খ) প্রকল্পসমূহ সাধারণত কম মূলধন নির্ভর;

গ) কেনা-বেচা, সেবা, উৎপাদন ও প্রক্রিয়করণ খাতের ক্ষুদ্র প্রকল্পসমূহ এর আওতাভূক্ত;

ঘ) মালিক ও তার পরিবারের সদস্যসহ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জন লোক এ ধরণের প্রকল্পে কর্মরত থাকেন;

ঙ) মালিক প্রকল্পে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকেন অর্থাৎ এটাই তার মূল পেশা হয়ে থাকে;

চ) এই জাতীয় প্রকল্পসমূহ সহজ প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে থাকে;

Dhaka University Institutional Repository

ছ) উদ্যোক্তাগণ সাধারণতঃ দক্ষ, আধা-দক্ষ হয়ে থাকেন অর্থাৎ একেবারে অদক্ষ উদ্যোক্তাদের জন্যে মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ উপযোগী নয়;

জ) উদ্যোক্তাগণের সাধারণতঃ বিকল্প আয়ের উৎস থাকে।

বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

ক) আরডিএস এর কর্ম এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া;

খ) বয়স সীমা সাধারণত ১৮-৫০ বছর;

গ) ব্যবসার হিসাব-নিকাশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ন্যূনতম শিক্ষা বর্তমান থাকা;

ঘ) উদ্যোক্তা মানসিকতা, সম্ভাবনাময়তা, সততা ইত্যাদি বিদ্যমান থাকা;

ঙ) প্রকল্পটি উদ্যোক্তার মূল কর্মক্ষেত্র হওয়া;

চ) উদ্যোক্তার প্রকল্পটিতে সার্বক্ষণিক নিয়োজিত থাকা;

ছ) শিক্ষিত বেকার যুবক ও যুব মহিলা যাদের উদ্যোক্তা মানসিকতা বিদ্যমান এবং প্রকল্প বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান ও দক্ষতা আছে;

জ) চালু ক্ষুদ্র প্রকল্পের উদ্যোক্তা যিনি প্রকল্পের আধুনিকায়ণ, সম্প্রসারণ ইত্যাদি করতে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন;

ঝ) দক্ষ ও আধাদক্ষ জনশক্তি যারা হাতে-কলমে কাজের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালনা বিষয়ে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছেন;

ঞ) সামাজিকভাবে ও আর্থিক লেনদেনে যিনি স্থানীয়ভাবে সুনামের অধিকারী;

ট) যিনি অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ গ্রহীতা নন;

ঠ) যিনি আরডিএস বা অন্য কোন বিনিয়োগের গ্যারান্টর নন;

ড) যিনি প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের কমপক্ষে ২০% নিজ উৎস হতে বিনিয়োগ করার ক্ষমতা রাখেন;

ঢ) CIB রিপোর্টিং সম্পন্ন হওয়া।

বিনিয়োগের খাতসমূহ:

ক) সকল ধরনের বৈধ কেনা-বেচা (Trading), সেবা, উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণ কার্যক্রম

খ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প

গ) মৎস চাষ, মৎস্য-নার্সারী ও হ্যাচারী

Dhaka University Institutional Repository

ঘ) হাঁস-মুরগীর খামার

ঙ) গবাদীপশু পালন

চ) কৃষি নির্ভর ও কৃষি সহায়ক কার্যক্রম

ছ) যানবাহন (Transport)

জ) প্ল্যান্ট নার্সারী (চারাগাছের নার্সারী)

ঝ) লাইট- ইঞ্জিনিয়ারিং, ওয়ার্কশপ ইত্যাদি

ঞ) ফার্নিচার তৈরি

ট) কম্পিউটার ও আইটি খাত

ঠ) অন্যান্য বৈধ লাভজনক খাত

বিনিয়োগের উদ্দেশ্য:

ক) ক্যাপিটাল মেশিনারী ক্রয়/সংগ্রহ করা ;

খ) কাঁচামাল ক্রয় করা ;

গ) চলতি মূলধনের চাহিদা নির্বাহ করা ;

সকল প্রকার বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে শাখার সংশিষ্ট কর্মকর্তা প্রকল্পের পণ্য/সেবার বাজার চাহিদা; প্রকৃত বিনিয়োগ চাহিদার পরিমাণ; মেশিনারীর গুনগতমান, উৎস, মূল্য ইত্যাদি ভালভাবে যাচাই করে নিবেন ।

বিনিয়োগ সীমা:

বিনিয়োগের প্রকৃত চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্পের আওতায় ব্যাংকের বিনিয়োগ ৫০,০০০/- (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হতে ৩,০০,০০০/- (তিন লক্ষ) টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ।

বিনিয়োগের মেয়াদ:

ক) ক্যাপিট্যাল বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদ অবকাশ কাল (Gestation period) ব্যতীত সর্বোচ্চ ০৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত হতে পারবে;

খ) কাঁচামাল ও চলতি মূলধন বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মেয়াদ ৩ মাস হতে ১ বৎসর পর্যন্ত হতে পারবে ।

Dhaka University Institutional Repository

Deal সুবিধাঃ

MEIS বিনিয়োগ গ্রাহকগণ তাদের জন্য অনুমোদিত নির্ধারিত Investmet limit এর আওতায় একাধিকবার বিনিয়োগ নিতে পারবেন। যেমন, একজন MEIS গ্রাহককে ৩.০০(তিন) লক্ষ টাকা Investmet limit দেয়া আছে, এক্ষেত্রে গ্রাহক ইচ্ছা করলে এই ৩.০০(তিন) লক্ষ টাকা একসাথে কিংবা একাধিকবারে নিতে পারবে। ব্যাংকের কমার্শিয়াল (Commercial) বিনিয়োগের ন্যায় প্রতিটি Deal এর বিনিয়োগ হিসাব আলাদা আলাদা হবে। আর Rate of Return (RR) এবং Welfare Fund প্রধান কার্যালয়ের নির্ধারিত হারেই প্রযোজ্য হবে। কোন Deal-এ বিনিয়োগ নেওয়ার পর গ্রাহক যদি বেশিরভাগ টাকা পরিশোধ করে দেন তবুও Deal টি সম্পূর্ণ Adjust/Close না করা পর্যন্ত তিনি কোন নতুন Deal নিতে পারবেন না। এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয়ের ICTD কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

বিনিয়োগের বিপরীতে জামানতঃ

ব্যাংকের বিনিয়োগকে নিরাপদ রাখার জন্য গ্রাহকের নিকট হতে নিম্নোক্ত জামানতসমূহ নিতে হবেঃ

ক) গ্রাহকের ব্যক্তিগত গ্যারান্টি;

খ) গ্রাহকের অভিভাবক বা উত্তরসূরীর (স্বামী/স্ত্রী/পিতা/সন্তান) গ্যারান্টি;

গ) ব্যাংকের নিকট গ্রহণযোগ্য তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টি (মর্টগেজ ব্যতীত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে);

ঘ) প্রচলিত চার্জ ডকুমেন্ট;

ঙ) সম্পূর্ণ পাওনার সমপরিমানের অগ্রীম চেক;

চ) প্রকল্পের স্থানান্তর যোগ্য সকল সম্পদ তথা ক্যাপিট্যাল মেশিনারী, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র, স্টক ইত্যাদির উপর হাইপথিকেশন;

ছ) স্থাবর সম্পতি বা টিডিআর, এমএসএস, এমএস বন্ড ইত্যাদির মর্টগেজ বা লিয়েন (জমি, বিল্ডিং এর মূল্য বায়' মু'আজ্জাল মোড অনুযায়ী ফোর্স বিক্রয় মূল্যের দ্বিগুণ হতে হবে)।

তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টরঃ তৃতীয় পক্ষ গ্যারান্টরের যোগ্যতা নিম্নরূপ হতে হবেঃ

ক) স্থানীয় বাসিন্দা অগ্রগণ্য;

Dhaka University Institutional Repository

খ) বয়স সীমা হবে ৩০ বৎসর হতে ৬৫ বৎসর;

গ) যার সাথে সহজে সাক্ষাৎ করা যায় এবং কথা বলা যায়;

ঘ) উদ্যোক্তা/গ্রাহক বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তা পরিশোধের ব্যাপারে গ্যারান্টরের যথেষ্ট আয়ের উৎস/সম্পদ থাকা;

ঙ) সমাজে সৎ ও ভাল মানুষ হিসেবে সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে কোনরূপ সম্পৃক্ততা না থাকা।

ব্যাংকের পাওনা পরিশোধ পদ্ধতি:

প্রকল্পের নগদ প্রবাহ (cash flow) উপর ভিত্তি করেই কিস্তির ধরন নির্ধারণ করতে হবে। এক্ষেত্রে শাখার সংশিষ্ট কর্মকর্তাগণ উদ্যোক্তার প্রকল্পের নগদ সরবরাহের ধরন বিশ্লেষণ করে এবং তার সাথে আলোচনা করে সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক ভিত্তিতে কিস্তি নির্ধারণ করবেন। গ্রাহক তার বিনিয়োগ কিস্তি নিজ দায়িত্বে শাখায় জমা দিবেন।

ব্যাংকের পাওনা নিয়মিত ভিত্তিতে আদায় নিশ্চিত করার স্বার্থে সকল ধরনের ট্রেডিং'এর ক্ষেত্রে শাখা মাসিক কিস্তি'কে অগ্রাধিকার দিবে। কোন বিশেষ উৎসব/মৌসুমকে সামনে রেখে উক্ত মৌসুমের সাথে সম্পর্কিত কোন বিশেষ খাতে স্বল্প মেয়াদে অর্থাৎ ৩/৪ মাসের জন্যে কোন গ্রাহককে বিনিয়োগ প্রদান করা হলে তা মেয়াদ শেষে বা মৌসুম শেষে অথবা উৎসবকে কেন্দ্র করে আবর্তিত ব্যাবসাটির ভরা মৌসুমে (Peak period) মুনাফাসহ এককালীন পরিশোধের সুযোগ দেয়া যেতে পারে।

কর্মএলাকা:

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের কর্ম এলাকা এই প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসেবে বিবেচিত হবে।

তদারকি ব্যবস্থাপনা:

ক) সরেজমিনে তদারকি: এই স্কীমের আওতাভূক্ত সকল বিনিয়োগ আরডিএস'এর ফিল্ড অফিসার ও প্রজেক্ট অফিসারের সার্বক্ষণিক তদারকিতে থাকবে। তারা নিয়মিত (মাসে কমপক্ষে একবার) সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে বিনিয়োগের যথাযথ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করবেন এবং যথারীতি কিস্তি আদায় নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক ফিল্ড অফিসার আরডিএস' নিয়মিত সদস্যের অতিরিক্ত হিসেবে অত্র প্রকল্পের আওতায় বিনিয়োগ প্রদান ও তদারকি করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফিল্ড অফিসার ও প্রজেক্ট অফিসারের অতিরিক্ত হিসেবে শাখা, জোন ও প্রধান কার্যালয়ের পক্ষ হতেও নিয়মিত বিরতিতে এবং নমুনা ভিত্তিতে সরেজমিনে তদারকি কার্যক্রম চালু থাকবে।

খ) মাসিক সভা: এই প্রকল্পের কার্যক্রম "দলকেন্দ্রীক" ধারণা (group approach) এর পরিবর্তে ব্যক্তিকেন্দ্রীক ধারণা (individual approach) এ পরিচালিত হবে। তাই এখানে সাপ্তাহিক কেন্দ্র সভার কোন ব্যবস্থা থাকবে না। তবে ফিল্ড অফিসারগণ উদ্যোক্তা/গ্রাহকদেরকে নিয়ে প্রতি মাসে একবার সভায় মিলিত হবেন। উক্ত সভায় সামাজিক, নৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন সাম্প্রতিক ইস্যু নিয়ে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা করতে হবে। এই সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্যোক্তাগণের মধ্যে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ বৃদ্ধি করার পাশাপাশি সংশিষ্ট সকলের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠা করাও সম্ভব হবে।

৪. বায়' মুরাবাহা:

৫. ভাড়ায় ক্রয় (হায়ার পারচেজ আন্ডার শিরকাতুল মিল্ক):

এই পদ্ধতিতে গ্রাহক ব্যাংকের নিকট থেকে ভাড়াযোগ্য সম্পদ ক্রয়ের চুক্তিতে ভাড়া নিতে পারবে। ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে প্রয়োজনীয় নগদ সিকিউরিটি অথবা ডাউন পেমেন্ট গ্রহণ করে গ্রাহকের চাহিদা মোতাবেক সম্পদ ক্রয় করে নির্ধারিত মাসিক/বার্ষিক ভাড়া এবং ভবিষ্যতের কোন নির্ধারিত সময়ে একসাথে বা কিস্তিতে ব্যাংকের ক্রয়মূল্য পরিশোধ করার শর্তে গ্রাহকের নিকট ভাড়া দেবে। ভাড়াসহ সম্পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করার পর গ্রাহক সম্পদের মালিক হবে। সম্পূর্ণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত সম্পদের মালিকানা ব্যাংকের হাতে থাকবে।

৬. বায়' সালাম:

এই পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের নিকট থেকে ভবিষ্যতে উৎপাদিত হবে এমন পণ্য সামগ্রী(যেমন- বিভিন্ন ফসলাদি, কাপড়, বাঁশ ও বেত সামগ্রী ইত্যাদি) নির্ধারিত দামে অগ্রিম ক্রয় করার শর্তে অর্থ যোগান দেবে এবং পরবর্তী সময়ে উৎপাদন বা প্রস্তুত করার পর গ্রাহক উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী ব্যাংকের কাছে সরবরাহ করবে। এক্ষেত্রে ব্যাংক জামানত নিতে পারবে।[১৬৪]

---

১৬৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদঃ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্ব ও কর্তব্য

পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব মূলত পালন করে থাকেন ব্যাংকের শাখা সমূহের এক জন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তাকে সহোযোগিতা করেন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফিল্ড অফিসার। নিচে প্রকল্প কর্মকর্তা এবং ফিল্ড অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

প্রকল্প কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১. **গ্রাম অনুমোদনঃ** প্রকল্প কর্মকর্তা ফিল্ড অফিসার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত গ্রাম সংক্রান্ত নানাবিধ তথ্য বিবরণীটি এবং গ্রামের নির্ধারিত মানচিত্র অনুযায়ী গ্রামটি পর্যবেক্ষণ করে প্রধান কার্যালয়ের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

২. **বেইজ লাইন সার্ভে যাচাইঃ** ফিল্ড অফিসার কর্তৃক সংগৃহীত বেইজ-লাইন সার্ভে রিপোর্টগুলোর সত্যতা যাচাই বাচাই করার জন্য প্রকল্প কর্মকর্তা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবেন।

৩. **গ্রুপ/কেন্দ্র গঠন এবং সদস্যদের বাড়ি পরিদর্শনঃ** গ্রুপ/কেন্দ্র গঠনের সময় প্রকল্প কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য হতে কয়েক জনের বাড়ি এবং সদস্য নির্বাচন সঠিক ও প্রভাবমুক্ত হয়েছে কিনা বা কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব, স্বজনপ্রীতি সংগঠিত হয়েছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবেন। কোন ত্রুটি ধরা পড়লে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৪. **বিশেষ ক্ষেত্রে কেন্দ্র মিটিং পরিচালনাঃ** বিশেষ কোন কারণে ফিল্ড অফিসার অনুপস্থিত থাকলে প্রকল্প কর্মকর্তা কেন্দ্র মিটিং পরিচালনা করবেন।

৫. **গ্রুপ ও কেন্দ্র লিডার নির্বাচনঃ** গ্রুপ লিডার, ডেপুটি গ্রুপ লিডার, কেন্দ্র লিডার ও ডেপুটি কেন্দ্র লিডার নির্বাচনের সময় প্রকল্প কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচন হচ্ছে কিনা সেটা পর্যবেক্ষণ করবেন।

৬. **সঞ্চয় হিসাব ও পাশ বই তদারকিঃ** সদস্য হওয়ার আবেদনপত্র পূরণ, ব্যক্তিগত সঞ্চয় ও কেন্দ্র ফান্ড হিসাব ঠিকমত খোলা হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করবেন। প্রতি মাসে উক্ত হিসাবসমূহের ব্যালেন্স সম্বন্ধে নিশ্চিত হবেন।

Dhaka University Institutional Repository

৭. **কিস্তি, সঞ্চয় ও কেন্দ্র তহবিল জমা পর্যবেক্ষণঃ** বিনিয়োগের কিস্তি, সঞ্চয় ও কেন্দ্র ফান্ডের জমা কালেকশান শীট অনুযায়ী প্রতিদিন সঠিকভাবে ক্যাশ, পাশ বই ও কম্পিউটরে জমা বা এন্ট্রি হচ্ছে কিনা তা প্রকল্প কর্মকর্তা নিশ্চিত করবেন এবং জমা স্লিপের কাউন্টার ফয়েল ও কালেকশান শীটে স্বাক্ষর করবেন। তাছাড়া প্রকল্প কর্মকর্তা প্রতি মাসে প্রত্যেক সদস্যের পাশ বই পরীক্ষা করে স্বাক্ষর করবেন।

৮. **বিনিয়োগ প্রস্তাব যাচাইকরণঃ** বিনিয়োগ প্রস্তাবনা সঠিকভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন এবং বিনিয়োগ গ্রহীতার সাক্ষাতকার নিবেন। বিনিয়োগ গ্রহীতার যোগ্যতা, বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে ফিল্ড অফিসার কোন প্রভাবশালী দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন কিনা বা স্বজনপ্রীতি করছেন কিনা এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে কিনা তা যাচাই করবেন।

৯. **চার্জ ডকুমেন্ট ও ভাউচার তৈরিকরণে সহযোগীতাঃ** চার্জ ডকুমেন্ট ও ভাউচার তৈরিতে ফিল্ড অফিসারকে সহযোগিতা করবেন। ডকুমেন্ট ও ভাউচারে নিজে স্বাক্ষর দিবেন এবং উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের স্বাক্ষর সংগ্রহের ব্যবস্থা করবেন।

১০. **বিনিয়োগ বিতরণঃ** প্রকল্প কর্মকর্তা প্রত্যেক এরিয়াতে দৈনিক ২/৪ জন গ্রহীতাকে বিনিয়োগ প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। কারণ বেশি গ্রাহক/গ্রহীতাকে বিনিয়োগ প্রদান করা একজন ফিল্ড অফিসারের পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। বিনিয়োগের মালামাল ক্রয় ও শারী'আহ্ পরিপালন যথাযথভাবে হচ্ছে কিনা তা তিনি নিশ্চিত করবেন।

১১. **বিশৃংখলার ক্ষেত্রে দ্রুত হস্তক্ষেপঃ** কেন্দ্রে কোন বিশৃঙ্খলার খবর পেলে অথবা কিস্তি আদায়ে সমস্যা দেখা দিলে সঙ্গে সঙ্গে সরেজমিনে গিয়ে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং কেন্দ্রের অন্যান্য সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে তাৎক্ষনিক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

১২. **বিনিয়োগের যথাযথ ব্যবহারঃ** বিনিয়োগ সঠিক খাতে অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা তা দেখা প্রকল্প কর্মকর্তার অন্যতম দায়িত্ব। কারণ সঠিক খাতে বিনিয়োগ ব্যবহৃত না হলে বিনিয়োগ খেলাপী হতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. **বিধিবহির্ভূত আর্থিক লেনদেন সনাক্তকরণঃ** ফিল্ড অফিসার গ্রুপ সদস্যদের সাথে বিধিবহির্ভূত আচরণ ও সম্পর্ক স্থাপন করছেন কিনা তা দেখবেন অথবা সদস্যদের সাথে যোগসাজসে ব্যবসা করেন কিনা সেটাও দেখবেন। তাছাড়া ফিল্ড অফিসারগণ চাকুরীর পাশাপাশি অন্য কোন পেশায় নিয়োজিত আছে কিনা তাও প্রকল্প কর্মকর্তা যাচাই করবেন। এমন কিছু দেখলেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শাখা ব্যবস্থাপক ও প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করবেন।

১৪. **নিবিড় তদারকি ও সারপ্রাইজ ভিজিটঃ** প্রকল্প কর্মকর্তার প্রধান কাজ হল প্রকল্প তদারকি করা। তিনি প্রতি মাসে অবশ্যই পর্যায়ক্রমে সকল কেন্দ্র পরিদর্শন করবেন এবং মাঝে মাঝে কেন্দ্রসমূহে সারপ্রাইজ ভিজিটে যাবেন। সারপ্রাইজ ভিজিটকালে তিনি কেন্দ্র ম্যানুয়েল অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করবেন। কেন্দ্র রেজুলেশন রেজিস্ট্রার ও পাশ বই যাচাই করে দেখবেন এবং তাতে স্বাক্ষর প্রদান করবেন। মাস শেষে মোট কেন্দ্রসমূহের কতভাগ পরিদর্শন করা হয়েছে তা উল্লেখপূর্বক কেন্দ্র পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রধান কার্যালয় ও জোন অফিসে প্রেরণ করতে হবে।

১৫. **চলমান সত্যায়নপত্র পর্যবেক্ষণঃ** প্রকল্প কর্মকর্তা কেন্দ্র ভিজিটকালে বিনিয়োগসামগ্রীর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবেন এবং ফিল্ড অফিসার কর্তৃক সংগৃহীত চলমান সত্যয়নপত্রের তথ্য সঠিক কিনা তা যাচাই সাপেক্ষে সত্যয়নপত্রে স্বাক্ষর করবেন।

১৬. **শারী'আহ্ পরিপালনঃ** বিনিয়োগের ক্ষেত্রে 'শারী'আহ্' পরিপালন যথাযথভাবে হচ্ছে কি না সে ব্যাপারে ফিল্ড অফিসারদের সতর্কীকরণ ও তাঁদের উপর নজরদারী অব্যাহত রাখবে যাতে কোন ধরনের গোঁজামিল, উদাসীনতা, মাল ক্রয় না করা, কাল্পনিক ভাউচার তৈরি করা, দায় নিষ্পত্তির জন্য নতুন বিনিয়োগ প্রদান ইত্যাদি সংগঠিত না হয়।

১৭. **সুষ্ঠু ও পরিচ্ছন্ন হাউজ কিপিংঃ** প্রস্তুতকৃত বেইজ লাইন সার্ভে ফরম, সদস্যের সঞ্চয় হিসাব ফর্ম, এস.এস. কার্ড, সদস্য ফর্ম, আবেদনপত্র, বিনিয়োগের চার্জ ডকুমেন্ট (এমইআইএস-সহ), ডেইলি কালেকশন শীট, চলমান সত্যয়নপত্র এরিয়া ও কেন্দ্র অনুযায়ী সুবিন্যস্ত অবস্থায় রাখতে হবে যাতে প্রয়োজনে সহজে পাওয়া যায়। ফিল্ড

Dhaka University Institutional Repository

অফিসারদের প্রত্যেককে এ ব্যাপারে সচেতন ও সতর্ক করা এবং সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কর্ম এলাকা পরিচ্ছন্ন, সুশৃঙ্খল রাখার ব্যাপারে তাগিদ প্রদান করতে হবে।

১৮. **কম্পিউটার সংক্রান্ত দায়িত্বঃ** ফিল্ড অফিসারগণ যাতে পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকেই কম্পিউটার পোস্টিং-এ দক্ষতা অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে প্রকল্প কর্মকর্তা লক্ষ্য রাখবেন। দিন শেষে কম্পিউটার পোস্টিং-এর সামারি শীট প্রিন্ট করে ভাউচার ও জেনারেল লেজারের (GL) সাথে মিলানোর পর প্রকল্প কর্মকর্তা স্বাক্ষর করবে এবং পেন-ড্রাইভে ডেইলি ব্যাক-আপ সংরক্ষণ করবে। অতঃপর প্রকল্প কর্মকর্তা নিজে ডে-এন্ড করতঃ কম্পিউটার বন্ধ করে শাখা ত্যাগ করবেন।

১৯. **আত্ম উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডঃ** ফিল্ড অফিসারদের মান বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত বিষয় ভিত্তিক যেমন, কুরআন, হাদীস, আদর্শ জীবন, ম্যানুয়েল, পেশাগত কর্মকান্ড তথা সদস্য নির্বাচন ও বৃদ্ধি, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, খেলাপি আদায়, আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ, ডকুমেন্টেশন সংক্রান্ত স্বচ্ছ ধারণা, সুষ্ঠুভাবে কেন্দ্র মিটিং পরিচালনা, টার্গেট অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে পাক্ষিকভাবে পরিকল্পনা মোতাবেক আলোচনা করা ও আলোচ্যসূচীর রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

ফিল্ড অফিসারের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

১. **দৃষ্টিভঙ্গিঃ** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভাগ্যোন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পরিচালিত হয়ে থাকে। এজন্য একজন ফিল্ড অফিসারকে মিশনারী মানসিকতা ছাড়া এ দায়িত্ব পালন করা কষ্টসাধ্য। তাই এ কাজকে একটি উত্তম ইবাদাত ও চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে হবে।

২. **বেইজ লাইন সার্ভেঃ** তাকওয়া ও পরহেজগারীতা অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে প্রকল্পের সকল সদস্যের কাছে গ্রহণীয় করে তুলতে হবে। পাশাপাশি সহকর্মী ও কর্মকর্তাদের কাছে নিজের অবস্থান স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করে তুলতে হবে।

৩. **সাধারণ সভাঃ** প্রস্তাবিত গ্রামের বিভিন্ন ধরণের তথ্য যেমন, লোকসংখ্যা, আয়-কর্মসংস্থান, শিক্ষিতের হার, অবকাঠামো, যোগাযোগ, সাংস্কৃতি উত্যাদি সম্পর্কে তথ্য

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ ও ইউনিয়ন ম্যাপ হতে গ্রামের একটি ম্যাপ তৈরি করবে। গ্রমের প্রতিটা পরিবারের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাংক কর্তৃক সরবরাহকৃত বেইজ লাইন সার্ভে ফরম পূরণ করবে।

৪. **সদস্য নির্বাচন ও বাতিলঃ** সদস্য নির্বাচন ও সদস্যপদ বাতিলের জন্য সদস্য নির্বাচন ও বাতিল অধ্যায়ে বর্ণীত শর্তাবলী অনুসরণ করতে হবে।

৫. **গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠনঃ** গ্রুপ ও কেন্দ্র পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের প্রাণ। ফিল্ড অফিসারদের অন্যতম প্রধান কাজ যথাযথভাবে গ্রুপ ও কেন্দ্র গঠন। ২য় অধ্যয়ে কেন্দ্র গঠন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৬. **কেন্দ্র মিটিং পরিচালনাঃ** সদস্যদের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ফিল্ড অফিসার কেন্দ্র মিটিং এর সময় নির্ধারণ করবেন। কেন্দ্র মিটিং এর সময় সকাল ৭.০০ টা হতে বেলা ১২.০০ টার মধ্যে হতে হবে। ফিল্ড অফিসারদের প্রথম কেন্দ্র অবশ্যই সকাল ৭.০০ টায় হতে হবে। কেন্দ্র লিডারের সহযোগীতায় ফিল্ড অফিসার কেন্দ্র পরিচালনার নীতিমালা (৩য় অধ্যায়-এ বর্ণিত) মোতাবেক কেন্দ্র পরিচালনা করবেন।

৭. **বিনিয়োগ প্রদান ও আদায়ঃ** ৪র্থ অধ্যায়ে বিনিয়োগ সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ করে বিনিয়োগ প্রদান করতে হবে। বিনিয়োগ চুক্তিপত্র অনুযায়ী সাপ্তাহিক/মাসিক কিস্তিতে অথবা এককালীন বিনিয়োগের টাকা আদায় করবে। কোন কিস্তি বকেয়া রেখে ফিল্ড অফিসার কেন্দ্র ত্যাগ করবে না।

৮. **টার্গেট পূরণঃ** প্রধান কার্যালয় থেকে নির্ধারিত টার্গেট ৪০০ জন সদস্য, ৩৮০ জন গ্রাহক, বিনিয়োগ স্থিতি ৩০.০০ লক্ষ টাকা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পূরণ করতে হবে। সার্কুলার অনুযায়ী টার্গেট পরিবর্তিত হলে এই টার্গেট বাতিল বলে গণ্য হবে।

৯. **বিনিয়োগের খেলাপী রোধে করণীয়ঃ**

ক. বিনিয়োগ প্রদানের পূর্বে গ্রাহক সম্পর্কে ভাল ভাবে খোঁজ-খবর নিতে হবে। গ্রাহকের বাড়ি-ঘর তার নৈতিক ও ব্যবসায়িক সুনাম, দক্ষতা ও বিনিয়োগের সম্ভাব্য পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ. কোন গ্রাহক কিস্তি দিতে ব্যর্থ হলে সাথে সাথে তার অভিভাবক, গ্রুপ ও কেন্দ্র সদস্যদের জানাতে হবে। বিকালে কয়েকজন ফিল্ড অফিসার ও প্রকল্প কর্মকর্তা/সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তাকে নিয়ে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে কিস্তির টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

১০. **সদস্যদের মান উন্নয়ন (আর্থিক ও নৈতিক):** প্রথমবার বিনিয়োগ গ্রহণকালীন সময়ে গ্রাহকের আর্থিক, নৈতিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি তথ্যচিত্র তার সদস্য হওয়ার আবেদন পত্রের সাথে সংযুক্ত রাখবে হবে। প্রতিবছর তথ্যচিত্রে গ্রাহকের মানের অগ্রগতির রিপোর্ট সন্নিবেশিত থাকবে। গ্রাহকদের মানোন্নয়ন রিপোর্ট এর নমুনা ম্যানুয়েলের শেষে সন্নিবেশিত করা হল।

১১. **সদস্যদের সার্বিক সচেতনতা সৃষ্টি:**

ক. **স্বাস্থ্য সচেতনতা:** হাত-পা ভাল ভাবে সাবান দিয়ে ধোয়া, নিয়মিত নোখ, চুল-দাড়ি কাটা, দাঁত ভালভাবে ব্রাশ করা, নোখের ভিতর ময়লা না থাকা, উত্তমরূপে গোছল করা, ইথ্যাদি সম্পর্কে সচেতন করার পাশাপাশি পরণের কাপড়, গামছা, মশারি, বিছানার চাদরসহ সকল প্রকার আসবাব-পত্র ও মৌসুমী পরিচ্ছদ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। নিয়মিত টিকা গ্রহণের ব্যাপারে সদস্যদের সতর্ক করা ফিল্ড অফিসারের অন্যতম দায়িত্ব।

খ. **পরিবেশ সচেতনতা:** ভাল ভাবে বাড়ির ঘর-উঠান ঝাড়ু দেওয়া, ঝোঁপ-জঙ্গল পরিস্কার করা, ভাঙ্গা মাটির পাত্র ও ছোট গর্থে পানি জমতে না দেওয়া এবং গোয়াল, হাঁস-মুরগির ঘর পরিস্কার রাখা ব্যাপারে কেন্দ্রের সবাইকে পরামর্শ প্রদান করবেন। এগুলো পরিবেশ নোংরা করে, রোগ বালাই এবং মশার বিস্তার ঘটায়। ফিল্ড অফিসার এ ব্যাপারে কেন্দ্রে গঠণমূলক আলোচনা করবেন এবং এ ব্যাপারে সবাইকে সচেতন হতে উদ্বুদ্ধ করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

গ. **শিক্ষা সচেতনতা:** সদস্য/সদস্যাদের স্কুলে যাওয়ার যোগ্য সকল সন্তানকে স্কুলে পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বয়স্কদের শিক্ষার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রে বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। তাছাড়া, উল্লেখযোগ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলোর প্রতিপাদ্য সম্পর্কে সংবাদপত্রের ক্রোড়পত্র ও বিভিন্ন ধরনের পোস্টারের আলোকে কেন্দ্রের সদস্যদের সতর্ক করবেন।

১২. **সবার সাথে সু-সম্পর্ক:** শাখা পর্যায়ে সকল সহকর্মী ও সিনিয়রদের সাথে এবং কেন্দ্রের সদস্য/সদস্যা ও তার স্বামীদের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। প্রত্যেক ফিল্ড অফিসারকে আচরণ ও ব্যবহারে নমনীয় হতে হবে।

১৩. **সময় সচেতনতা:** কেন্দ্র মিটিং-এর সময় কোনভাবেই ১.০০ ঘন্টার বেশি হবে না। কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দ সময়ের চেয়ে বেশি ব্যয় করলে পরবর্তী কেন্দ্রে বিশৃংখলা সৃষ্টি হবে। তারপর শাখায় ফিরতে দেরী হলে বিনিয়োগ গ্রহণের জন্য আগত গ্রাহকদের ভোগান্তি সৃষ্টি হবে এবং ক্যাশ কাউন্টারে টাকা জমা দেওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ সকল বিষয় মাথায় রেখে সময় সম্পর্কে ফিল্ড অফিসারকে যথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে।

১৪. **সততা:** ফিল্ড অফিসার কোন সদস্য/সদস্যা বা বিনিয়োগ গ্রাহক/গ্রহীতার নিকট থেকে ধার, উৎকোচ বা অন্য কোন অন্যায় সুবিধা গ্রহণ করবেন না। নিজ নামে বা প্রভাব খাটিয়ে আত্মীয়-স্বজনের নামে কোন বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করবেন না।

১৫. **সর্বক্ষেত্রে শৃংখলা:** শাখায় সকল সিনিয়রকে মান্য করতে হবে এবং জুনিয়রদেরকে সহযোগিতা করতে হবে। কেন্দ্রে শৃংখলা বজায় রাখতে হবে। সদস্যদের পারস্পারিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখা এবং সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।[১৬৫]

---

১৬৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৬

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদঃ পল্লী ঋণ তদারকি ও এর প্রক্রিয়া

পল্লী ঋণ তদারকির সংজ্ঞা

পল্লী এলাকা অপেক্ষাকৃত কম উন্নত। তৃতীয় বিশ্বের পল্লী এলাকা ও পল্লীবাসীগণ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা, যোগাযোগ ক্ষমতা, সমসাময়িক তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত থাকা, প্রযুক্তি ব্যবহারের মনোভাব, উদ্ভাবনী শক্তি ইত্যাদির ব্যাপারে উল্লেখযোগ্যভাবে পশ্চাৎপদ। উন্নয়ন অর্থ-নীতিবিদদের মতে, অধিকতর বিনিয়োগযোগ্য সম্পদের প্রকট অভাব নিরসনকল্পে পল্লী ঋণ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কেবল ঋণ সরবরাহ কাম্য খাতে, কাম্য গতিতে ও কাম্য পরিমাণে বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে যে সক্ষম নয় তা তৃতীয় বিশ্বের পল্লী ঋণ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে এমন অনেক দেশের পল্লী ঋণ কার্যক্রম মূল্যায়নে যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সরবরাহকৃত পল্লী ঋণ কাম্য খাতে বিনিয়োগ না হলে পল্লী অর্থনীতিতে নানারূপ বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। যেমন মুদ্রাস্ফীতি, ভোগ্যপণ্যের বর্ধিত চাহিদা, ঋণগ্রহীতাদের গৃহীত ঋণের টাকা অপব্যয় করে বাবুগিরি করার প্রবণতা ইত্যাদি। অপরপক্ষে, ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে ঋণের অপব্যবহারের দরুন ঋণ আদায়ে ব্যর্থ হয়ে দারুণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এহেন অবস্থা নিঃসন্দেহে পল্লী ঋণ সরবরাহের মুখ্য উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। এরূপ অসহনীয় অবস্থা নিরসনকল্পে পল্লী অর্থনীতিবিদগণ, পল্লী ঋণ বিশেষজ্ঞগণ ও পল্লী ঋণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়িত্বে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণ যৌথভাবে আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পল্লী ঋণ তদারকির ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেন। নিম্নক্ত আলোচনায় পল্লী ঋণ ও পল্লী বিনিয়োগ একই অর্থে ব্যবহৃত হবে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য হলো পল্লী ঋণের সর্বোত্তম ব্যবহার ও ঋণ পরিশোধ নিশ্চিতকরণ।

কেবল ঋণ সরবরাহ নয়, এর সাথে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সাহায্য-সহায়তা সরবরাহ করাকেই পল্লী ঋণ তদারকি বলা যেতে পারে। প্রখ্যাত পল্লী অর্থনীতিবিদ ড. ডেরিও ব্রোসার্ড[১৬৬] ঋণ সরবরাহকে উৎপাদনের জন্য একটি অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনীয় উপাদান বলে মনে করেন। কিন্তু সার্বিক ঋণসেবা প্রক্রিয়ায় তদারকি ঋণকেই তিনি সত্যিকার অর্থে পল্লী এলাকার জন্য মঙ্গলজনক বলে মনে করেন। খাতক পরিবারের সার্বিক উন্নতি সাধনই তদারকি পল্লী ঋণ সেবার মুখ্য উদ্দেশ্য। অপরপক্ষে, ড. পল ডি মরিস[১৬৭] ঋণগ্রাহককেই এককভাবে ঋণতদারকির জন্য বিবেচনা

---

১৬৬ Dr. Brossard, "Ferdres of Supervised Credit in Latin America", Proceedings of the International Conference on Agricultural and C ooperative Credit (USA: University of California, 1952), Vol. I, p. 234

১৬৭ P.V. Maries, "Supervised Credit for the Near East", Proceedings of the Agricultural Credit Conference (USA: University of California, 1953), p. 341

Dhaka University Institutional Repository

না করে একদল খাতক বা খাতক সমিতিকে ফলপ্রসূ পল্লী ঋণ তদারকির জন্য নির্দিষ্ট করার পরামর্শ দেন।

পল্লী ঋণ কার্যক্রমের কাম্য উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হচ্ছে কিনা এবং তা ব্যবহার করে ঋণগ্রহীতাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে কিনা তা সুষ্ঠুভাবে তদারকি করা একান্ত প্রয়োজন। আর যে যে কার্যক্রম সম্পাদন এই ফলপ্রসূ তদারকি নিশ্চিত করতে সক্ষম তাদেরকে সমষ্টিগতভাবে পল্লী ঋণ তদারকি বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে যে যে কার্যক্রমের সমন্বয়কে পল্লীঋণ তদারকি বলা যেতে পারে তার প্রধান কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা যেতে পারে:

(ক) সঠিক খাতক সনাক্তকরণ ও সঠিক সময়ে সঠিক পরিমাণ ঋণ বিতরণ।

(খ) অযোগ্য আবেদনকারীকে ঋণ বিতরণ না করার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

(গ) আবেদনকৃত কার্যক্রমের জন্য ঋণ ব্যবহার হচ্ছে কি না তা তদারকিকরণ।

(ঘ) উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ।

(ঙ) উৎপাদনের বিভিন্ন সমস্যা বিশ্লেষণে সাহায্য করা।

(চ) সুষ্ঠু কার্যক্রমের জন্য পরিকল্পনা করতে খাতককে সাহায্য করা।

(ছ) উন্নত উৎপাদন প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ দেয়া।

(জ) উৎপাদন, ব্যয়, ঋণ ও আয় সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ এবং প্রয়োজনে তা বিশ্লেষণে সাহায্য করা।

(ঝ) প্রকল্প প্রণয়ন ও সম্ভাব্যতা যাচাইকরণ।

(ঞ) প্রদেয় সময়ে ঋণ পরিশোধ নিশ্চিতকরণ।

(ট) খেলাপী ঋণ আদায়ের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ।

(ঠ) বে-নামে, মৃত ব্যক্তির নামে বা উক্ত এলাকায় বসবাস করে না এমন ব্যক্তির নামে ঋণ বিতরণ না করার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

(ড) শাখা-কর্মচারীদেরকে ঘুষ দিয়ে বা অন্য কোনভাবে প্রলোভিত করে যেন ঋণ মঞ্জুরির বন্দোবস্ত করতে না পারে সেদিকে সদা সজাগ দৃষ্টি রাখা।

(ঢ) ব্যাংক শাখা-বহির্ভূত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে ঘুষ দিয়ে বা অন্য কোনভাবে প্রলোভিত করে ঋণ মঞ্জুরির পক্ষে অনুকূল সনদ লাভ করতে যেন না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

(ণ) একই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যেন অসাধু উপায়ে ঋণ সংগ্রহ করতে না পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দেয়া ইত্যাদি।

Dhaka University Institutional Repository

পল্লী ঋণের সর্বোত্তম সুফল অর্জনের লক্ষ্যে ঋণ বন্টন, ব্যবহার ও আদায় সুব্যবস্থিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঋণপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যে প্রক্রিয়া বা ব্যবস্থার মাধ্যমে সঠিক গ্রাহকের মধ্যে ঋণ বন্টন, ঋণের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও সর্বোপরি ঋণগ্রহীতার আর্থিক অবস্থার উন্নতি সাধন করে সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধে খাতকদেরকে সক্ষম করে তোলেন তাকেই ঋণ তদারকি বলা যেতে পারে।

পল্লী ঋণ তদারকির উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয়তা

পল্লী ঋণ সরবরাহকে যে কোন অর্থনৈতিক পরিমাপে দান বা অনুদান মনে করার কোন যুক্তি নেই। এখানে উল্লেখ্য যে, অপ্রাতিষ্ঠানিক ও মহাজনী পল্লী ঋণ মুখ্যতঃ ঋণদাতাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ লাভ সর্বাধিকরণের উদ্দেশ্যে দেয়া হয়ে থাকে। পল্লী ঋণে নিয়োজিত সরকারি কিংবা বে-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ঋণ সরবরাহের মুখ্য উদ্দেশ্য একইরূপ মনে করার কোন কারণ নেই। তাদের ঋণ সরবরাহের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রদত্ত ঋণ ব্যবহার করে পল্লীবাসীদের তথা পল্লী এলাকার অর্থনৈতিক জীবনধারার মান উন্নয়ন করা। প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সরবরাহের পূর্বোল্লিখিত মুখ্য লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যে ঋণ তদারকি করা সবিশেষ প্রয়োজন:

ক) ঋণ ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকরণ।

খ) সরবরাহকৃত ঋণ ব্যবহার করে পল্লীবাসীদের বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের আর্থিক উন্নতি সাধন।

গ) প্রদত্ত ঋণের আদায় নিশ্চিত করে আদায়কৃত ঋণের টাকা পুনঃপুনঃ পল্লী এলাকায় ঋণ হিসেবে সরবরাহ করা।

উপরোক্ত মুখ্য উদ্দেশ্যগুলো হাসিল করতে পল্লী ঋণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরো বহুসংখ্যক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হাসিল করতে হয়। এ সমস্ত উদ্দেশ্য হাসিলের কাল বা ধাপ অনুযায়ী এদেরকে আলোচনার সুবিধার্থে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

ক) পর্যায় বা ধাপ নির্বিশেষে হাসিলযোগ্য উদ্দেশ্যাবলী।

খ) ঋণ বিতরণকালের পূর্ববর্তী পর্যায়ে হাসিলযোগ্য উদ্দেশ্যাবলী।

গ) ঋণ বিতরণ পরবর্তী পর্যায়ে হাসিলযোগ্য উদ্দেশ্যাবলী।

Dhaka University Institutional Repository

ক) পর্যায় বা ধাপ নির্বিশেষে হাসিলযোগ্য উদ্দেশ্যাবলী:

ইতিপূর্বে ঋণ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিকরণকে পল্লী ঋণ তদারকির একটি মুখ্য উদ্দেশ্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধানকারিগণ নিজেদের কার্যকলাপ, গতিবিধি ও সার্বিক আচরণকে পল্লীবাসীদের কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করবেন যাতে পল্লীবাসী বর্তমান বা হবু ঋণগ্রহীতাগণ তাদেরকে উপকারী বন্ধু হিসেবে দেখতে পায়। এ ব্যাপারে পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধানকারীদেরকে নিম্নোক্ত কাজ সম্পাদন করতে হয়:

১। নির্দিষ্ট পল্লী এলাকার অর্থনীতি সম্পর্কে নিখুঁত ধারণা লাভ করণ ও পরিবর্তিত অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করা।

২। নির্দিষ্ট ব্যাংক শাখার কার্য-আওতাভূক্ত এলাকার প্রয়োজনীয় আর্থিক তথ্যাদি, সামাজিক শ্রেণীকরণ, ইনপুট ও উৎপন্ন কৃষিদ্রব্যের বর্তমান বাজার দর ইত্যাদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে ঋণের আবেদন বিবেচনাকারী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদেরকে সরবরাহ করা।

৩। ব্যক্তি-উন্নয়নের চাইতে গোটা এলাকার জনসমষ্টি তথা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় বা সার্বিক অর্থে ব্যাংক শাখার আওতাভূক্ত এলাকার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সাহায্য করা ও নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করে এলাকাবাসীদেরকে ঋণযোগ্য অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের উৎসাহিত বা উদ্বুদ্ধ করা।

৪। এলাকাভিত্তিক যৌথ কার্যক্রম গ্রহণ ও পারস্পারিক উন্নতি সাধনের জন্য উৎপাদন বা আয়বর্ধক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিকল্পনা গ্রহণে একদিকে শাখা কর্মকর্তাদেরকে অপরদিকে ঋণ গ্রহণ ইচ্ছুক পল্লীবাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৫। অর্থনৈতিক লেন-দেন সম্পাদনকালে সঠিক আকারে সর্বাধিক সঞ্চয় ও বিনিয়োগকরণে পল্লীবাসী তথা ঋণগ্রহীতা খাতকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৬। এলাকায় প্রচলিত উৎপাদন ও সেচ প্রযুক্তি সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করে বাঞ্ছিত পথে প্রযুক্তি উন্নয়নে বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা খাতকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৭। এলাকায় কার্যরত অপ্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সরবহাকারীদের কুপ্রভাব সম্পর্কে জনগণকে প্রয়োজনীয় তথ্যভিত্তিক জ্ঞান সরবরাহ করা।

৮। সাধারণভাবে জনগণকে অনানুষ্ঠানিকভাবে উন্নত উৎপাদন পদ্ধতি, অধিক ফলনশীল বীজ, উন্নত সেচপ্রক্রিয়া ও তার সুফল, বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া, বাজারজাতকরণের উপযুক্ত সময় ও বাজারজাতকরণের উপযুক্ত মাধ্যমে সম্পর্কে অবহিত করা।

৯। নির্দিষ্ট ব্যাংক শাখার কার্য-আওতার মধ্যে কার্যরত ইনপুট/যন্ত্রপাতি সরবরাহকারী সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ ও এদের কর্মকর্তাদের সাথে বর্তমান হবু ঋণগ্রহীতাদের স্বার্থে সদ্ভাব

Dhaka University Institutional Repository

বজায় রাখা, যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে ও সহজশর্তে ঋণের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ইনপুট, সেবা ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ নিশ্চিত করার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

১০। ব্যাংক শাখার আওতাভূক্ত অপেক্ষাকৃত জোতদার ও বড় বড় ভূস্বামীদেরকে তাদের পক্ষে লাভজনকভাবে উৎপাদনে ব্যবহার করা যায় না এমন অতিরিক্ত জমি এলাকার অপেক্ষাকৃত কম জমির মালিকদের মধ্যে ইজারা, বন্দোবস্ত বা বর্গা চাষে ছেড়ে দেয়ার জন্য পূর্বোক্তদেরকে তুলনামুলক অর্থনৈতিক সুবিধা দেখিয়ে উদ্বুদ্ধকরণ।

১১। এলাকায় বিক্ষিপ্ত ঋণখাতদেরকে সংগঠিত করে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমবায় বা অন্য কোন উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা সংগঠন গড়ে তুলে দর কষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে প্রতিযোগিতামূলক দামে প্রয়োজনীয় ইনপুট সংগ্রহে (যেমন - উন্নত বীজ, সার, সেচ সুবিধা, বিক্রয় যোগ্য দ্রব্যের মূল্য আহরণ ইত্যাদি) সাহায্য করা।

খ) ঋণ বিতরণকালের পূর্ববর্তী পর্যায়ে হাসিলযোগ্য উদ্দেশ্যাবলীঃ

একটি উৎপাদন-মৌসুমে ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ থেকে ঋণ পাওয়ার জন্য অনেকেই আবেদন করে থাকেন। এদের মধ্য থেকে ঋণের যোগ্য প্রার্থীদেরকে খুঁজে বের করে ঋণ সরবরাহ সুনির্দিষ্ট ভিত্তিতে নিশ্চিত করাই এ ধাপের তদারকির উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনকল্পে নিম্নোক্ত কার্যাদি পল্লী ঋণ তদারকগণ কর্তৃক সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(১) ঋণের জন্য আবেদনকারীদের এলাকাভিত্তিক দলগত সমাবেশ ও আলোচনা করে আবেদনপত্রে দেখানো ঋণের উদ্দেশ্যের তুলনামূলক কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা।

২) যেখানে সম্ভব ছোট ছোট দলে যৌথভাবে ঋণ গ্রহণ ও ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করা।

৩) ঋণের আবেদন সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে আবেদনকারীর প্রকল্প স্থান, জমি বা বাসস্থানে যাতায়াত করে আবেদনকারীর সম্পর্কে নির্ভুল তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

৪) আবেদনকারীদের অর্থনৈতিক ছাড়াও এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান ও লেন-দেন আচারণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা।

৫) প্রার্থিত ঋণের উপযুক্ত ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও ক্ষমতা ঋণপ্রার্থীদের কতটুকু আছে তা নিরূপন করা।

৬) আবেদনকারীদের ব্যাংক শাখার কার্য এলাকায় স্থায়ী বাসস্থান, জমিজমা বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কতটুকু আছে সে তথ্য সংগ্রহ করে তা নিরূপণ করা।

Dhaka University Institutional Repository

৭) বেনামে, মৃত ব্যক্তির নামে, পাগল বা অপ্রকৃতিস্থ ব্যক্তিদের নামে, অপ্রাপ্তবয়স্কদের নামে, ভবঘুরের নামে, দেউলিয়া ব্যক্তির নামে, অস্থায়ী মেহমান বা পরিব্রাজকদের নামে কোন ঋণের আবেদন করা হয়েছে কিনা তা পূঙ্খানুপুঙ্খভাবে সরেজমিনে এলাকা ভ্রমণ করে নিরূপণ করা।

৮) ব্যক্তিগত লাভ বা আত্মীয়তা সম্পর্কে অন্ধ হয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক শাখার কর্মকর্তাগণ যেন ঋণ মঞ্জুর না করেন সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দেয়া।

৯) আবেদকারীদের অর্থনৈতিকভাবে অলাভজনক ও অসাধু উদ্দেশ্য দেখিয়ে ঋণপ্রাপ্তির আবেদন বিবেচনা না করার প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেয়া।

১০) প্রকৃত ও সক্ষম ঋণগ্রহীতা ও লাভজনক ঋণ প্রকল্প সনাক্তকরণ।

১১) ঋণপ্রার্থী ব্যক্তির ও প্রকল্পের উৎপাদন /আয়ক্ষমতা নিরপেক্ষভাবে পরিমাপকরণ।

১২) ঋণপ্রার্থীদের সঞ্চয় ক্ষমতা, বিক্রয়যোগ্য মৌসুমী ও স্থায়ী সম্পদ বিবেচনা করে আবদেনকৃত ঋণের কারণ চিহ্নিত করে মঞ্জুরযোগ্য ঋণের সঠিক পরিমাণ নিরূপণকরণ।

১৩) মঞ্জুরীকৃত ঋণ কত কিস্তিতে, কখন ও কি আকারে (নগদ অর্থে বা সার, বীজ, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি) বণ্টন করা হবে, ঋণপ্রার্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ও গভীরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা।

১৪) বণ্টনকৃত ঋণ কত কিস্তিতে এবং প্রতি কিস্তি কত টাকার হবে, কখন কিস্তি পরিশোধ করা হবে এবং কোথায় কার মাধ্যমে কিস্তি পরিশোধ করা হবে তা ঋণ বন্টনের পূর্বেই তত্ত্বাবধায়কগণ কর্তৃক ঋণপ্রার্থীদের সাথে ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ও গভীরভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা সঠিকভাবে নিরূপণ করা।

গ) ঋণ বিতরণ পরবর্তী পর্যায়ে হাসিলযোগ্য উদ্দেশ্যাবলীঃ

অপ্রাতিষ্ঠানিক তথা মহাজনী প্রথায় এমন কি ঔপনিবেশিক ধাপের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ সরবরাহকারীগণ ঋণ লগ্নি করে লাভ ও ঋণের মূল টাকা ফেরত ছাড়া অন্য কোন কিছুতে আগ্রহী থাকে না। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের উন্নয়নকামী সরকারি কি বেসরকারি ঋণ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক একইরূপ মনোভাব পোষণ করে ঋণের লেন-দেন করা বাঞ্ছনীয় নহে। সুতরাং, ঋণ বণ্টনের পর সঠিক তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে ঋণের ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করা স্বাভাবিক। এ উদ্দেশ্য হাসিল করার মানসে ঋণ তত্ত্বাবধানকারীগণ ঋণ বিতরণের পর যে যে কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকেন তার কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা গেল:

Dhaka University Institutional Repository

১। ঋণের কিস্তির টাকা সঠিক সময়ে গ্রহণ করার জন্য খাতককে ঋণবিতরণের সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে অবহিত করা।

২। ঋণের যথোপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে সহায়তা করা।

৩। ঋণ গ্রহণ ও ঋণের কিস্তি পরিশোধের ব্যাপারে স্বীকৃত আর্থিক শৃংখলা মেনে চলার জন্য ঋণগ্রহিতাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

৪। উল্লিখিত ব্যবহার ছাড়া অন্য কোন কাজের জন্য ঋণের টাকার বিকল্প ব্যবহার বা অপব্যবহার ন্যূনতম করার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

৫। ঋণগ্রহীতার ক্ষমতা, আর্থিক যোগ্যতা ও বাজারের প্রাপ্যতার উপর দৃষ্টি রেখে উপযুক্ত প্রযুক্তি ব্যবহার, উন্নত উৎপাদনপদ্ধতি গ্রহণ ও নির্দিষ্ট পরিমাপে উন্নত বীজ, সার ও সেচ ব্যবস্থা অবলম্বন করে বর্ধিত হারে উৎপাদন তথা আয় লাভে খাতকে পরামর্শ দেয়া।

৬। ঋণের টাকার সদ্ব্যবহারের জন্য প্রয়োজন হলে বীজ, সার যন্ত্রপাতি, বিদ্যুৎ সরবরাহকারী ও অন্যান্য সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তা বা ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ করে সঠিক সময়ে ও সঠিক দামে উল্লিখিত দ্রব্যাদি বা সেবাসমূহ প্রাপ্তিতে সক্রিয়ভাবে ঋণগ্রহীতাকে সাহায্য করা।

৭। ঋণগ্রহীতাদেরকে দলগতভাবে বা সমবায়ের ভিত্তিতে তুলনা মূলকভাবে অপেক্ষাকৃত দামী ও বিরল কৃষি যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি আহরণে ও উত্তম ব্যবহারে উদ্বদ্ধ করা।

৮। ঋণের টাকার প্রকৃত ব্যবহারের প্রকল্পে/জমিতে কিভাবে কত পরিমাণে ও কি মানের ইনপুট, যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে তা সরেজমিনে তদারকি করা।

৯। উৎপাদন কার্যক্রম বা প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় খাতকগণ কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা তা দেখার জন্য কৃষি খামার পরিদর্শন করা এবং উদ্ভুত সমস্যাদি নিরসনকল্পে বাস্তব ও তাৎক্ষণিক পরামর্শ প্রদান করা।

১০। সঠিকভাবে উৎপাদিত পণ্য/ফসল ঘরে তোলা হচ্ছে কিনা বা গুদামজাত করা হচ্ছে কিনা সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

১১। সঠিক সময়ে এবং সঠিকভাবে ঋণ ব্যবহৃত হয়েছে এমন কৃষি খামার বা প্রকল্প হতে সম্ভাব্য উৎপাদন বা আয় অনুমান করে সম্ভব হলে পরিশোধ কিস্তি তফসীল খাতকের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে প্রয়োজনবোধে পরিবর্তন করা।

Dhaka University Institutional Repository

১২। ঋণ ব্যবহার করা হয়েছে এমন কৃষি খামার বা প্রকেল্পের উৎপাদন/সেবা বাজারজাত সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহকরণ এবং সম্ভব হলে খাতককে উপযুক্তভাবে বাজারজাতকরণে এবং বিক্রয়লব্ধ অর্থ আহরণে নিবিড়ভাবে বিশ্বস্ততার সাথে প্রয়োজনিয় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরামর্শ বা শারীরিকভাবে সাহায্য করা।

১৩। প্রতিযোগিতামূলক মূল্য লাভে দরকষাকষির ক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে একই ধরনের দ্রব্য/সেবা বিক্রয় করে এমন খাতক দলকে সংগঠিত করে সমবায় অথবা অন্য কোন সংগঠন নাম দিয়ে শক্তিশালী বিক্রয়কারী দল গঠন করা।

১৪। সঠিক সময়ে সুদে-আসলে কিস্তির টাকা প্রদান করে অন্যান্য সুবিধার মধ্যে নতুন ঋণও সুদের রেয়াত ইত্যাদি সুবিধাদির প্রতি খাতকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

১৫। বর্ধিত উৎপাদন তথা আয় হলে বর্ধিত অঙ্কের কিস্তিতে ঋণ পরিশোধ করে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে দায়মুক্ত হওয়ার সুবিধার প্রতি খাতকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

১৬। ঋণের কিস্তির টাকা উৎপাদন পরিকল্পনা ও ইতিপূর্বে প্রণীত বাজেট অনুযায়ী পরিশোধিত হচ্ছে কি না তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

১৭। ঋণগ্রহীতা খাতকদেরকে ঋণ/ঋণের কিস্তি পরিশোধের সঠিক তারিখ বা মাস বেশ কিছুদিন পূর্বে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং ঋণ পরিশোধে সঠিক ও বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পরিশোধের নির্দিষ্ট তারিখ আসার পূর্বেই খাতকদেরকে উদ্বুদ্ধ করা।

১৮। পরিশোধকৃত ঋণ/ ঋণের কিস্তির জন্য সঠিক পরিশোধ রসিদ পরিশোধকারী খাতকদেরকে সংগ্রহ করে দিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করা।

১৯। খেলাপী ঋণের খাতকদের প্রকৃত কারণে খেলাফকারী বা ইচ্ছাকৃত খেলাপকারী হিসেবে চিহ্নিত করা এবং প্রকৃত খেলাপকারীদেরকে নতুন পরিশোধ তফশীল প্রদানে সম্মত করানো এবং ইচছাকৃত খেলাপকারীদের পরিশোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদের আত্মীয়-স্বজন, ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকর্তাগণ ও পেশাজীবী বন্ধুবান্ধব ও ভাগীদারদের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধে সম্মত করানো। এবং

২০। ইচ্ছাকৃত খাতকগণ কোনক্রমেই পরিশোধে সম্মত না হলে তারে বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করে শাখা কর্মকর্তা ও ব্যাংকের নিয়োজিত আদায় মামলার কৌসুলিকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করে সাহায্য করা।

Dhaka University Institutional Repository

সফলকাম পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়কদের অত্যাবশ্যকীয় গুণাবলী

কথিত আছে, এমন কি মহৎ কাজও অদক্ষ ও ত্রুটিপূর্ণ সম্পাদনকারীদের জন্য ভণ্ডুল হতে বাধ্য। ব্যাংক অথবা ঋণগ্রহীতা উভয়ের জন্যই ঋণ তদারকি মঙ্গলজনক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পল্লী ঋণ তদারকির দায়িত্বে যে সকল কর্মচারী নিয়োজিত আছেন বা হবেন তারাও অযোগ্য বা অনুপযুক্ত হলে অধিক সংখ্যায় তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেও পল্লী ঋণ তদারকি কার্যক্রম থেকে কোন সুফল আশা করা বাতুলতা মাত্র। তদুপরি নিয়োজিত কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় লাভহীন বিনিয়োগে পর্যবসিত হতে বাধ্য। সুতরাং তদারকি কার্যক্রম সফলভাবে ও ফলপ্রসূভাবে সম্পাদিত করতে হলে ঋণ তদারকদের অনেক প্রকার গুণের বা যোগ্যতার অধিকারী হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিম্নে আবশ্যকীয় গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটির উল্লেখ করা হলো:

(১) সামগ্রিক অবস্থা ধারণা ও সাধারণ জ্ঞান: কথিত আছে, সাধারণ জ্ঞানই সকল জ্ঞানের ভিত্তি। এ জ্ঞানকে পুঁজি করে সামগ্রিক রাজনৈতিক, সামাজিক ও জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পর্কে স্বল্প হলেও জ্ঞান না থাকলে কোন ব্যক্তি জড়তা-বিমুক্ত হতে পারে না। অতএব, একজন সফলকাম ঋণ তত্ত্বাবধায়কের এরূপ জ্ঞান আহরণ তার আত্মবিশ্বাস গঠনে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখবে।

(২) সামাজিক দক্ষতা: সামাজিক দক্ষতা ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি নিজেকে সমাজে অগ্রহণযোগ্য দেখতে পেয়ে অস্বস্তি বোধ করে। একজন পল্লী ঋণ তদারককে সমাজে গ্রহণযোগ্য বন্ধু হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত হতে সচেষ্ট হতে হবে। অন্যথায় তার কথাবার্তা ও পরামর্শকে সকলে সন্দেহের চোখে দেখতে পারে। সুতরাং অতি অল্প সময়ে পরিচিত/ অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম পল্লী ঋণ তাদরককে সমাজের গ্রহণযোগ্য বন্ধু হিসেবে সকলের কাছে সমাদৃত হতে সচেষ্ট হতে হবে। পরিচিত/অপরিচিত লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম পল্লী ঋণ তাদরকগণ অপেক্ষাকৃত বেশি গ্রহণযোগ্য পরামর্শ/উপদেশ দিয়ে সফল হতে পারেন।

(৩) নেতৃত্ব দেয়ার সক্ষমতা: পল্লী ঋণ খাতকদের সুপথে পরিচালিত করার মত দক্ষতা অত্যাবশ্যক। এ ব্যাপারে কি ভাষায়, কিভাবে, কখন, কাকে নির্দেশ, উপদেশ বা পরামর্শ দিতে হবে সে সম্পর্কে যেথেষ্ট সতর্ক থাকতে হবে। খাতকদের ভিতরে এমন বিশ্বাস জন্মাতে হবে যে ঋণ তত্ত্বাবধায়কগণ যা বলেন তা পল্লীবাসীদের মঙ্গলের জন্যই বলেন।

(৪) কারিগরি জ্ঞান: দায়িত্বপ্রাপ্ত কাজকে দক্ষ ও সুচাররূপে সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত কারিগরি জ্ঞান। পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়কদের নিম্নোক্ত কারিগরি জ্ঞান থাকা আবশ্যক:

ক) তত্ত্বাবধায়কগণ যে ব্যাংকের কর্মচারী সে ব্যাংকের তথা সারাদেশের পল্লী ঋণ নীতি, পদ্ধতি, লক্ষ্য, প্রকল্প, শর্তাদি ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্ট ও নির্ভূল জ্ঞান রাখবে।

Dhaka University Institutional Repository

খ) নিয়োগকারী ব্যাংকের পল্লী ঋণ তদারকি সম্পর্কে নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ ও নির্দেশাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা।

গ) খাতকদের উৎপাদন পদ্ধতি সম্ভাব্য প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তি, উন্নয়ন ধারা ও গতি ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা।

ঘ) নিয়োগকারী ব্যাংকের প্রদত্ত ঋণের উত্তম ব্যবহার, সম্ভাব্য অপব্যবহার, অকথিত উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা স্থানান্তর, ঋণের সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখা।

ঙ) ঋণ তদারকি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ লাভ করা।

চ) প্রস্তাবিত প্রকল্প বা ঋণের উদ্দেশ্য অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক কিনা তা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখার ক্ষমতা।

ছ) উৎপাদন পদ্ধতিতে বা যন্ত্রপাতি তথা সেচযন্ত্র ব্যবহারে উদ্ভূত সমস্যাদির অন্তত প্রাথমিক সমাধান নির্দেশ করার মত কারিগরি জ্ঞান থাকা।

জ) নির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়ার মনোবিজ্ঞানে নির্দেশিত নীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান আরহণ ও দায়িত্ব পালনকালে ঐ সমস্ত নিয়ম-কানুনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখা।

৫) অভিজ্ঞতা: কথিত আছে, অভিজ্ঞতা নির্বোধকে জ্ঞানদান করে এবং অদক্ষকে দক্ষ করে তোলে। ব্যাংকের কার্যপ্রক্রিয়া ও পল্লীবাসীদের সাথে লেনদেন বা ভাবের আদা-প্রদান যত বেশি দিনের হবে, সে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তত বেশি সফলকাম তদারক হিসেবে কার্য সম্পাদন করতে সক্ষম হবে।

৬) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা: ঋণ সংক্রান্ত, যথা ঋণের কিস্তি নির্ধারণ, বিতরণ, আদায়, ঋণের উত্তম ব্যবহার ও বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত সমস্যাদি সম্পর্কে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ অহেতুক বিলম্ব ঘটলে ব্যাংক তথা খাতক উভয়েরই ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। অতএব, পরিস্থিতির নিরিখে উদ্ভূত ব্যাপার সম্পর্কে উভয়-সঙ্কট বা বর্জনীয় দ্বন্দ্বে না ভুগে সমস্যাকে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা পল্লী ঋণ তদারকদের আবশ্যকীয় গুণাবলীর অন্যতম।

৭) উদ্যোগী ও সাহায্য করার মনোভাব: সম্পর্ক স্থাপনে, তথ্য সংগ্রহে, সমস্যা বিচার-বিশ্লেষণে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে খাতকদের মধ্যে মতানৈক্য বা বিবাদ নিরসন ইত্যাদিতে সঠিক সময়ে পল্লীবাসী ঋণ খাতকদের সাহায্য করার মানসে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে নিজ থেকেই উপযুক্ত সময়ে উদ্যোগী হওয়া।

Dhaka University Institutional Repository

৮) এলাকা সম্পর্কে জ্ঞান: ব্যাংক শাখার কার্য-আওতার এলাকার রাস্তাঘাট ও প্রত্যন্ত অঞ্চল সম্পর্কে পরিষ্কার জ্ঞান থাকা উচিত। এছাড়াও উক্ত এলাকার লোকজনের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আচার আচরণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

৯) চারিত্রিক গুণাবলী: উপরে উল্লিখিত যোগ্যতা বা দক্ষতা ছাড়াও একজন সফল পল্লীঋণ তদারকের বহুবিধ চারিত্রিক গুণাবলী অত্যাবশ্যক। এগুলোর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হলো: (ক) সদালাপী;

খ) মিষ্টভাষী;
গ) সুস্বাস্থ্যের অধিকারী
ঘ) সুদর্শন চেহারা;
ঙ) কঠোর পরিশ্রম করার মনোভাব;
চ) শৃংখলাবোধ;
ছ) স্পষ্টভাষী;

জ) উত্তম ঋণ তদারক হিসেবে;

ঝ) কৌশল;

ঞ) চট করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার ক্ষমতা;

ট) মানসিক ভারসাম্য;

ঠ) প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী বা চুক্তিমত কাজ করার মনোভাব;

ড) পক্ষপাতবিহীন ন্যায্য বিচার করার মনোভাব;

ঢ) অন্যের সমস্যা সহানুভুতি ও ধৈর্য সহকারে শ্রবণ করার অভ্যাস;

ণ) বর্জনীয় অনমনীয় মনোভাব;

ত) লোভ সংবরণ করে সৎ জীবন যাপন করা;

থ) পল্লীবাসী ঋণখাতকদের ছোটখাট ভুল-ত্রুটি ও অপরাধ ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখার মনোভাব ইত্যাদি।

উপরে উল্লিখিত গুণাবলী সম্পন্ন ব্যক্তির বিশেষ অভাব রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অভ্যাস, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এরূপ দক্ষতা সম্পন্ন পল্লী ঋণ তদারকি বাহিনী গড়ে তোলা কঠিন, তবে অসম্ভব নয়। যত শীঘ্র সম্ভব উল্লিখিত গুণ সম্পন্ন পর্যাপ্ত পল্লী ঋণ তদারকি বাহিনী গড়ে তোলা যায় সে প্রচেষ্টা পরিকল্পিতভাবে আশু গ্রহণ করা প্রত্যেকটি পল্লী ঋণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের একান্ত আবশ্যক। এ ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে তথা প্রতিটি প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে ও এলাকা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ছাড়াও সুস্পষ্ট নীতি-পদ্ধতি গ্রহণ করা একান্ত প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম পরিচ্ছেদঃ পল্লী ঋণ তদারকির সমস্যাসমূহ ও এর সম্প্রসারণ কার্যক্রম

ফলপ্রসূ পল্লী ঋণ তদারকি কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে অনেক প্রকার সমস্যা দেখা দেয়া অস্বাভাবিক নয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিম্নরূপ-

১। পরিবর্তনশীল তদারকি ধারণা: পল্লী ঋণ তদারকি ধারণাটি সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ অবস্থায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে এখনও এসে পৌছেনি বিধায় এক এক দেশে এবং একই দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও একই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন প্রকল্প বা বিশেষ বিশেষ স্কীমে ভিন্নতর হয়ে থাকে। তাই ব্যাংকের কর্মকর্তা, মাঠকর্মী তত্ত্বাবধানকারিগণ ও পল্লীবাসী ঋণখাতকগণের মধ্যে পল্লী ঋণ তদারকির ধারণা নিয়ে ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

২। পর্যাপ্ত প্রকাশিত বই-পুস্তকের অভাব: এ বিষয়ের উপর দেশ-বিদেশে প্রকাশিত বই-পুস্তকের দুষ্প্রাপ্যতা অত্যন্ত প্রকট। এমতাবস্থায় পল্লী অর্থনীতি শিক্ষা কার্যক্রমে অথবা পল্লী ঋণ কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ধারাবাহিক জ্ঞান প্রদান করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। যদিও যতই দিন যাচ্ছে এ ব্যাপারে অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৩। স্বল্পসংখ্যক পল্লীঋণ তত্ত্বাবধায়ক: সঠিক ও ফলপ্রসু পল্লী ঋণ তদারকির জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত সংখ্যক দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়ক। কিন্তু দেখা গেছে অনেক প্রতিষ্ঠানই পর্যাপ্ত সংখ্যক পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগে তেমন উৎসাহী নয়। ফলে প্রয়োজনের তুলনায় উলেখযোগ্যভাবে কমসংখ্যক পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়কের পক্ষে নামমাত্র ঋণ তদারকি ছাড়া ফলপ্রসূ কিছু করা প্রায় অসম্ভব।

৪। পল্লী ঋণ তদারকদের অপর্যাপ্ত তদারকি: ব্যাংক শাখা এলাকায় নিয়োজিত পল্লী ঋণ তদারকগণ কাঙ্খিতভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করছেন কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজন শাখা-ব্যবস্থাপকের নিয়মিত বা আকস্মিক তদারকি, এলাকা পরিদর্শন ও ঋণ খাতকদের সঙ্গে পল্লী ঋণ তদারকি ঠিকভাবে ব্যবহার করছে কিনা সে ব্যাপারে খোঁজখবর নেয়া।

এছাড়াও আঞ্চলিক অফিস কর্মকর্তাগণ ও প্রধান কার্যালয় থেকে নির্দিষ্ট কর্মকর্তাগণ নিয়মিত বা আকস্মিকভাবে শাখায় পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধান সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার জন্য পরিদর্শন করলে এ ব্যাপারে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনে পল্লী ঋণ তদারকগণ বা শাখার ব্যবস্থাপকগণের সতর্ক থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু দেখা গেছে পল্লী ঋণ তদারকদের এরূপ তদারকি প্রায় হয় না বললেই চলে। এমতাবস্থায়, পল্লী ঋণ তদারকি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত না হওয়ায় আশ্চার্য হবার কিছু আছে বলে মনে হয় না।

Dhaka University Institutional Repository

৫। যাতায়াত ব্যবস্থা: সুষ্ঠু তদারকি কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য ঋণখাতকদের বাড়ি বাড়ি, প্রকল্পে প্রকল্পে বা জমিতে জমিতে প্রয়োজন বোধে যে কোন সময় যাতায়াত করা আবশ্যক। কিন্তু অধিকাংশ পল্লী এলাকায় রাস্তাঘাট না থাকায় এহেন যাতায়াত প্রায়শ ইচ্ছামাফিক হয়ে ওঠে না। এছাড়াও, প্রত্যন্ত এলাকা পরিদর্শন করার জন্য প্রয়োজনীয় যানবাহন, যথা সাইকেল, মটর সাইকেল, রিক্সা ইত্যাদি সকল সময় পাওয়া দুষ্কর। অপরপক্ষে, জানা গেছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এহেন যানবাহন সরবরাহ প্রদান করেন না। এমতাবস্থায়, ঋণখাতকদেরকে পরিদর্শনের সংখ্যা কম হওয়া স্বাভাবিক। আর তাহলে ফলপ্রসূ পল্লী ঋণ তদারকি এক অবাস্তব প্রত্যাশায় পর্যবসিত হতে বাধ্য।

৬। তত্ত্বাবধায়কগণ ও ঋণখাতকদের তদারকির প্রতি অনুকুল মনোভাবের অভাব: সুষ্ঠু তদারকির মাধ্যমে পল্লীবাসী ঋণখাতকদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন, চাকরির দায়িত্ব ছাড়াও একটি মহৎ কাজ হিসেবে অনেক পল্লী ঋণ তদারকই গ্রহণ করেন না বিধায় তাদের অনেকেই আন্তরিকতার সাথে তদারকি কাজ সম্পদন করেন না বলে অভিযোগে জানা গেছে। অপরপক্ষে, পল্লীবাসী ঋণ খাতকগণ পল্লী ঋণ তদারকিকে একটি ঝামেলাপূর্ণ বাড়তি কাজ বা ব্যাংকের লোকদের খাতকের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক কার্যক্রমে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বা উৎপাত বলে মনে করে থাকেন। এরূপ অবস্থায় ঋণ খাতকগণ অকপটে নিজেদের ঋণ সংক্রান্ত বা অন্যবিধ সমস্যাদি সম্পর্কে তত্ত্বাবধায়কদের সঙ্গে বিশ্বস্ততার সাথে প্রায়শ আলাপ-আলোচনা করেন না বা তত্ত্বাবধায়কদের দ্বারা প্রদত্ত পরামর্শসমূহকে নির্দ্বিধায় বাস্তবায়ন করেন না। অর্থাৎ, পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়ক এবং পল্লী ঋণ খাতক উভয়ের পল্লী ঋণ তদারকির প্রতি মনোভাব এখনো সম্পূর্ণ সন্তোষজনকভাবে অনুকূল হয় নি।

৭। গ্রামীণ রাজনীতি ও নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা: সুষ্ঠ পল্লী ঋণ তদারকির জন্য পল্লী এলাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের যথা- ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা চেয়ারম্যানদের এবং নির্বাচিত হয়নি এমন প্রভাবশালী মোড়লদের বা ধনী পল্লীবাসীদের অনুকুল সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু দেখা গেছে এদের অনেকেই কুটিল উদ্দেশ্যে একে অপরের বিরুদ্ধে পল্লী ঋণে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়কদের কাজে লাগাতে সচেষ্ট থাকে। ফলে প্রায়শ ভিনদেশী পল্লী ঋণ তদারকগণ এরূপ ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে অপদস্থ হয়ে থাকেন।

অপরপক্ষে, পল্লী এলাকার উল্লিখিত প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ ঋণ মঞ্জুরির সময় তাদের সমর্থক বা আত্মীয়দের ঋণ পাইয়ে দিতে অত্যুৎসাহী ভূমিকা পালন করে, কিন্তু এরূপ ঋণখাতকগণ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বা ঋণের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে এ ব্যাপারে পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়কদের কাজে

Dhaka University Institutional Repository

লাগাতে সচেষ্ট থাকে। ফলে প্রায়শ ভিনদেশী পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়কদেরকে এ অবস্থার উন্নতিকল্পে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য বা এমন কি উৎসাহিতও করেন না।

৮। প্রাসঙ্গিক ও পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব: দেখা গেছে, অনেক ব্যাংক কর্মচারী প্রশিক্ষণ নিয়ে পল্লী ঋণ তদারক হিসেবে মাঠে দায়িত্ব পালন করছেন। কিন্তু তাদের সিংহভাগই সাধারণ ব্যাংকিং কার্যকলাপ বা ব্যাংক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন, অতি কমসংখ্যক পল্লী ঋণ তদারক "পল্লী ঋণ তদারকি" বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছেন। অতএব এদের প্রশিক্ষণ প্রয়শই কার্যসম্পাদনের জন্য অপ্রাসঙ্গিক ও নিষ্ফল প্রমাণিত হয়।

৯। তদারকি ব্যয়: অতীতে ঋণ তদারকি ব্যবস্থা ছিল না। তাই বর্তমানে ঋণ তদারকির জন্য অতিরিক্ত পল্লী ঋণ তদারকির জন্য অতিরিক্ত পল্লী ঋণ তদারক নিয়োগ ও তাদের আনুষঙ্গিক খরচাদি বহন অনেক ব্যাংক কর্মকর্তাই একটি অহেতুক বর্জনীয় ব্যয় বলে মনে করেন। এজন্য অনেকেই পর্যাপ্ত সংখ্যক পল্লী ঋণ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ ও এদের আনুষঙ্গিক খরচাদি বহনে উৎসাহী ভূমিকা পালন করেন না, বরং কোন কোন সময় এহেন উপকারী বিনিয়োগে ব্যক্তিগত তীব্র বাধার সৃষ্টিও করে থাকেন। যথাশীঘ্র সম্ভব সুষ্ঠু পল্লী ঋণ কার্যক্রম একটি লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে গণ্য করা উচিত।

১০। বিচ্ছিন্নভাবে পল্লী ঋণ খাতকদের অবস্থান: পল্লী ঋণ খাতকগণ যত্রতত্র বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকে বিধায় স্বল্পসংখ্যক পল্লী ঋণ তদারকদের দ্বারা সুষ্ঠু তদারকি কার্যক্রম সম্পাদন করা দুরূহ হয়ে পড়ে।

১১। পল্লী ঋণ তদারকদের সীমিত ক্ষমতা: পল্লী ঋণ মঞ্জুরিতে, কিস্তি নির্ধারণে, পরিশোধ তফশীল নির্ণয়ে বা পরিবর্তিত পরিশোধ তফসিল নির্ধারণে পল্লী ঋণ তদারকদের আইনগত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোন ক্ষমতা নেই। তারা এ সকল ব্যাপারে ব্যাংক শাখা ব্যবস্থাপক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তাকে কেবল পরামর্শমূলক কথাই বলতে পারে, সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা না থাকার কারণে যখন তাদের দেয়া অনেক বাস্তব পরামর্শ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্মকর্তা কর্তৃক অগ্রাহ্য হয় তখন পরামর্শদাতা তত্ত্বাবধায়কগণকে পল্লী ঋণ খাতকদের কাছে অপদস্থ হতে হয়।

ফলপ্রসূ পল্লী ঋণ তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তনের কতিপয় সুপারিশমালা:

পল্লী ঋণ কার্যক্রম পল্লীবাসী ঋণখাতকদের জন্য প্রকৃতপক্ষে উপকারী করার নিমিত্তে প্রয়োজন বাস্তবভিত্তিক পল্লী ঋণ তদারকি ব্যবস্থা প্রবর্তন। পূর্বে এ ব্যাপারে কতিপয় সমস্যার উল্লেখ করা হয়েছে। এ সমস্ত সমস্যা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করলে পল্লী ঋণ তদারকি ব্যবস্থা ফলপ্রসূ হবে বলে মনে করার যথেষ্ঠ যুক্তি আছে। নিম্নে কতিপয় সুপারিশ পেশ করা হলো যা

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তবায়ন করা হলে পল্লী ঋণ সরবরাহ সঠিক তদারকিসহ পল্লীবাসীদের অর্থনৈতিক মঙ্গল সাধনে সক্ষম হতে পারে ।

(১) পল্লী ঋণ তদারকি নীতি প্রণয়ন: বিলম্বে হলেও অধুনা পল্লী ঋণ লক্ষ্য ও নীতি বাংলাদেশ সরকার তথা বাংলাদেশ ব্যাংক প্রস্তুত করে থাকে। এ পল্লী ঋণ নীতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত তদারকি সম্পর্কিত। এতে পল্লী ঋণ তদারকির সুস্পষ্ট ধারণা, নীতি-পদ্ধতি, কলা-কৌশল, ব্যাপ্তি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত উদ্দেশ্য, কার্যক্রম ও বিভিন্ন পর্যায়ের তথা পল্লী ঋণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয়, শাখা কার্যালয় ও পল্লী ঋণ তদারকদের নির্দিষ্ট দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা থাকা উচিত।

২) তদারকির উদ্দেশ্য চিহ্নিতকরণ: মহাজনী মনোভাবের দৃষ্টিতে তদারকির মুখ্য উদ্দেশ্য ঋণ পরিশোধ নিশ্চিত করা। কিন্তু স্বাধীন দেশের গ্রাম উন্নয়নে ব্রতী প্রতিষ্ঠানসমূহের পল্লী ঋণ তদারকির উদ্দেশ্যে ঋণের উত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে খাতকের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন করা। আর অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হলে খাতকের পক্ষে ঋণ/ঋণের কিস্তি পরিশোধ করা সহজতর হবে। অতএব, দেখা যাচ্ছে পল্লী ঋণ তদারকির প্রকৃত উদ্দেশ্য হওয়া উচিত খাতকের আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন যাতে সে অর্জিত আশানুরূপ অর্থ প্রবাহ থেকে ঋণ পরিশোধে সক্ষম হয়।

৩) তদারকি পরিদর্শন: শাখা পর্যায়ে পল্লী ঋণ তদারকি সঠিক ভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা তা নিয়মিতভাবে বা আকস্মিকভাবে আঞ্চলিক কার্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ কর্মচারী দ্বারা পরিদর্শিত হওয়া উচিত। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ ব্যাংকেরও আনুরূপভাবে গ্রাম পর্যায়ে পল্লী ঋণে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নমুনা সংখ্যক শাখার তদারকি ব্যবস্থা নিরীক্ষা করে দেখা উচিত।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্প্রসারণ কার্যক্রম

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে এবং পল্লী এলাকার ব্যাপক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এ প্রকল্প দ্রুত দেশের প্রতিটি গ্রামে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য বদ্ধপরিকর।[১৬৮] তাছাড়া অল্প পুঁজি দ্বারা অধিক লোকের চাহিদা পূরণ করা যায় বলে এ প্রকল্পের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের বিনিয়োগ সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। তবে ব্যাংকের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শাখা মেট্রোপলিটন শহরগুলোতে হওয়ায় তাদের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। মেট্রোপলিটন শহরের বাইরে যতগুলো শাখা আছে তার প্রায় সকল শাখার মাধ্যমে এ কার্যক্রম চলছে। নিম্নে ১৯৯৫

---

১৬৮ *পল্লী উন্নয়ন বার্তা*, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৫ সংখ্যা, পৃ. ২

Dhaka University Institutional Repository

সালের শুরু থেকে আগস্ট ২০১০ পর্যন্ত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের সম্প্রসারণ ও অর্জনের ধারা সারণীর মাধ্যমে প্রদত্ত হলো:[১৬৯]

সন	শাখার সংখ্যা	জেলা সংখ্যা	ইউনিয়ন সংখ্যা	গ্রাম সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	মহিলা সদস্যার শতকরা হার	পুঞ্জিভূত বিনিয়োগ বিতরণের পরিমাণ (মিলিয়ন)	বিনিয়োগ স্থিতি (মিলিয়ন)	আদায় হার	সঞ্চয়ের পরিমাণ (মিলিয়ন)	টিউবওয়েল বিতরণের সংখ্যা	স্যানিঃ ল্যাট্রিন বিতরণের সংখ্যা
১৯৯৫	২০	১৭	৭৬	১৩২	১০০০	৯৩	১৩৪	২৩৪	৯৭	৮৯.৫	১৬	১২২
২০০০	৬৯	৪৫	১২৩	২৩৪	১৪৩২	৯৩	১৮৭	২৫৪	৯৮	১০০	৩২৩	১২৫১
২০০৫	১০১	৬০	৫৬৭	৬৭৮	৩৪৫৮	৯৪	৩৫৬৭	৩৪৫	৯৮	১৭৩	৫৬৭২	৩৫৩৪
২০১০	১৫৮	৬১	১২১৮	১১৪৮২	৫২৩৯৪১	৯৫	৩১৮৪৭	৫১১	৯৯	১৭৭.৫	৮২৭৪	৪৪৭২

১৯৯৫ সাল থেকে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প পল্লীর মানুষের দারিদ্র মুক্তির জন্য যে কাজ করে যাচ্ছে সেটা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। অর্থনীতির কঠিন যুদ্ধে নামতে হলে অর্থের বিকল্প নেই। পল্লীর দরিদ্ররা ইসলামী ব্যাংকের পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের জামানত ছাড়া ঋণ নিয়ে পরিপূর্ণভাবে অর্থনৈতিক যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ার সুযোগ পায়। অন্য দিকে বর্তমান অর্থনীতি দেশের অসংখ্য মানুষকে ফেলে রেখে গুটিকয়েক মানুষকে নিয়েই চলছে, দেশের উন্নয়ন পরিপন্থি এ নীতিকে উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিতে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের বিকল্প নেই।

১৬৯ আইবিবিএল এর প্রধান কার্যালয়ের RDS ডিভিশন থেকে তথ্য সংগৃহীত, তারিখ- ০৩.০৪.২০১১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

দারিদ্র বিমোচনে জিবি এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ দারিদ্র বিমোচনে জিবি এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও আইবিবিএল এর পল্লীউন্নয়ন প্রকল্প : গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋণ দানের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংক তাদের যাত্রা শুরু করে। অন্যদিকে আইবিবিএল অন্যান্য সাধারণ ব্যাংকের মতোই তাদের যাত্রা শুরু করে। তবে আইবিবিএল ইসলামী পদ্ধতিতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করে ১৯৯৫ সালে আইবিবিএল গ্রামের মানুষের দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে "পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প" চালু করে। আলোচ্য অধ্যায়ে গস্খাহকগণের দৃষ্টিতে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে উল্লিখিত দুটি ব্যাংকের অবস্থা সম্পর্কে তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য

গ্রামীণ ব্যাংক ও আইবিবিএল থেকে দরিদ্র মানুষেরা যে ঋণ নিচ্ছে তা থেকে তারা কতটা উপকার পাচ্ছে অর্থাৎ দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে এ দুটি ব্যাংক কেমন ভূমিকা রাখছে সে সম্পর্কে একটি মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা করাই এ গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। এর পাশাপাশি অন্যান্য উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

১. জিবি ও আইবিবিএল এর ঋণ প্রদানের ধরন, ক্ষেত্র ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানা।

২. জিবি ও আইবিবিএল থেকে অর্থ নিয়ে মানুষ সে অর্থ কী ধরনের কাজে লাগাচ্ছে তা জানা।

৩. অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে কিনা, হলে তা কি ধরনের সে সম্পর্কে জানা।

৪. একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় সাধারণ পদ্ধতিতে অন্যটি ইসলামী পদ্ধতিতে এটি ঋণগ্রহীতার উপর প্রভাব পড়ে কি না সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া।

৫. দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে কোন্ ব্যাংকের সাফল্য কি রকম সে সম্পর্কিত তথ্য লাভ করা।

গবেষণা পদ্ধতি

কোন কাজ সঠিকভাবে সমাধা করার জন্য পূর্বশর্ত হলো সঠিক পদ্ধতি। পদ্ধতিটি ভালো হলে কাজটি ও ভালো হয়। গবেষণার ক্ষেদ্রে এ তত্ত্ব কথাটি আরো বেশি কার্যকরী। এ গবেষণা কর্মটি একটি প্রাথমিক পর্যায়ের অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। এ গবেষণাটির তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে

Dhaka University Institutional Repository

২০১০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে। রংপুর জেলার অন্তর্গত গ্রামীণ ব্যাংকের তামপাট শাখার ৬০ জন এবং আইবিবিএল এর মাহিগঞ্জ এলাকার ৬০ জন ঋণগ্রহীতার উপর জরিপ চালিয়ে তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রত করা হয়েছে। গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহের কৌশল হিসেবে সরাসরি সাক্ষাৎকার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। উন্মুক্ত প্রশ্নপত্র ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় সম্পাদনার পর সাংকেতীকরণের (Coding) মাধ্যমে প্রাপ্ত উপাত্ত যথাযথভাবে সারণীবদ্ধ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

১। এ প্রশ্নে উত্তর দাতার নাম লেখা হয়েছে।
২। পরিবারের সদস্যদের তথ্য বিশ্লেষণ করা হলো:

২.১ ঋণগ্রহীতার বয়স

ঋণগ্রহীতার বয়স	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
১৫-১৯	৮	৫	১৩.৩	৮.৩
২০-২৪	১৩	১৪	২১.৬	২৩.৩
২৫-২৯	১৪	১৬	২৩.৩	২৬.৬
৩০-৩৪	১২	৭	২০	১১.৬
৩৫-৩৯	৫	৬	৮.৩	১০
৪০-৪৪	৬	৯	১০	১৫
৪৫+	২	৩	৩.৩	৫
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ চলক হচ্ছে বয়স। বয়সের উপর ভিত্তি করেই মানুষের অধিকাংশ কার্যাবলী পরিচালিত হয়। তাই ঋণগ্রহীতাদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করার জন্য বয়স জানা প্রয়োজন।

উপর্যুক্ত সারণীর তথ্যের বিশ্লেষণে বলা যায় যে, ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ২৫-২৯ বছরের সর্বোচ্চ ঋণ গ্রহণ করে। যাদের হার গ্রামীণ ব্যাংক ২৩.৩% ও আইবিবিএল ২৬.৬%। এ তথ্য থেকে দেখা

Dhaka University Institutional Repository

যায় কর্মক্ষমদের মধ্যে ঋণ গ্রহণের মাত্রা বেশি। এ ছাড়া ২৫-১৯ বছরের মধ্যে জিবি ১৩.৩% আইবিবিএল ৮.৩%, ২০-২৪ বচরের মধ্যে জিবি ২১.৬% আইবিবিএল ২৩.৩% । ৩০-৩৪ বছরের মধ্যে জিবি ২০% আইবিবিএল ১১.৬%। ৩৫-৩৯ বছরের মধ্যে ৮.৩% আইবিবিএল ১০%। ৪০-৪৪ বছরের মধ্যে জিবি ১০% আইবিবিএল ১৫% আইবিবিএল ৫%।

২.২ গ্রামীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের পেশা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাসঃ

শিক্ষা / পেশা	নিরক্ষর	সাক্ষর জ্ঞান	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চমাধ্যমিক	মোট
গৃহকর্ম	২ ৩.৩	১০ ১৬.৬	২৫ ৪১.৬	২ ৩.৩	-	৩৯ ৬৫
এনজিও চাকুরি	-	-	২ ৩.৩	৩ ৫	১ ১.৬	৬ ১০
ক্ষুদ্র ব্যবসা	-	৩ ৫	৬ ১০	১ ১.৬	-	১০ ১৬.৬
মাঝারি ব্যবসা	-	-	-	২ ৩.৩	১ ১.৬	৩ ৫
অন্যান্য	১ ১.৬	-	১ ১.৬	-	-	২ ৩.৩
মোট	৩ ৫	১৩ ২১.৬	৩৪ ৫৬.৬	৮ ১৩.৩	২ ৩.৩	৬০ ১০০

* নিচের সংখ্যাটি শতকরা হার নির্দেশক

শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকারে মধ্যে একটি। মানুষের এ শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে তার পেশা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সাধারণত শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতেই মানুষের পেশা নির্ধারিত হয়। জিবির উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশা সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নিরক্ষর উত্তরদাতাদের ৫% ৩.৩% গৃহকর্ম, ১.৬% অন্যান্য কাজে নিয়োজিত। সাক্ষর জ্ঞানদের ২১.৬% মধ্যে গৃহকর্ম ১৬.৬%, ৫% ক্ষুদ্র ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। প্রাথমিক ৫৬.৩% এর মধ্যে গৃহকর্ম ৪১.৬%, এনজিও ৩.৩%, ক্ষুদ্র ব্যবসা ১০% এবং ১.৬% অন্যান্য পেশার সঙ্গে জড়িত। মাধ্যমিক ১৩.৩% এর মধ্যে গৃহকর্ম ৩.৩%, এনজিও চাকুরী ৫%, ক্ষুদ্র ব্যবসা ১.৬%, মাঝারি ব্যবসা ৩.৩%। উচ্চমাধ্যমিক ৩.৩% মধ্যে এনজিও ১.৬% মাঝারি ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ১.৬% উত্তরদাতা।

Dhaka University Institutional Repository

২.৩ ইসলামী ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদের পেশা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাসঃ

শিক্ষা / পেশা	নিরক্ষর	সাক্ষর জ্ঞান	প্রাথমিক	মাধ্যমিক	উচ্চমাধ্যমিক	মোট
গৃহকর্ম	৩ ৫	৯ ১৫	২৪ ৪০	৫ ৮.৩	৩ ৫	৪৫ ৭৫
এনজিও চাকুরি	-	-	-	২ ৩.৩	২ ৩.৩	৪ ৬.৬
ক্ষুদ্র ব্যবসা	-	১ ১.৬	৩ ৫	২ ৩.৩	-	৬ ১০
মাঝারি ব্যবসা	-	-	-	১ ১.৬	৩ ৫	৪ ৬.৬
অন্যান্য	-	-	১ ১.৬	-	-	১ ১.৬
মোট	৩ ৫	১০ ১৬.৬	২৮ ৪৬.৬	১০ ১৬.৬	৮ ১৩.৩	৬০ ১০০

* নিচের সংখ্যাটি শতকরা হার নির্দেশক

ইসলামী ব্যাংকের ক্ষেত্রে নিরক্ষর উত্তরতাতার ৫% এর মধ্যে ৫% জড়িত গৃহকর্মের সঙ্গে। সাক্ষরজ্ঞান ১৬.৬% এর মধ্যে ১৫% গৃহকর্ম করে যা সবচেয়ে বেশি। প্রাথমিক ৪৬.৬% এর মধ্যে বেশি অর্থাৎ ৪০% গৃহকর্মের সাথে জড়িত। ক্ষুদ্র ব্যবসা ৫%, অন্যান্য ১.৬%। মাধ্যমিক ১৬.৬% এর মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক গৃহকর্ম ৮.৩%, এ ছাড়া এনজিও ৩.৩%, ক্ষুদ্র ব্যবসা ৩.৩%, মাঝারি ব্যবসা ১.৬%। উচ্চমাধ্যমিক ১৩.৩% এর মধ্যে সমান সংখ্যক গৃহকর্ম ও মাঝারি ব্যবসা ৫%, এনজিও চাকুরী ৩.৩%।

২.৪ ঋণগ্রহীতার বৈবাহিক অবস্থা সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ঋণগ্রহীতার বৈবাহিক অবস্থা	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
বিবাহিত	৫০	৪৭	৮৩.৩	৭৮.৩
অবিবাহিত	৩	২	৫	৩.৩
বিধবা	৪	৭	৬.৬	১১.৬
তালাক প্রাপ্তা	২	৪	৩.৩	৬.৬
বিচ্ছিন্ন	১	-	১.৬	০০
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

পরিবারের কর্তা ব্যক্তিরাই সাধারণত ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহণ করে। স্ত্রী ঋণগ্রহীতারা ঋণ নিয়ে নিজে ব্যবসা করার পাশাপাশি স্বামীকেও প্রদান করে। উপরের সারণীর তথ্য থেকে প্রতীয়মান গয় যে, সর্বোচ্চ সংখ্যক জিবি ৮৩.৩% ও আইবিবিএল ৭৮.৩% মহিলাই বিবাহিত। এ ছাড়া অবিবাহিতদের মধ্যে জিবি ৫%, আইবিবিএল ১১.৬%, তালাক প্রাপ্তা জিবি ৩.৩%, আইবিবিএল ৬.৬%, বিচ্ছিন্ন জিবি ১.৬%।

উপরের তথ্য থেকে দেখা যায় বিবাহিতরাই বেশি সংখ্যক ঋণ নিয়ে দারিদ্র বিমোচনে এগিয়ে যাচ্ছে। যাতে জিবি ও আইবিবিএল প্রায় কাছাকাছি অবস্থানে রয়েছে।

২.৫ ঋণগ্রহীতার ধর্ম সম্পর্কিত তথ্যের বিশ্লেষণ:

ঋণগ্রহীতার ধর্ম	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
ইসলাম	৫৪	৫৬	৯০	৯৩.৩
হিন্দু	৫	৩	৮.৩	৫
খৃস্টান	১	১	১.৬	১.৬
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

মানুষের ধর্মীয় মূল্যবোধ অন্য সকল মূল্যবোধের চেয়ে বেশি। এটি সর্বাপেক্ষা সংবেদনশীলও বটে। উল্লিখিত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ হিসেবে সর্বোচ্চ

Dhaka University Institutional Repository

সংখ্যক মুসলমান জিবি ৯০%, আইবিবিএল ৯৩.৩% । হিন্দু জিবি ৮.৩% আবিবিএল ৫% খৃষ্টান জিবি ও আইবিবিএল সমান ১.৬% ।

২.৬ ঋণগ্রহীতার পারিবারিক মাসিক আয় সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাসঃ

ঋণগ্রহীতার পারিবারিক মাসিক আয়	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
০১-৪০০০	৩০	২৮	৫০	৪৬.৬
৫০০০-৯০০০	২৫	২৬	৪১.৬	৪৩.৩
১০০০০-১৪০০০	৩	৪	৫	৬.৬
১৫০০০+	২	২	৩.৩	৩.৩
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

ঋণগ্রহীতাদের সার্বিক অবস্থার অন্যতম নির্দেশক হলো পরিবারে মাসিক আয় । প্রাপ্ত তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় ০১-৪০০০ টাকার মধ্যে আয় জিবি ৫০%, আইবিবিএল ৪৬.৬% যা সর্বোচ্চ । ৫০০০-৯০০০ টাকার মধ্যে আর জিবি ৪১.৬%, আইবিবিএল ৪৩.৩% । ১০০০০-১৪০০০ টাকার মধ্যে আয় জিবি ৫%, আইবিবিএল ৬.৬% । ১৫০০০ এর উপরে আয় জিবি ও আইবিবিএল ৩.৩% একই রকম ।

লেখ চিত্র নং- ১ : আয়তলেখ চিত্রে পারিবারিক মাসিক আয়ের ভিত্তিতে জিবির উত্তরদাতাদের বিন্যাসঃ

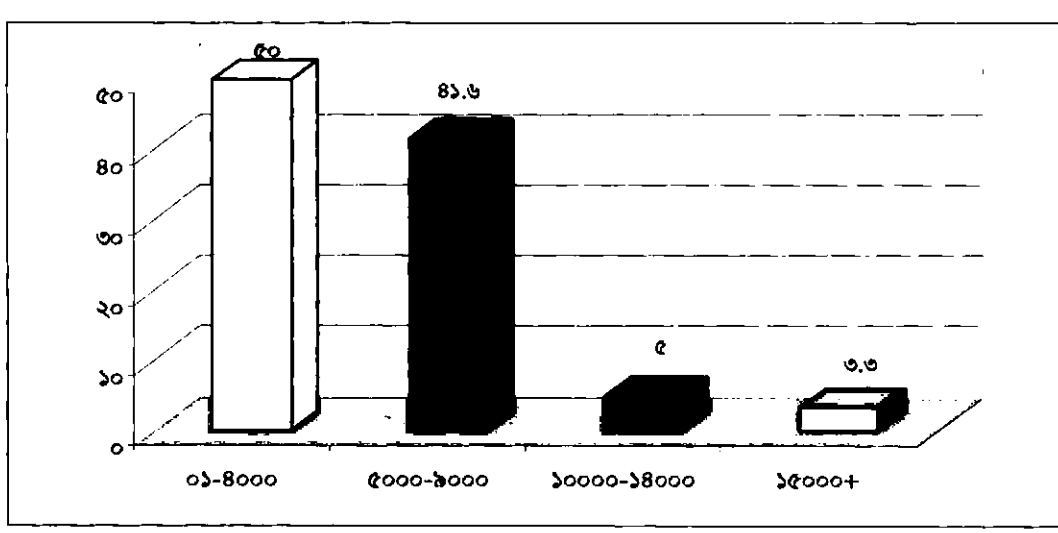

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র নং- ২: আয়তলেখ চিত্রে পারিবারিক মাসিক আয়ের ভিত্তিতে আবিবিএল এর উত্তরদাতাদের বিন্যাস:

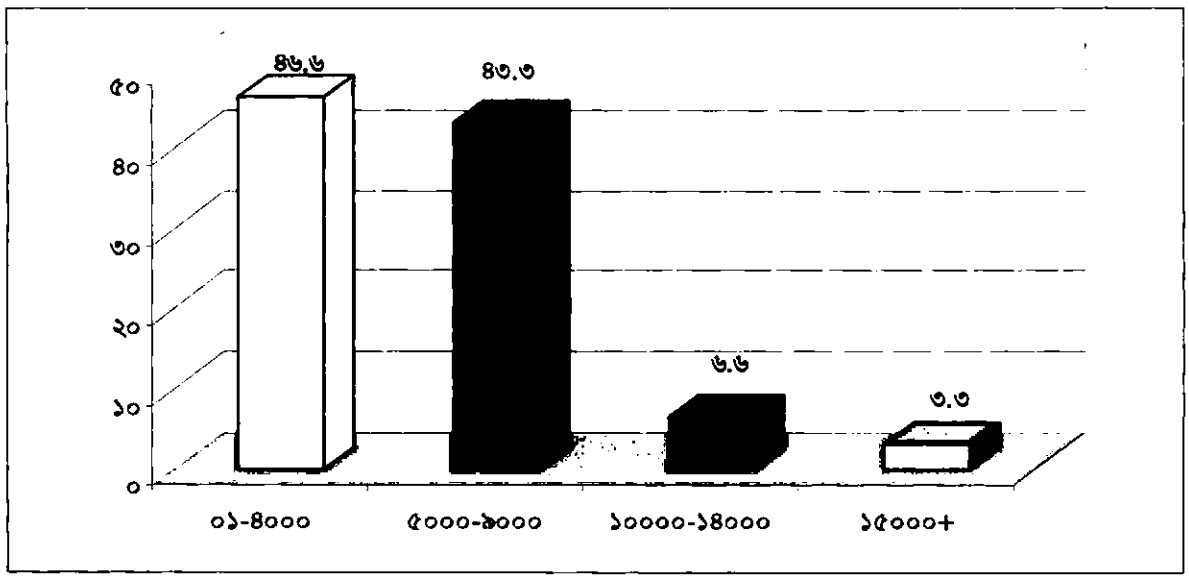

ঋণগ্রহীতার অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাস:

৩। ঋণগ্রহীতা কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে কি না এ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

আপনি কি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৬০	৬০	১০০	১০০
না	-	-		
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

গবেষণা জরিপের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় ৬০ জন উত্তরদাতার মধ্যে সবাই ঋণগ্রহণ করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৪ । ঋণগ্রহীতা যে যে প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছে এ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

আপনি কোন্ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক/ N= ৬০	ইসলামী ব্যাংক/ N=৬০	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
গ্রামীণ ব্যাংক	৬০	১	১০০	১.৬
ইসলামী ব্যাংক	-	৬০	-	১০০
ব্রাক	১২	৩	২০	৫
আশা	৭	-	১১.৬	-
প্রশিকা	২	-	৩.৩	-

* একাধিক উত্তর

এ প্রশ্নে যারা ইসলামী ব্যংক থেকে ঋণ নিয়েছে কেবল তাদের নিকট থেকেই তথ্য গ্রহণ করা হয়েছে তাই এ প্রশ্নের উত্তর ও শত ভাগ। তবে জিবির গ্রাহকগণ জিবির পাশা পাশি অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকেও ঋণ নিয়েছে তা হলো, ব্রাক (২০%), আশা (১১.৬%), প্রশিকা (৩.৩%) এবং আইবিবিএলের গ্রাহকগণ গ্রামীণ ব্যাংক (১.৬%), আশা থেকে (৫%) ঋণ গ্রহণ করেছে।

৫ । ঋণগ্রহীতা অন্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণের কারণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ঋণ গ্রহণের কারণ	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
সুদ কম	৩০	২৯	৫০	৪৮.৩
পরিচিত লোক থাকায়	২০	১৩	৩৩.৩	২১.৬
পদ্ধতি ভালো	৫	৫	৮.৩	৮.৩
ব্যবহার ভালো	৩	১	৫	১.৬
ইসলামী পদ্ধতি	-	১২	-	২০
অন্যান্য	২	-	৩.৩	-
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপর্যুক্ত সারণীর তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, সুদ কম থাকায় ঋণ গ্রহণ করেছে যথাক্রমে জিবি (৫০%), আইবিবিএল (৪৮.৩%)। পরিচিত লোক থাকায় যথাক্রমে, জিবি (৩৩.৩%), আইবিবিএল (২১.৬%)। পদ্ধতি ভালো জিবি ও আইবিবিএল (৮.৩%) একই রকম। ব্যবহার ভালো, জিবি (৫%), আইবিবিএল (১.৬%)। ইসলামী পদ্ধতির ক্ষেত্রে আইবিবিএল (২০%)। অন্যান্য জিবি (৩.৩%)।

৬। ঋণগ্রহীতা যার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন সে তথ্যের বিন্যাস:

মাধ্যম	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
নিজ উদ্যোগে	১০	৬	১৬.৬	১০
ফিল্ড অফিসার	১৬	১০	২৬.৬	১৬.৬
ইউপি সদস্য	১	-	১.৬	-
আত্মীয়	৮	১৪	১৩.৩	২৩.৩
সমিতি	২৪	৩০	৪০	৫০
অন্যান্য	১	-	১.৬	-
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের সারণির তথ্য থেকে দেখা যায় যে, নিজ উদ্যোগে যথাক্রমে, জিবি (১৬.৬%), আইবিবিএল (১০%)। ফিল্ড অফিসারের মাধ্যমে যথাক্রমে, জিবি (২৬.৬%), আইবিবিএল (১৬.৬%)। ইউপি সদস্যের মাধ্যমে জিবি (১.৬%)। আত্মীয়ের মাধ্যমে যথাক্রমে ১৩.৩% আইবিবিএল ২৩.৩%। সমিতির মাধ্যমে যথাক্রমে, জিবি ৪০%, আইবিবিএল ৫০%। অন্যান্য জিবি ১.৬%।

৭। এ যাবত গৃহীত ঋণের পরিমাণ সংক্রন্ত তথ্যের বিন্যাস:

সর্বশেষ ঋণ গ্রহণ (টাকায়)	যত বার ঋণ গৃহীত হয়েছে		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
৫০০০-৯০০০	৮	১২	১৩.৩	২০
১০০০০-১৪০০০	২৩	২০	৩৮.৩	৩৩.৩
১৫০০০-১৯০০০	১৪	১২	২৩.৩	২০

Dhaka University Institutional Repository

২০০০০-২৪০০০	৫	৭	৮.৩	১১.৬
২৫০০০-২৯০০০	৭	৫	১১.৬	৮.৩
৩০০০০+	৩	৪	৫	৬.৬
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্য সারণি থেকে দেখা যায় ১০০০০-১৪০০০ টাকার মধ্যে সর্বোচ্চ সংখ্যক ঋণগ্রহণ করেছে তা যথাক্রমে, জিবি ৩৮.৩% আইবিবিএল ৩৩.৩% । এছাড়া ৫০০০-৯০০০ টাকার মধ্যে যথাক্রমে, জিবি ১৩.৩% আইবিবিএল ২০% । ১৫০০০-১৯০০০ টাকার মধ্যে যথাক্রমে জিবি ২৩.৩% ও আইবিবিএল ২০% । ৩০০০০ টাকার উপরে যথাক্রমে, জিবি ৫% ও আইবিবিএল ৬.৬% ।

লেখচিত্র নং-৩ : দন্ড চিত্রের সাহায্যে গ্রামীণ ব্যাংকের এ যাবত গৃহীত ঋণের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস:

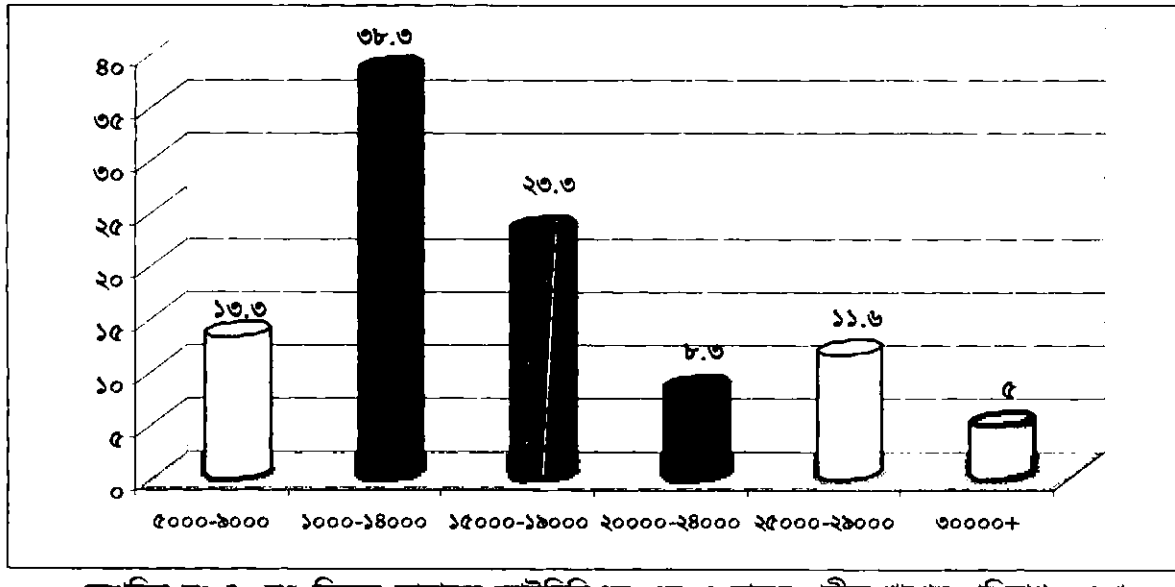

লেখচিত্র নং-৪: দণ্ড চিত্রের সাহায্যে আইবিবিএল এর এ যাবত গৃহীত ঋণের পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্যের বিন্যাস:

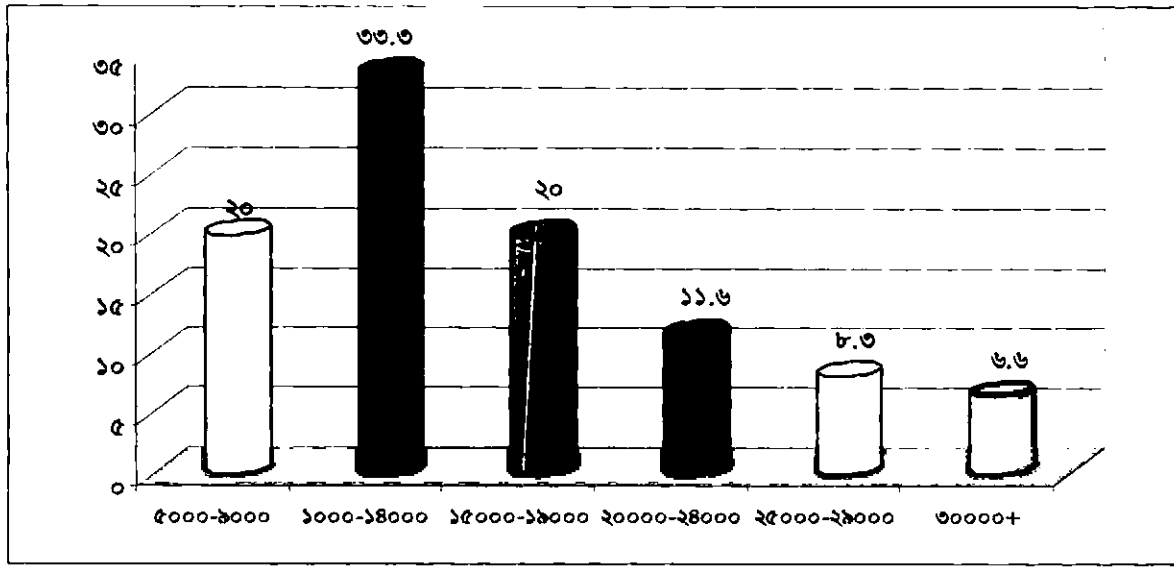

Dhaka University Institutional Repository

৮। ঋণগ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করেছে সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

আপনি কোন উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করেছেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
ক্ষুদ্র ব্যবসা	১২	১৫	২০	২৫
মাঝারি ব্যবসা	৫	৬	৮.৩	১০
গবাদি পশুপালন	১৬	১০	২৬.৬	১৬.৬
হাঁস-মুরগীর খামার	৬	৭	১০	১১.৬
নার্সারী	৪	৩	৬.৬	৫
কৃষি চাষাবাদ	১০	১৪	১৬.৬	২৩.৩
মৎস্য চাষ	২	৩	৩.৩	৫
গৃহ নির্মাণ	৪	২	৬.৬	৩.৩
অন্যান্য	১	-	১.৬	-
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ব্যবসায় যথাক্রমে জিবি ২০% ও আইবিবিএল ২৫%। মাঝারি ব্যবসায় যথাক্রমে জিবি ৮.৩% ও আইবিবিএল ১০%। গবাদি পশুপালন যথাক্রমে জিবি ২৬.৬% ও আইবিবিএল ১৬.৬%। হাঁস-মুরগীর খামার যথাক্রমে জিবি ১০% ও আইবিবিএল ১১.৬%। নার্সারী যথাক্রমে জিবি ৬.৬% ও আইবিবিএল ৫%। কৃষি চাষাবাদ যথাক্রমে জিবি ১৬.৬% ও আইবিবিএল ২৩.৬%। মৎস্য চাষ যথাক্রমে জিবি ৩.৩% আইবিবিএল ৫%। গৃহ নির্মাণ যথাক্রমে ৬.৬% আইবিবিএল ৩.৩%। অন্যান্য জিবি ১.৬%।

৯। ঋণগ্রহীতা যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছেন সে উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা খরচ করেছেন কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণের টাকা খরচ করেছেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৪৫	৫০	৭৫	৮৩.৩

Dhaka University Institutional Repository

না এর পাশাপাশি অন্য উদ্দেশ্যে খরচ করেছি	৭ ৮	৪ ৬	১১.৬ ১৩.৩	৬.৬ ১০
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণের টাকা বিনিয়োগ করেছে যথাক্রমে জিবি ৭৫% আইবিবিএল ৮৩.৩% । উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে নাই যথাক্রমে জিবি ১১.৬% আইবিবিএল ৬.৬% । এর পাশাপাশি অন্য উদ্দেশ্যে খরচ করেছে যথাক্রমে জিবি ১৩.৩% আইবিবিএল ১০% ।

লেখ চিত্র নং- ৫: পিরামিড চিত্রে গ্রামীণ ব্যাংকের উত্তরদাতা যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছেন সে উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা খরচ করেছেন কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

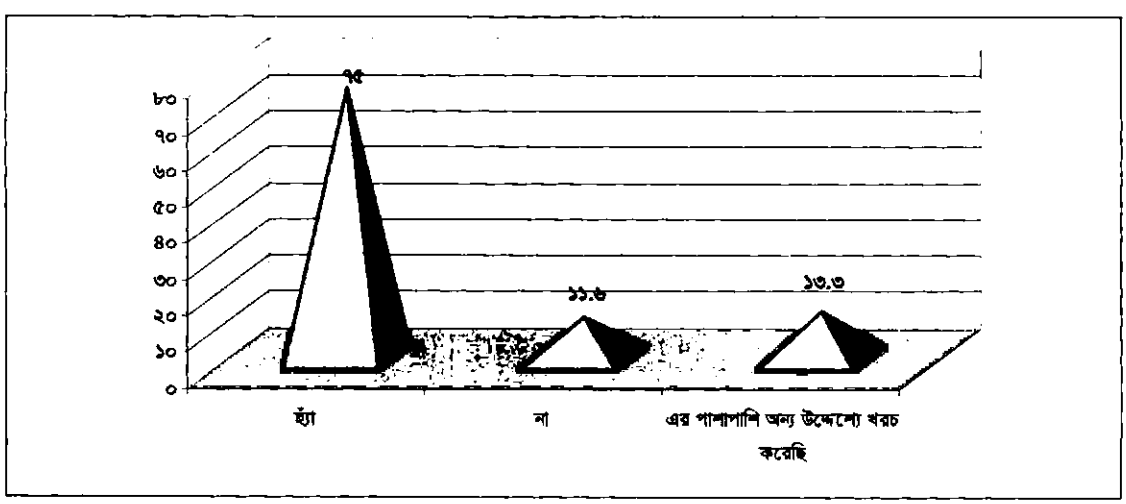

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র নং-৬: পিরামিড চিত্রে আইবিবিএল এর উত্তরদাতা যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছেন সে উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা খরচ করেছেন কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

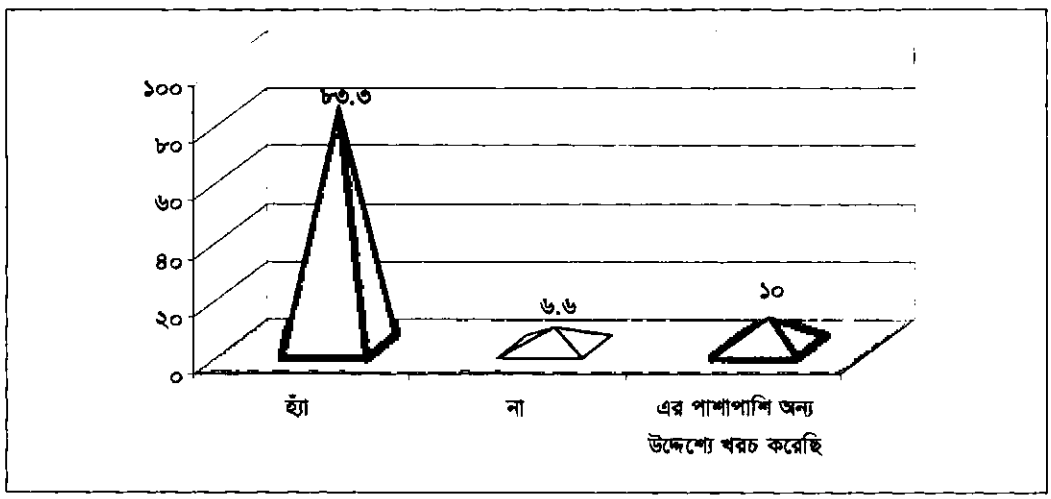

১০। ঋণগ্রহীত যে খাতে ঋণের টাকা ব্যবহার করেছে সে তথ্যের বিন্যাস:

আপনি কোন খাতে ঋণের টাকা খরচ করেছেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
ক্ষুদ্র ব্যবসা	৯	১০	১৫	১৬.৬
মাঝারি ব্যবসা	৫	৬	৮.৩	১০
গবাদি পশুপালন	১২	১০	২০	১৬.৬
হাঁস-মুরগীর খামার	৬	১০	১০	১৬.৬
নার্সারী	৪	৩	৬.৬	৫
সবজি চাষ	১০	১৪	১৬.৬	২৩.৩
মৎস্য চাষ	২	৩	৩.৩	৫
গৃহ নির্মাণ	৮	২	১৩.৩	৩.৩
অন্যান্য	৪	২	৬.৬	৩.৩
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষুদ্র ব্যবসা যথাক্রমে জিবি ১৫% আইবিবিএল ১৬.৬%। মাঝারি ব্যবসা যথাক্রমে জিবি ৮.৩% আইবিবিএল ১০%। গবাদি পশুপালন যথাক্রমে

Dhaka University Institutional Repository

জিবি ২০% আইবিবিএল ১৬.৬% । হাঁস-মুরগীর খামার যথাক্রমে জিবি ১০% আইবিবিএল ১৬.৬% । নার্সারী যথাক্রমে জিবি ৬.৬% আইবিবিএল ৫% । সবজি চাষ যথাক্রমে জিবি ১৬.৬% আইবিবিএল ২৩.৩% । মৎস্য চাষ যথাক্রমে জিবি ৩.৩% আইবিবিএল ৫% । গৃহ নির্মাণ যথাক্রমে জিবি ১৩.৩% আইবিবিএল ৩.৩% । অন্যান্য যথাক্রমে জিবি ৬.৬% আইবিবিএল ৩.৩% ।

১১ । ঋণ গ্রহণের পরে ঋণগ্রহীতার ভিতর কোন মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ঋণ নেওয়ার পরে আপনার ভিতর কোন মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় কি না?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	২১	১০	৩৫	১৬.৬
না	৩৪	৪৬	৫৬.৬	৭৬.৬
জানিনা	৫	৪	৮.৩	৬.৬
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মানসিক চাপের ক্ষেত্রে হাঁ এর উত্তরে যথাক্রমে জিবি ৩৫% আইবিবিএল ১৬.৬% । না এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৫৬.৬% আইবিবিএল ৭৬.৬% । জানিনা এর উত্তর যথাক্রমে ৮.৩ আইবিবিএল ৬.৬ । ফলাফলে দেখা যায় যে আইবিবিএল এর চেয়ে জিবির ঋণগ্রহীতাদের মানসিক চাপ বেশি ।

লেখ চিত্র নং-৭ : পাই চিত্রের মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকের উত্তরদাতার ঋণ গ্রহণের পরে কোন মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

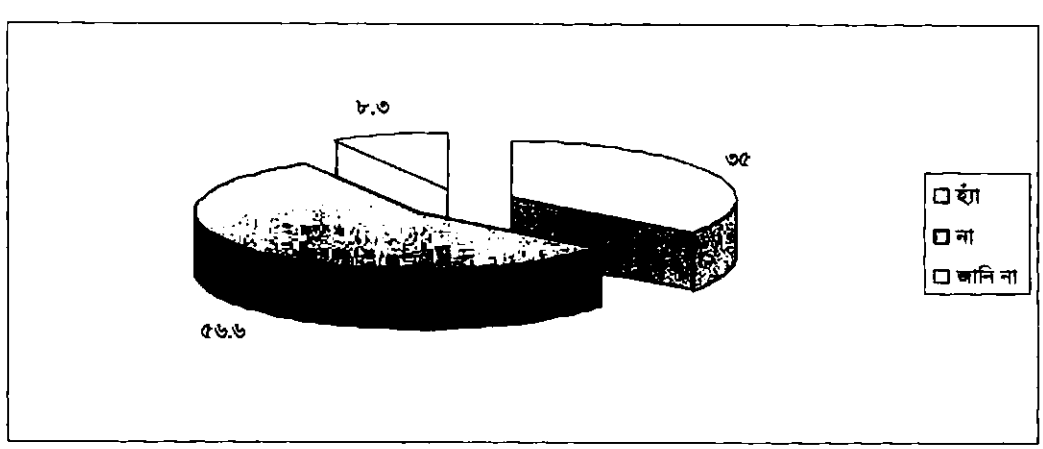

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র নং-৮: পাই চিত্রের মাধ্যমে ইসলামী ব্যাংকের উত্তরদাতার ঋণ গ্রহণের পরে কোন মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

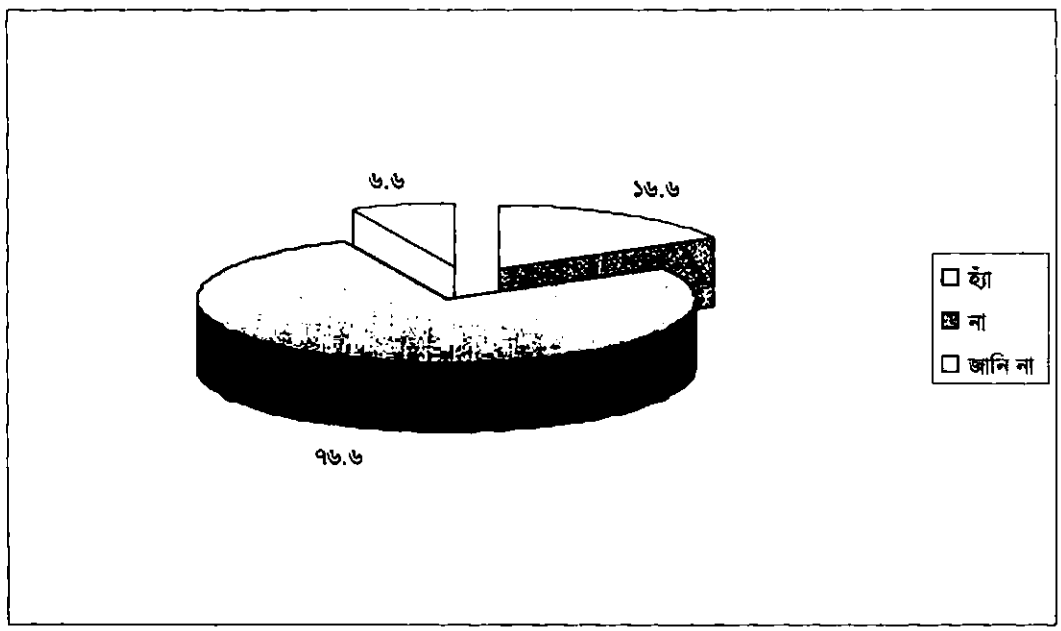

১২। ঋণ গ্রহণের পর মানসিক চাপের সৃষ্টি হলে তার ধরন কেমন সে সম্পকিত তথ্যের বিন্যাস:

মানসিক চাপের ধরন কেমন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক/ N=২১	ইসলামী ব্যাংক/ N=১০	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
টাকা পরিশোধের চিন্তা	১৯	৯	৯০.৪	৯০
ধর্মের নেতিবাচক প্রভাব	৮	-	৩৮.০	০০
প্রতিবেশী কর্তৃক উপহাস	২	৫	৯.৫	৫০
হিনমন্যতা	১	৪	৪.৭	৪০
অন্যান্য	৩	২	১৪.২	২০

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, টাকা পরিশোধের চিন্তা যথাক্রমে জিবি ৯০.৪% আইবিবিএল ৯০%। ধর্মের নেতিবাচক প্রভাব জিবি ৩৮%। প্রতিবেশী কর্তৃক উপহাস যথাক্রমে জিবি ৯.৫% আইবিবিএল ৫০%। হিনমন্যতা যথাক্রমে জিবি ৪.৭% আইবিবিএল ৪০%। অন্যান্য জিবি ১৪.২% আইবিবিএল ২০%।

Dhaka University Institutional Repository

১৩। ঋণগ্রহীতা নিয়মিত ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পেরেছেন কি না? সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

আপনি নিয়মিত ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পেরেছেন কি না?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৫০	৫৩	৮৩.৩	৮৮.৩
না	১০	৭	১৬.৬	১১.৬
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাঁ এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৮৩.৩% আইবিবিএল ৮৮.৩%। না এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ১৬.৬% আইবিবিএল ১১.৬%।

১৪। ঋণের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে না পারার পেছনের কারণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

পরিশোধ করতে না পারার পেছনের কারণ গুলো কি কি?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N=১০	ইসলামী ব্যাংক N=৭	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
পরিশোধ করার মত পর্যাপ্ত আয় হচ্ছে না	৭	৭	৭০	১০০
পারিবারিক খরচ মেটাতে গিয়ে আয়ের সব টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে	৬	৫	৬০	৭১.৪
অন্যান্য	৩	৪	৩০	৫৭.১

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, পরিশোধ করার মত পর্যাপ্ত আয় হচ্ছে না যথাক্রমে জিবি ৭০% আইবিবিএল ১০০%। পারিবারিক খরচ মেটাতে গিয়ে আয়ের সব টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে যথাক্রমে ৬০% আইবিবিএল ৭১.৪%। অন্যান্য যথাক্রমে জিবি ৩০% আইবিবিএল ৫৭.১%।

Dhaka University Institutional Repository

১৫। ঋণগ্রহীতা ঋণের টাকা পরিশোধ করতে কি কি উপায় অবলম্বন করেছে সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ঋণের টাকা পরিশোধ করতে কি কি উপায় অবলম্বন করেছেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
ক্ষেতের ফসল বিক্রি করেছি	৫	৩	৮.৩	৫
গাছ বিক্রি করেছি	-	১	-	১.৬
গহনা বিক্রি করেছি	২	-	৩.৩	-
গরু -ছাগল বিক্রি করেছি	৩	৪	৫	৬.৬
এন.জি.ও থেকে ঋণ নিয়েছি	৬	-	১০	-
প্রতিবেশী হতে ধার নিয়েছি	৩	৫	৫	৮.৩
ঘর বিক্রি করেছি	১	-	১.৬	-
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ক্ষেতের ফসল বিক্রি করেছি এর উত্তরে যথাক্রমে জিবি ৮.৩% আইবিবিএল ৫%। গাছ বিক্রি করেছি এর উত্তরে আইবিবিএল ১.৬%। গহনা বিক্রি করেছি এর উত্তরে জিবি ৩.৩%। গরু -ছাগল বিক্রি করেছি এর উত্তরে যথাক্রমে জিবি ৫% আইবিবিএল ৬.৬%। এন.জি.ও থেকে ঋণ নিয়েছি এর উত্তরে জিবি ১০%। প্রতিবেশীর নিকট থেকে ধার নিয়েছি এর উত্তরে যথাক্রমে জিবি ৫% আইবিবিএল ৮.৩%। ঘর বিক্রি করেছি জিবি ১.৬।

১৬। ভবিষ্যতে আরো ঋণ গ্রহণের ইচ্ছা আছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ভবিষ্যতে আরো ঋণ গ্রহণের ইচ্ছা আছে কি না?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৫৬	৫৭	৯৩.৩	৯৫
না	৩	৩	৫	৫
জানিনা	১	-	১.৬	-
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

Dhaka University Institutional Repository

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাঁ এর উত্তরে যথাক্রমে জিবি ৯৩.৩% আইবিবিএল ৯৫% । না এর উত্তরে যথাক্রমে জিবি ৫% আইবিবিএল ৫% । জনিনা এর উত্তর জিবি ১.৬% ।

১৭ । ভবিষ্যতে আরো ঋণগ্রহণের ইচ্ছা থাকলে সর্বশেষ ঋণ গ্রহণের উৎস থেকে ঋণ নেয়া সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ইচ্ছা থাকলে সর্বশেষ ঋণগ্রহণের উৎস থেকে ঋণ নিবেন কিনা?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৫৩	৫৫	৮৮.৩	৯১.৬
না	৫	৩	৮.৩	৫
জানিনা	২	২	৩.৩	৩.৩
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাঁ এর উত্তরে যথাক্রমে জিবি ৮৮.৩% আইবিবিএল ৯১.৬% । না এর উত্তরে জিবি ৮.৩% আইবিবিএল ৫% । জানিনা এর উত্তরে জিবি ৩.৩% আইবিবিএল ৩.৩% ।

১৮ । সর্বশেষ উৎস থেকে আবার ঋণ নেয়ার কারণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

সর্বশেষ উৎস থেকে আবার ঋণ নেয়ার পেছনের কারণগুলো উল্লেখ করুন	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N=৫৩	ইসলামী ব্যাংক N=৫৫	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
সুদ কম	৬	১০	১০	১৬.৬
মানসিক চাপ কম	৪	৬	৬.৬	১০
পরিবারের সম্মতি	১৮	৩	৩০	৫
ইসলামী পদ্ধতি	-	২৪	০০	৪০
ঋণ পাওয়া সহজ	১৭	৫	২৮.৩	৮.৩
ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ভালো	৬	২	১০	৩.৩
অফিসারদের ব্যবহার ভালো	২	৫	৩.৩	৮.৩

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

Dhaka University Institutional Repository

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, সুদ কম জিবি ১০% আইবিবিএল ১৬.৬% । মানসিক চাপ কম জিবি ৬.৬% আইবিবিএল ১৬.৬% । পরিবারের সম্মতি জিবি ৩০% আইবিবিএল ৫% । ইসলামী পদ্ধতি আইবিবিএল ৪০% । ঋণ পাওয়া সহজ জিবি ২৮.৩% আইবিবিএল ৮.৩% । ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ভালো জিবি ১০% আইবিবিএল ৩.৩% । অফিসারদের ব্যবহার ভালো জিবি ৩.৩% আইবিবিএল ৮.৩% ।

১৯ । সর্বশেষ উৎস থেকে আবার ঋণ না নেওয়ার কারণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

সর্বশেষ উৎস থেকে আবার ঋণ না নেওয়ার কারণ উল্লেখ করুন	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N=৫	ইসলামী ব্যাংক N=৩	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
মানসিক চাপ বেশি	৩	১	৬০	৩৩.৩
পরিবারের সম্মতি নেই	১	২	১	৬৫.৬
প্রতিষ্ঠানের অনিচ্ছা	১	-	১	-

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, মানসিক চাপ বেশি জিবি ৬০% আইবিবিএল ৩৩.৩% । পরিবারের সম্মতি নেই জিবি ১% আইবিবিএল ৬৫.৬% । প্রতিষ্ঠানের অনিচ্ছা জিবি ১% ।

দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কিত তথ্যাবলীর বিন্যাস:

২০ । ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে ঋণগ্রহীতার পরিবারের লাভ হয়েছে কিনা সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে আপনার পরিবারের লাভ হয়েছে কিনা?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৫০	৫৩	৮৩.৩	৮৮.৩
না	৪	৫	৬.৬	৮.৩
জানিনা	৬	২	১০	৩.৩
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাঁ এর উত্তরে জিবি ৮৩.৩% আইবিবিএল ৮৮.৩% । না এর উত্তরে জিবি ৬.৬% আইবিবিএল ৮.৩% । জানিনা এর উত্তরে জিবি ১০% আইবিবিএল ৩.৩% ।

Dhaka University Institutional Repository

২১। ঋণের টাকা বিনিয়োগের পর ঋণগ্রহীতার পরিবারের ঐ টাকা থেকে কি পরিমাণ লাভ হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

লাভের পরিমাণ	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
০০০-১০০০	২	১	৩.৩	১.৬
১০০০-৩০০০	৩	৬	১৫	১০
৩০০০-৫০০০	১০	১০	১৬.৬	১৬.৬
৫০০০-১০০০০	২৫	১৮	৪১.৬	৩০
১০০০০-১৫০০০	৫	৬	৮.৩	১০
১৫০০০-২০০০০	৩	৫	৫	৮.৩
২০০০০-৩০০০০	১	৪	১.৬	৬.৬
৩০০০০+	১	৩	১.৬	৫
মোট	৫০	৫৩	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ০০০-১০০০ টাকার মধ্যে লাভ যথাক্রমে জিবি ৩.৩% আইবিবিএল ১.৬%। ১০০০-৩০০০ টাকার মধ্যে যথাক্রমে জিবি ১৫% আইবিবিএল ১০%। ৩০০০-৫০০০ টাকার মধ্যে যথাক্রমে ১৬.৬% আইবিবিএল ১৬.৬%। ৫০০০-১০০০০ টাকার মধ্যে যথাক্রমে জিবি ৪১.৬% আইবিবিএল ৩০%। ১০০০০-১৫০০০ টাকার মধ্যে যথাক্রমে ৮.৩% আইবিবিএল ১০%। ১৫০০০-২০০০০ টাকার মধ্যে যথাক্রমে জিবি ৫% আইবিবিএল ৮.৩%। ২০০০০-৩০০০০ টাকার মধ্যে জিবি ১.৬% আইবিবিএল ৫%। ৩০০০০টাকার উপরে যথাক্রমে জিবি ১.৬% আইবিবিএল ৫%।

লেখ চিত্র নং-৯: আয়তলেখ চিত্রের সাহায্যে ঋণের টাকা বিনিয়োগের পর গ্রমীণ ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার পরিবারের ঐ টাকা থেকে কি পরিমাণ লাভ হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

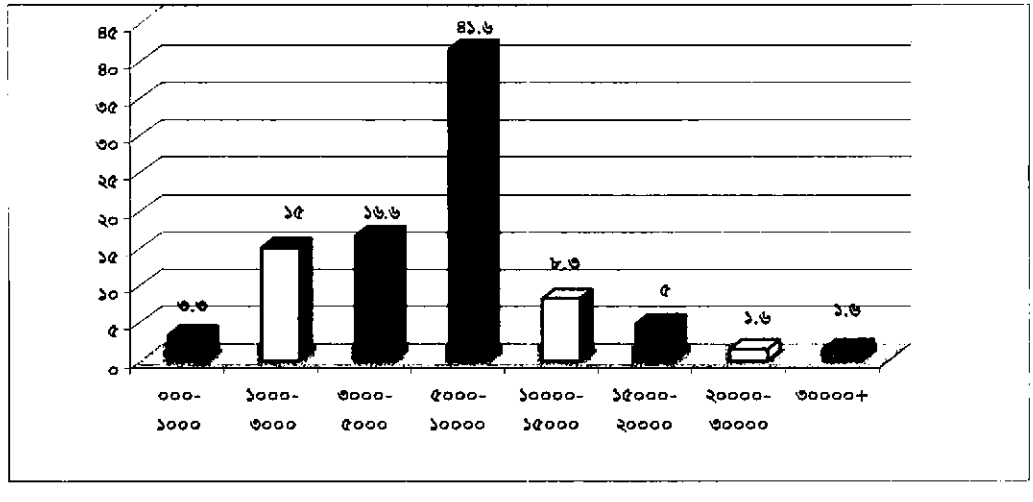

Dhaka University Institutional Repository

লেখ চিত্র নং-১০: আয়তলেখ চিত্রের সাহায্যে ঋণের টাকা বিনিয়োগের পর ইসলামী ব্যাংকের ঋণগ্রহীতার পরিবারের ঐ টাকা থেকে কি পরিমাণ লাভ হয়েছে সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

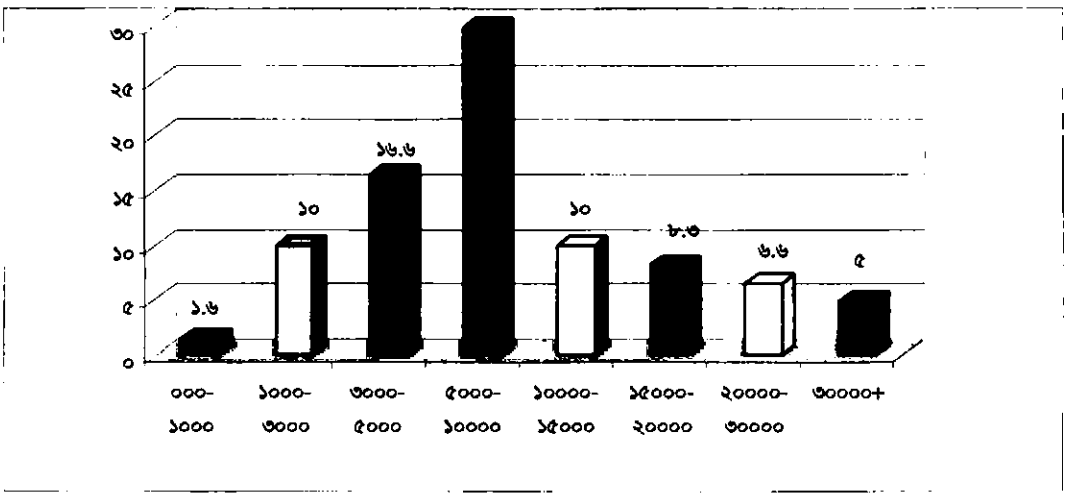

২২। ক্ষতি হলে ক্ষতির পরিমাণ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ক্ষতির পরিমাণ	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
৩০০০-৫০০০	২	২	৫০	৪০
৫০০০-১০০০০	১	২	২৫	৪০
১০০০০-১৫০০০	১	১	২৫	২০
মোট	৪	৫	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, ৩০০০-৫০০০ টাকার মধ্যে ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে জিবি ৫০% আইবিবিএল ৪০%। ৫০০০-১০০০০ টাকার মধ্যে ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে জিবি ২৫% আইবিবিএল ৪০%। ১০০০০-১৫০০০ টাকার মধ্যে ক্ষতি হয়েছে যথাক্রমে জিবি ২৫% আইবিবিএল ২০%।

Dhaka University Institutional Repository

২৩। ঋণের টাকা ব্যবহারে ঋণগ্রহীতার আর্থিক/সামাজিক অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কি না তার বিন্যাস:

আপনার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে কি না?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৪৯	৫১	৮১.৬	৮৫
না	৭	৫	১১.৬	৮.৩
জানিনা	৪	৪	৬.৬	৬.৬
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাঁ এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৮১.৬% আইবিবিএল ৮৫% । না এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ১১.৬% আইবিবিএল ৮.৩% । জানিনা এর উত্তর ৬.৬% আইবিবিএল ৬.৬% ।

২৪। ঋণগ্রহীতার আর্থিক/সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হলে সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

পরিবর্তনের ধরন	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N=৪৯	ইসলামী ব্যাংক N=৫১	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
আয় বেড়েছে	৪৩	৪২	৮৭.৭	৮২.৩
কর্মসংস্থান সৃষ্টি	৪	৬	৮.১	১১.৭
ছেলে-মেয়েদের পড়া-লেখার সুযোগ বৃদ্ধি	৬	৫	১২.২	৯.৮
সচেতনতা বৃদ্ধি	১৪	১৯	২৮.৫	৩৭.২
পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ	৫	২	১০.২	৩.৯
ভালো চিকিৎসা	৩	২	৬.১	৩.৯
সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি	৩০	৩৫	৬১.৬	৬৮.৬

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

Dhaka University Institutional Repository

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, আয় বেড়েছে এ প্রশ্নের উত্তরে যথাক্রমে জিবি ৮৭.৭% আইবিবিএল ৮২.৩% । কর্মসংস্থান সৃষ্টি জিবি ৮.১% আইবিবিএল ১১.৭% । ছেলে-মেয়েদের পড়া-লেখার সুযোগ বৃদ্ধি হয়েছে জিবি ১২.২% আইবিবিএল ৯.৮% । সচেতনতা বৃদ্ধি হয়েছে জিবি ২৮.৫% আইবিবিএল ৩৭.২% । পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ জিবি ১০.২% আইবিবিএল ৩.৯% । ভালো চিকিৎসা জিবি ৬.১% আইবিবিএল ৩.৯% । সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি জিবি ৬১.৬% আইবিবিএল ৬৮.৬% ।

২৫ । আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে কারণগুলো সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

কারণ উল্লেখ করুন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N=৭	ইসলামী ব্যাংক N=৫	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
বিনিয়োগ সুবিধার অভাব	২	৩	২৮.৫	৬০
পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব	৪	৪	৫৭.১	৮০
ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যয়	২	১	২৮.৫	২০
প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাধা গ্রস্থ	১	২	১৪.২	৪০

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বিনিয়োগ সুবিধার অভাব জিবি ২৮.৫% আইবিবিএল ৬০% । পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব জিবি ৫৭.১% আইবিবিএল ৮০% । ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যয় ২৮.৫% আইবিবিএল ২০% । প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাধাগ্রস্ত জিবি ১৪.২% ৪০% ।

২৬ । ঋণের টাকা ব্যবহারে আর্থিক/সামাজিক অবস্থার নেতিবাচক পরিবর্তন হয়ে থাকলে তার ধরন সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

ধরণ গুলো কি রকম?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N=৭	ইসলামী ব্যাংক N=৫	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
আয় কমেছে	৪	৪	৫৭.১	৮০
কর্মসংস্থান হারিয়েছি	১	-	১৪.২	-
আরো ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে	২	২	২৮.৫	৪০
সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে	৪	৩	৫৭.১	৬০
গাছপালা বিক্রি করে ফেলেছি	৩	২	৪২.৫	৪০

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

Dhaka University Institutional Repository

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আয় কমেছে জিবি ৫৭.১% আইবিবিএল ৮০% । কর্মসংস্থান হারিয়েছি জিবি ১৪.২% । আরো ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে জিবি ২৮.৫% আইবিবিএল ৪০% । সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে জিবি ৫৭.১% আইবিবিএল ৬০% । গাছপালা বিক্রি করে ফেলেছি ৪২.৫% আইবিবিএল ৪০% ।

২৭ । বর্তমানে ঋণগ্রহীতার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন বলে মনে করেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
স্বচ্ছল	৩০	৩৬	৫০	৬০
অস্বচ্ছল	১২	১১	২০	১৮.৩
একই রকম	১০	১০	১৬.৬	১৬.৬
জানিনা	৮	৩	১৩.৩	৫
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, স্বচ্ছল জিবি ৫০% আইবিবিএল ৬০% । অস্বচ্ছল জিবি ২০% আইবিবিএল ১৮.৩% । একই রকম জিবি ১৬.৬% আইবিবিএল ১৬.৬% । জানিনা জিবি ১৩.৩% আইবিবিএল ৫% ।

২৮ । বর্তমানে ঋণগ্রহীতার পরিবারের আয় বেড়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

আয় বেড়েছে কি না?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৪৮	৫০	৮০	৮৩.৩
না	১২	১০	২০	১৬.৬
মোট	৬০	৪০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাঁ এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৮০% আইবিবিএল ৮৩.৩% । না এর উত্তর জিবি ২০% আইবিবিএল ১৬.৬% ।

Dhaka University Institutional Repository

২৯। বর্তমানে ঋণগ্রহীতার পরিবারের আয় বাড়লে সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

বাড়লে তা কি রকম?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
খুব কম	৯	১৪	১৮.৭৫	২৮
কম	২৩	২৬	৪৭.৯	৫২
বেশি	৪	৫	৮.৩	১০
খুব বেশি	১	-	২.০	-
জানিনা	১১	৫	২২.৯	১০
মোট	৪৮	৫০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, খুব কম এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ১৮.৭৫% আইবিবিএল ২৮%। কম জিবি ৪৭.৯% আইবিবিএল ৫২%। বেশি জিবি ৮.৩% আইবিবিএল১০%। খুব বেশি জিবি ২%। জানিনা জিবি ২২.৯% আইবিবিএল ১০%।

৩০। আপনি কি মনে করেন এই আয় পর্যাপ্ত? এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

আপনি কি মনে করেন এই আয় পর্যাপ্ত?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৪৪	৪৭	৭৩.৩	৭৮.৩
না	১২	৭	২০	১১.৬
জানিনা	৪	৬	৬.৬	১০
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাঁ এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৭৩.৩% আইবিবিএল ৭৮.৩%। না এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ২০% আইবিবিএল ১১.৬%। জানিনা এর উত্তর জিবি ৬.৬% আইবিবিএল ১০%।

Dhaka University Institutional Repository

৩১। ঋণ গ্রহণের পরে ঋণগ্রহীতার পরিবারের যে দিকটি অর্জিত হয়েছে তার তথ্যবিন্যাস:

নিম্নোক্ত কোন দিকটি অর্জিত হয়েছে?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N=৪০	ইসলামী ব্যাংক N=৪৫	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
নিজ বাড়ি	১০	১২	২৫	২৬.৬
কৃষি জমি বেড়েছে	৫	৬	১২.৫	১০
উন্নত ঘর	৩	৪	৭.৫	৬.৬
নিরাপদ পায়খানা	৪	৩	৬.৬	৫
হাঁস-মুরগীর আধিক্য	৫	৬	৮.৩	১৩.৩
গরু-ছাগলের আধিক্য	৬	৬	১০	১৩.৩
পড়া লেখার মান বৃদ্ধি	১০	৮	২৫	১৭.৭
চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছি	৪	৫	১০	১১.১
ছেলে/মেয়ে বিয়ে দিয়েছি	৩	৫	৭.৫	১১.১

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নিজ বাড়ি জিবি ২৫% আইবিবিএল ২৬.৬%। কৃষি জমি বেড়েছে জিবি ১২.৫% আইবিবিএল ১০%। উন্নত ঘর জিবি ৭.৫% আইবিবিএল ৬.৬%। নিরাপদ পায়খানা জিবি ৬.৬% আইবিবিএল ৫%। হাঁস-মুরগীর আধিক্য জিবি ৮.৩% আইবিবিএল ১৩.৩%। গরু-ছাগলের আধিক্য জিবি ১০% আইবিবিএল ১৩.৩%। পড়া লেখার মান বৃদ্ধি জিবি ২৫% আইবিবিএল ১৭.৬%। চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছি জিবি ১০% আইবিবিএল ১১.১%। ছেলে/মেয়ে বিয়ে দিয়েছি জিবি ৭.৫% আইবিবিএল ১১.১%।

Dhaka University Institutional Repository

৩২। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঋণগ্রহীতার অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে কি না সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৩৫	৩২	৫৮.৩	৫৩.৩
না	৬	৮	১০	১৩.৩
পূর্বের চেয়েও নাজুক	৪	১	৬.৬	১.৬
জানিনা	১০	৯	১৬.৬	১৫
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাঁ এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৫৮.৩% আইবিবিএল ৫৩.৩%। না এর উত্তর জিবি১০% আইবিবিএল ১৩.৩%। পূর্বের চেয়েও নাজুক জিবি ৬.৬% আইবিবিএল ১.৬%। জানিনা এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ১৬.৬% আইবিবিএল ১৫%।

৩৩। আপনি কি মনে করেন ঋণ গ্রহণের পর আপনার সামাজিক মর্যাদার উন্নতি হয়েছে? এ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

সামাজিক মর্যাদার উন্নতি হয়েছে?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৪৭	৫০	৭৮.৩	৮৩.৩
না	৬	৪	১০	৬.৬
জানিন	৭	৬	১১.৬	১০
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাঁ এর উত্তর জিবি ৭৮.৩% আইবিবিএল ৮৩.৩%। জানিনা এর উত্তর জিবি ১১.৬% আইবিবিএল ১০%।

Dhaka University Institutional Repository

৩৪ । যদি আপনি উপার্জন করেন সেটা আপনার স্বামী/স্ত্রী পছন্দ করেন? এ সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস:

আপনার উর্পাজন আপনার স্বামী/স্ত্রী পছন্দ করেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৪৭	৪২	৭৮.৩	৭০
না	৮	১৩	১৩.৩	২১.৬
জানিনা	৫	৫	৮.৩	৮.৩
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাঁ এর উত্তর জিবি ৭৮.৩% আইবিবিএল ৭০% । না এর উত্তর জিবি ১৩.৩% আইবিবিএল ২১.৬% । জানিনা এর উত্তর জিবি ৮.৩% আইবিবিএল ৮.৩% ।

৩৫ । স্বামী/স্ত্রীকে সংসারের জন্য উপার্জন করতে হবে এ সম্পর্কিত প্রশ্নের তথ্যবিন্যাস:

স্বামী/স্ত্রীকে সংসারের জন্য উপার্জন করতে হবে এটি কি আপনি সমর্থন করেন?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৪৮	৪৬	৮০	৭৬.৬
না	৩	৪	৫	৬.৬
জানিনা	৯	১০	১৫	১৬.৬
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাঁ এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৮০% আইবিবিএল ৭৬.৬% । না এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৫% আইবিবিএল ৬.৬% । জানিনা এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ১৫% আইবিবিএল ১৬.৬% ।

Dhaka University Institutional Repository

উত্তরদাতার সুপারিশ সংক্রান্ত তথ্যাবলীর বিন্যাসঃ

৩৬। আপনার মতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি/পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প আপনার অর্থনৈতিক মুক্তির সমাধান কি না? এ প্রশ্নের তথ্য বিন্যাসঃ

আপনার অর্থনৈতিক মুক্তির সমাধান কি না?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
হাঁ	৪৬	৪৮	৭৬.৬	৮০
না	৮	৬	১৩.৩	১০
জানিনা	৬	৮	১০	১৩.৩
মোট	৬০	৬০	১০০	১০০

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, হাঁ এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ৭৬.৬% আইবিবিএল ৮০%। না এর উত্তর যথাক্রমে জিবি ১৩.৩% আইবিবিএল১০%। জানিনা এর উত্তর জিবি ১০% আইবিবিএল ১৩.৩%।

৩৭। কিভাবে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি/ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প আরো কার্যকর করা যায়, এ উত্তরের তথ্যবিন্যাসঃ

কিভাবে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি/ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প আরো কার্যকর করা যায়?	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N= ৪৫	ইসলামী ব্যাংক N= ৪০	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
ঋণের পরিমাণ বাড়ানো দরকার	৫	৬	১১.১	১৫
কিস্তি পরিশোধের সময় বাড়ানো দরকার	৪	৩	৬.৬	৭.৫
সুদের/মুনাফার পরিমাণ কমানো দরকার	২৪	২০	৪০	৫০
ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি সংশোধন করা দরকার	৩	২	৫	৫
সরকারি ব্যবস্থাপনায় তদারকি করা দরকার	৬	৭	১৩.৩	১৭.৫
সরকারি সুযোগ সুবিধা বাড়ানো দরকার	১৫	১৩	৩৩.৩	৩২.৫

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

Dhaka University Institutional Repository

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ঋণের পরিমাণ বাড়ানো দরকার জিবি ১১.১% আইবিবিএল ১৫%। কিস্তি পরিশোধের সময় বাড়ানো দরকার জিবি ৬.৬% আইবিবিএল ৭.৫%। সুদের/মুনাফার পরিমাণ কমানো দরকার জিবি ৪০% আইবিবিএল ৫০%। ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি সংশোধন করা দরকার জিবি ও আইবিবিএল ৫%। সরকারি ব্যবস্থাপনায় তদারকি করা দরকার জিবি ১৩.৩% আইবিবিএল ১৭.৫%। সরকারি সুযোগ সুবিধা বাড়ানো দরকার ৩৩.৩% আইবিবিএল ৩২.৫%।

৩৮। ক্ষুদ্র ঋণ/পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

সমস্যা সমূহ	ঘটন সংখ্যা		শতকরা হার	
	গ্রামীণ ব্যাংক N= ২০	ইসলামী ব্যাংক N= ২০	গ্রামীণ ব্যাংক	ইসলামী ব্যাংক
সুদের/মুনাফার পরিমাণ বেশি	১৩	৪	৬৫	২০
কেন্দ্র অফিস নেই	-	১৪	-	৭০
বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না	৫	৭	২৫	৩৫
সদস্যদের আক্ষরিক জ্ঞান দান করা হয় না	৩	৬	১৫	৩০
ঋণ তদারকি ও পরামর্শদাতার অভাব	১২	১৫	৬০	৭৫

* একাধিক উত্তর প্রযোজ্য

উপরের তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, সুদের/মুনাফার পরিমাণ বেশি জিবি ৬৫% আইবিবিএল ২০%। কেন্দ্র অফিস নেই আইবিবিএল ৭০%। বিনিয়োগ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় না জিবি ২৫% আইবিবিএল ৩৫%। সদস্যদের আক্ষরিক জ্ঞান দান করা হয় না জিবি১৫% আইবিবিএল ৩০%। ঋণ তদারকি ও পরামর্শদাতার অভাব জিবি ৬০% আইবিবিএল ৭৫%।

Dhaka University Institutional Repository

গবেষণার সারসংক্ষেপ

দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থা ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কে এ গবেষণা কর্মটি পরিচালিত হয়েছে। এ গবেষণা প্রতিবেদনের পরিসংখ্যানিক বিশ্লেষণ হতে দেখা যায়, ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে ৬৫ ভাগই গৃহকর্মের সঙ্গে জড়িত এবং আইবিবিএল এর ৭৫ ভাগই গৃহ কর্মের সঙ্গে জড়িত। অথচ দারিদ্র বিমোচনের জন্য ঋণ গ্রহীতাকে কোন না কোন ব্যবসায়িক খাতে ঋণের অর্থ বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু গবেষণা জরিপের তথ্য থেকে জানা যায় উভয় প্রতিষ্ঠানের বেশির ভাগ ঋণগ্রহীতাই গৃহকর্ম করে যা দারিদ্র মুক্তির জন্য আশংকা জনক (সারণি- ২.২ ও ২.৩ দ্রষ্টব্য)। এক্ষেত্রে আইবিবিএল জিবির চেয়ের ঝুকিপূর্ণ অবস্থায় আছে।

জিবির ২০ ভাগ ঋণগ্রহীতা অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছে। একাধিক প্রতিষ্ঠন থেকে ঋণ গ্রহণের ফলে একাধিক দিন সাপ্তাহিক কিস্তি দিতে হয়। একজন দরিদ্র মানুষের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যয় মেটানোর পরে সপ্তাতে ৪ দিন মোটা অঙ্কের টাকার কিস্তি দেওয়া কষ্টকর হয়। ফলে দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে আশঙ্কা দেয়া যায়। তবে আইবিবিএলের ঋণগ্রহীতাদের মধ্যে মাত্র ৫ ভাগ অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিয়েছে। যা জিবির চেয়ে কম আশংকাজনক (সারণি-৪ দ্রষ্টব্য)।

যে উদ্দেশ্যে ঋণের অর্থ গ্রহণ করেছে সে উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ করলে অর্থনৈতিকভাবে বেশি সফল হওয়া যায়, এক্ষেত্রে অবশ্য আইবিবিএল জিবির চেয়ে এগিয়ে আছে। অর্থাৎ আইবিবিএল ৮৩.৩% ও জিবি ৭৫% (সারণি- ৯ দ্রষ্টব্য)।

ঋণের অর্থ ঠিকমত কাজে লাগাতে না পারলে ঋণগ্রহীতার জন্য সে ঋণ মানসিক দুশ্চিন্তার কারণ হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের বেশি সংখ্যক ঋণগ্রহীতা যেহেতু উদ্দেশ্য অনুযায়ী ঋণের অর্থ কাজে লাগাতে পারে নি তাই তাদের মধ্যে দুঃশ্চিন্তাও বেশি অর্থাৎ জিবি ৩৫% আইবিবিএল ১৬.৬% (সারণি- ১১ দ্রষ্টব্য)।

ঋণের অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে দুই ব্যাংকের অবস্থা প্রায় একই। অর্থাৎ জিবি ৮৩.৩% আইবিবিএল ৮৮.৩% (সারণি- ১৩ দ্রষ্টব্য)।

ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পারলেই আবার ঋণ পাওয়া যায়। তাই উপরোক্ত তথ্যে ঋণ পরিশেধের অবস্থা দেখে বলা যায় দারিদ্র বিমোচনে দুটি ব্যাংকের কার্যক্রমই সম্ভাবনাময়। আর এ জন্যই দেখা যায় দুটি ব্যাংকের বেশিরভাগ গ্রাহকই লাভবান হয়েছে অর্থাৎ জিবি ৮৩.৩% আইবিবিএল ৮৮.৩% (সারণি- ২০ দ্রষ্টব্য)।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জিত হলে সামাজিক মর্যাদারও উন্নতি হয়। গবেষণা জরিপ থেকে সে তথ্যই পাওয়া গেছে (সারণি- ৩৩ দ্রষ্টব্য)। আর সে জন্যই জিবির ৭৬.৬% এবং আইবিবিএল এর ৮০% ঋণগ্রহীতা মনে করেন ঋণগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তির সমাধান পাওয়া যায় (সারণি- ৩৬ দ্রষ্টব্য)।

প্রত্যেকটা জিনিসের যেমন ভালো দিক রয়েছে তেমন খারাপ দিকও রয়েছে। খারপ দিকগুলো থেকে বিরত থাকতে পারলেই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জিত হয়। জিবি এবং আইবিবিএল এর ক্ষেত্রে ও কিছু কিছু সমস্যা আছে (সারণি- ৩৮ দ্রষ্টব্য)। এ সমস্যাসমূহ দূর করতে পারলে জিবি এবং আইববিএিল এর মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন আরো বেগবান হতে পারে।

সুপারিশমালা

দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে জিবি ও আইবিবিএল এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তার উপর ভিত্তি করে নিম্নোক্ত সুপারিশসমূহ উপস্থাপন করা হলো:

১. সুদের পরিমাণ কমাতে হবে।
২. ঋণ তদারকি বাড়াতে হবে।
৩. ঋণ প্রদানে জটিলতা কমাতে হবে।
৪. যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে।
৫. ঋণদাতা ও গ্রহীতার মধ্যে সম্পর্ক বাড়াতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

দরিদ্র মানুষ তার দক্ষতাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারে না শুধু পুঁজির অভাবে। পুঁজর ভিৎ ছাড়া যে দক্ষতা সেটা পুঁজিপতির ইচ্ছা ও প্রয়োজনের উপর নির্ভরশীল। আর এ দক্ষতাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে গ্রামীণ ব্যাংক ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড। আর্থিক প্রতিষ্ঠান দুটির সফলতা উর্দ্ধমূখী। তবে গ্রামীণ ব্যাংক ইসলামী ব্যাংকের চেয়ে বেশি আর্থিক বিনিয়োগ এবং পুরাতন হওয়ায় শক্তিশালী অবস্থানে আছে। কিন্তু ইসলামী ব্যাংক ইসলামী শারী'আহ্ভিত্তিক পরিচালিত হওয়ায় এবং ঋণনীতি তুলনামূলক ঋণগ্রহীতাদের নিকট সহজ হওয়ায় দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

বিশেষ করে দরিদ্র মহিলাদের মুক্তির জন্য প্রশংসনীয় ভূমিকা রাখছে এ দুঁটি প্রতিষ্ঠান। কারণ দারিদ্র যাদের কাছে সবচেয়ে নিষ্ঠুর রূপে দেখা দেয় তারা হলো মহিলা। অভাবের দিনে স্বামীও নিখোঁজ হয়ে যায়। বাপ তার অভূক্ত সন্তানদের মুখোমুখি না হবার জন্যে পালিয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু মা তা পারেন না। একজন দরিদ্র মহিলাকে যেভাবে সারাজীবন ধরে অভাবের মোকাবেলা করতে হয়, অন্য কাউকে সেভাবে করতে হয় না। সে জন্য অভাব দূর করার সামান্যতম সুযোগ পাওয়া গেলে একজন দরিদ্র মহিলা যেভাবে সেটাকে আঁকড়ে ধরে, একজন দরিদ্র পুরুষ সেরকম করে না। মহিলারা ভবিষ্যৎ নিয়ে পুরুষের চেয়ে বেশি চিন্তা করে। আর এ জন্যই ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে এ দুটি প্রতিষ্ঠানে মহিলারাই অগ্রাধিকার পান। গ্রামীণ ব্যাংকের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও আইবিবিএল এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প সত্যিই দেশের প্রকৃত কল্যাণে নিয়োজিত।

প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমে ঋণদানের ক্ষেত্রে যে নীতি অবলম্বন করা হয় তাতে সব অর্থ সামান্য কিছু বিত্তশালীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে দারিদ্র তো কমে না বরং বৈষম্য আরো বেড়ে যায়। শিল্পপতিদের হাতে যে অর্থ যায় সে অর্থ বিলাসী ভোগ্য পণ্য গাড়ি/বাড়ি ইত্যাদিতে ব্যয়িত হয়। আর বাকি যে অংশ বিনিয়োগ করা হয় সেটার সিংহভাগ ব্যয়িত হয় বিদেশি প্রযুক্তি নির্ভর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ক্রয়ে। আমদানি করতে ব্যয়সহ সে দেশের বিশেষজ্ঞদের আনতে, পুষতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। আবার নষ্ট হলে যন্ত্রাংশ ক্রয় ব্যয়, এটি চালাতে বিশেষ ধরনের কাঁচামাল ক্রয় বাবদ ব্যয়, সবমিলে বেশির ভাগই গেল বিদেশে। আর ভোগ্য পণ্যের জন্য যে ব্যয় তাওতো গেল বিদেশি সামগ্রী ক্রয়ে। এ বিলাস দ্রব্যকে তরতাজা রাখার জন্য আনুসংঙ্গিক যা-কিছু লাগবে সেটাও বছর বছর ধরে বিদেশ থেকে আনতে হবে। শিল্পপতিদের হাতে দেশের যে টাকাটা বিনিয়োগের জন্য গেল সেটা ঘুরে ফিরে বিদেশেই চলে গেল। আর শিল্প কারখানায় যে দরিদ্রদের কর্মসংস্থান হলো সে টাকা দিয়ে একজন শ্রমজীবির বস্তির ঘরভাড়া এবং চাল কিনতেই নাভিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

উঠে যায়। ফলে দরিদ্র মানুষ দরিদ্রই থেকে গেল, দারিদ্র তাকে আজীবন অক্টোপাসের মতো বেঁধে রাখল।

এ ধরনের দারিদ্র চক্র থেকে মুক্তির লক্ষ্যে অসংখ্য দরিদ্র ব্যক্তির হাতে বিনিয়োগের জন্য অর্থ দিয়ে দরিদ্র মুক্তির প্রকৃত ব্যবস্থাই করছে এ দু'টি প্রতিষ্ঠান। দরিদ্র ব্যক্তিদের ক্ষুদ্র শিল্পের কাঁচামাল থেকে শুরু করে যন্ত্রপাতির সবই দেশে তৈরি হয়। ফলে দেশের টাকা দেশেই থেকে যায় । দেশের সার্বিক উন্নয়নের সাথে সাথে দারিদ্রমুক্তিও সম্ভব হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সাক্ষাৎকার অনুসূচি

দারিদ্র বিমোচনে গ্রামীণ ব্যাংক এর ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প : গ্রাহক দৃষ্টিকোণ

আই.ডি নং: ----------

এ অংশে উত্তরদাতা এবং তার পরিবারের সদস্যদের তথ্য সংগ্রহ করা হবে

১। উত্তরদাতার নাম: পুং = ১
স্ত্রী = ২

গ্রাম: ইউনিয়ন: উপজেলা:
জেলা:

২। পরিবারের সদস্যদের তথ্য

নং	বয়স (বছর)	লিঙ্গ (পু:১, ম:২)	সম্পর্ক (কোড বসান)	শিক্ষাগত যোগ্যতা (বছরে)	পেশা (কোড বসান)	বৈবাহিক অবস্থা (কোড বসান)	গড় মাসিক আয়	ধর্ম (কোড বসান)
০১								
০২								
০৩								
০৪								
০৫								
০৬								
০৭								
০৮								

পেশার কোড: সরকারি চাকুরি=১, বেসরকারি চাকুরি =২, এনজিও চাকুরি =৩ ক্ষুদ্র ব্যবসা =৪, মাঝারি ব্যবসা =৫, বড় ব্যবসা =৬, কৃষক=৭, মৎস্যজীবী =৮, দিনমজুর=৯, গৃহিনী = ১০, ছাত্র=১১, বেকার=১২, শিশু (৫ বছরের নীচে)=১৩, রিক্সা/ভ্যান/গাড়ি চালক=১৪, অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)=১৫
সম্পর্ক কোড: স্ত্রী=১, স্বামী=২, মেয়ে=৩, ছেলে=৪, বাবা=৫, মা=৬, ছেলের বৌ=৭, ভাই=৮, বোন=৯
বৈবাহিক অবস্থা: বিবাহিত=১, অবিবাহিত=২, বিধবা=৩, তালাকপ্রাপ্ত=৪, বিপত্নীক=৫, বিচ্ছিন্ন=৬
ধর্ম কোড: ইসলাম=১, হিন্দু=২, খ্রিস্টান=৩, বৌদ্ধ=৪, অন্যান্য=৫

এ অংশে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হবে

৩। আপনি কি কোন প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন?

১। হ্যাঁ ২। না

৪। আপনি কোন্ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন?

১।গ্রামীণ ব্যাংক ২। ইসলামী ব্যাংক ৩। অন্যান্য (উল্লেখ করুন)

Dhaka University Institutional Repository

৫। কেন আপনি অন্য প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তে এ প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করেছেন?

১। সুদ কম ২। পরিচিত লোক থাকায় ৩। পদ্ধতি ভালো ৪। ব্যবহার ভালো ৫। ইসলামী পদ্ধতি

৬। অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)... ... ...

৬। আপনি কার মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হলেন?

১। নিজ উদ্যোগে ২। ফিল্ড অফিসার ৩। ইউপি সদস্য ৪। আত্মীয়

৫। সমিতি ৬। অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ... ...

৭। আপনি এ যাবত কতবার ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং গৃহীত ঋণের পরিমাণ কত?

ক্রমিক	উৎস (কোড)	ঋণের পরিমাণ (টাকায়)
১		
২		
৩		
৪		
৫		
৬		

গ্রামীণ ব্যাংক =১, ইসলামী ব্যাংক =২, ব্রাক =৩ আসা =৪, পিকেএসএফ =৫, কারিতাস =৬, ঠেঙ্গামারা=৭,প্রশিকা=৮,বি আর ডি বি=৯, অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)... ... ... =১০

৮। আপনি কোন উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করেছেন? (কোড বসান)

ক্রমিক	কোড	ক্রমিক	কোড
১		৪	
২		৫	
৩		৬	

ক্ষুদ্র ব্যবসা=১, মাঝারি ব্যবসা =২, বড় ব্যবসা =৩, গবাদি পশুপালন ও পরিচর্যা =৪, হাঁস-মুরগীর খামার=৫ ক্ষুদ্র শিল্প =৬, মাঝারি শিল্প=৭ নার্সারী =৮, সবজি চাষ=৯, মৎস্য চাষ =১০, রেশম চাষ=১১, গৃহ নির্মাণ=১২, শিক্ষা ঋণ=১৩, অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)=১৪

৯। যে উদ্দেশ্যে ঋণ নিয়েছেন সে উদ্দেশ্যে ঋণের টাকা খরচ করেছেন কি না?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। এই উদ্দেশ্যের পাশা পাশি অন্য উদ্দেশ্যে খরচ করেছি

Dhaka University Institutional Repository

১০। আপনি কোন খাতে ঋণের টাকা খরচ করেছেন?

কোড নং	খাত	কোড নং	খাত	কোড নং	খাত
১	ক্ষুদ্র ব্যবসা	৭	মাঝারি শিল্প	১৩	শিক্ষার জন্য
২	মাঝারি ব্যবসা	৮	নার্সারীতে বিনিয়োগ	১৪	অন্যের ঋণ পরিশোধে
৩	বড় ব্যবসা	৯	সবজি চাষ	১৫	বিয়ের যৌতুক
৪	গবাদি পশুপালন ও পরিচর্যা	১০	মৎস্য চাষ	১৬	রোগের চিকিৎসা
৫	হাঁস-মুরগী ক্রয়	১১	রেশম চাষ	১৭	বিদেশ যাওয়ার জন্য
৬	ক্ষুদ্র শিল্প	১২	গৃহ নির্মাণ	১৮	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

১১। ঋণ নেওয়ার পরে আপনার ভিতর কোন মানসিক চাপের সৃষ্টি হয় কি না?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

১২। মানসিক চাপের ধরন কেমন?

কোড নং	চাপের ধরন	কোড নং	চাপের ধরন
১	টাকা পরিশোধের চিন্তা	৪	হিনমন্যতা
২	ধর্মের নেতীবাচক প্রভাব	৫	প্রযোজ্য নয়
৩	প্রতিবেশী কর্তৃক উপহাস	৬	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন).....

১৩। আপনি নিয়মিত ঋণের টাকা পরিশোধ করতে পেরেছেন কি না?

১। হ্যাঁ ২। না

১৪। ঋণের টাকা নিয়মিত পরিশোধ করতে না পারার পেছনের কারণগুলো কি কি?

১। পরিশোধ করার মত পর্যাপ্ত আয় হচ্ছে না ২। পারিবারিক খরচ মেটাতে গিয়ে আয়ের সব টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে

৩। প্রযোজ্য নয় ৪। অন্যান্য(নির্দিষ্ট করুন) .....

১৫। ঋণের টাকা পরিশোধ করতে আপনি কি কি উপায় অবলম্বন করেছেন?

কোড নং	সমস্যার ধরণ	কোড নং	সমস্যার ধরণ	কোড নং	সমস্যার ধরণ
১	ক্ষেতের ফসল বিক্রি করেছি	৮	ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ধার নিয়েছি	১৫	জমি লিজ দিয়েছি
২	জমি বিক্রি করেছি	৯	এন.জি.ও থেকে ঋণ নিয়েছি	১৬	গহনা বন্ধক রেখেছি

Dhaka University Institutional Repository

৩	গাছ বিক্রি করেছি	১০	প্রতিবেশীর নিকট থেকে ধার নিয়েছি	১৭	ঘর বিক্রি করেছি
৪	গহনা বিক্রি করেছি	১১	আত্মীয় স্বজনের নিকট থেকে ধার নিয়েছি	১৮	প্রযোজ্য নয়
৫	আগাম মাছ বিক্রি করেছি	১২	ঔষধের দোকান থেকে ধার নিয়েছি	১৯	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)..
৬	গরু ছাগল বিক্রি করেছি	১৩	ফল ফলাদি বিক্রি করেছি		
৭	দাদন ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ধার নিয়েছি	১৪	জমি বন্ধক দিয়েছি		

১৬। ভবিষ্যতে আরো ঋণ গ্রহণের ইচ্ছা আছে কি না?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

১৭। ইচ্ছা থাকলে সর্বশেষ ঋণ গ্রহণের উৎস থেকে ঋণ নিবেন কিনা?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। প্রযোজ্য নয় ৪। জানিনা

১৮। সর্বশেষ উৎস থেকে আবার ঋণ নেয়ার পেছনের কারণগুলো উল্লেখ করুন?

১. সুদ কম ২. মানসিক চাপ কম ৩. পরিবারের সম্মতি ৪. ইসলামী পদ্ধতি

৫. ঋণ পাওয়া সহজ ৬. ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ভালো ৭. অফিসারদের ব্যবহার ভালো

৮. প্রযোজ্য নয় ৯. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ... ...

১৯। সর্বশেষ উৎস থেকে আবার ঋণ না নেওয়ার কারণ উল্লেখ করুন

১. সুদ বেশি ২. মানসিক চাপ বেশি ৩. পরিবারের সম্মতি নেই ৪. সুদী পদ্ধতি

৫. ঋণ পাওয়া কঠিন ৬. ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি ভালো৭. অফিসারদের ব্যবহার ভালো না

৮. প্রতিষ্ঠানের অনিচ্ছা ৯. সামাজিক বাধা ১০. প্রযোজ্য নয় ১১. অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন)

এ অংশে দারিদ্র বিমোচন সম্পর্কিত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হবে

২০। ঋণের টাকা বিনিয়োগ করে আপনার পরিবারের লাভ হয়েছে কিনা?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

২১। ঋণের টাকা বিনিয়োগের পর আপনার পরিবারের ঐ টাকা থেকে কি পরিমাণ লাভ হয়েছে?

টাকার পরিমাণ

২২। ক্ষতি হলে কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে?

টাকার পরিমাণ

Dhaka University Institutional Repository

২৩। ঋণের টাকা ব্যবহারে আপনার আর্থিক/সামাজিক অবস্থার কোন ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে মনে করেন কি না?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

২৪। পরিবর্তন হলে ধরনগুলো কি রকম (একাধিক উত্তর প্রযোজ্য)?

১। আয় বেড়েছে ২। কর্মসংস্থান সৃষ্টি ৩। ছেলে-মেয়েদের পড়া-লেখার সুযোগ বৃদ্ধি

৪। সচেতনতা বৃদ্ধি ৫। পূর্ববর্তী ঋণ পরিশোধ ৬। ভালো চিকিৎসা ৭। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি

৮। প্রযোজ্য নয় ৯। অন্যান্য(নির্দিষ্ট করুন) ... ...

২৫। আর্থিক অবস্থা পরিবর্তন না হলে কারণগুলো উল্লেখ করুন?

কোড নং	সমস্যার ধরন	কোড নং	সমস্যার ধরন
১	বিনিয়োগ সুবিধার অভাব	৬	সঠিক তত্ত্বাবধানের অভাব
২	পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব	৭	টাকার অপর্যাপ্ততা
৩	ঋণের টাকা অন্য খাতে ব্যয়	৮	প্রযোজ্য নয়
৪	প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাধা গ্রস্থ	৯	অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ... ...
৫	মাঠ কর্মী/সরকারি পৃষ্টপোষকতার অভাব		

২৬। ঋণের টাকা ব্যবহারে আপনার আর্থিক/সামাজিক অবস্থার নেতিবাচক পরিবর্তন হয়ে থাকলে তার ধরনগুলো কি রকম?

১। আয় কমেছে ২। কর্মসংস্থান হারিয়েছি ৩। ছেলে মেয়েদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়েছে ৪। আরো ঋণ গ্রহণ করতে হয়েছে ৫। সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে ৬। জায়গা জমি/বসত বাড়ি হারিয়েছি ৭। জায়গা জমির পরিমাণ কমে গেছে ৮। গাছপালা বিক্রি করে ফেলেছি ৯। শিশুশ্রম বৃদ্ধি পেয়েছে ১০। প্রযোজ্য নয় ১১। অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ...

২৭। বর্তমানে আপনার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন বলে মনে করেন?

১. স্বচ্ছল ২. অস্বচ্ছল ৩. একই রকম ৪. জানিনা

২৮। বর্তমানে আপনার পরিবারের আয় বেড়েছে কি না ?

১। হ্যাঁ ২। না

২৯। বাড়লে তা কি রকম?

১. খুব কম ২. কম ৩. বেশি ৪. খুব বেশি ৫.প্রযোজ্য নয় ৬. জানিনা

৩০। আপনি কি মনে করেন এই আয় পর্যাপ্ত?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

Dhaka University Institutional Repository

৩১। ঋণ গ্রহণের পরে আপনার পরিবারের নিম্নোক্ত কোন দিকটি অর্জিত হয়েছে?

১) নিজ বাড়ি	৭) নিরাপদ পানির ব্যবস্থা	১৩) ছেলে/মেয়ে বিয়ে দিয়েছি
২) কৃষি জমি বেড়েছে	৮) ভালো বাড়ি	১৪) বিদেশ পাঠিয়েছি
৩) উন্নত ঘর	৯) ইলেক্ট্রিক যন্ত্র ক্রয়	১৫) প্রযোজ্য নয়
৪) নিরাপদ পায়খানা	১০) খাওয়ার মান বৃদ্ধি	১৬) অন্যান্য(নির্দিষ্ট করুন) ...
৫) হাঁস-মুরগীর আধিক্য	১১)পড়া লেখার মান বৃদ্ধি হয়েছে	
৬) গরু-ছাগলের আধিক্য	১২) চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়েছি	

৩২। পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আপনার অংশ গ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে কি না?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। পূর্বের চেয়েও নাজুক ৪। জানিনা ৫। অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ...

৩৩। আপনি কি মনে করেন ঋণ গ্রহণের পর আপনার সামাজিক মর্যাদার উন্নতি হয়েছে?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

৩৪। যদি আপনি উপার্জন করেন সেটা আপনার স্বামী/স্ত্রী পছন্দ করেন?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

৩৫। স্বামী/স্ত্রীকে সংসারের জন্য উপার্জন করতে হবে এটি কি আপনি সমর্থন করেন?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

এ অংশে উত্তরদাতার সুপারিশ সংক্রান্ত তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হবে

৩৬। আপনার মতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি/পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প আপনার অর্থনৈতিক মুক্তির সমাধান কি না?

১। হ্যাঁ ২। না ৩। জানিনা

৩৭। কিভাবে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি/ পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প আরো কার্যকর করা যায় (একাধিক উত্তর)?

১। ঋণের পরিমাণ বাড়ানো দরকার ২। কিস্তি পরিশোধের সময় বাড়ানো দরকার

৩। সুদের/মুনাফার পরিমাণ কমানো দরকার ৪। ঋণ পরিশোধ পদ্ধতি সংশোধন করা দরকার

৫। সরকারি ব্যবস্থাপনায় তদারকি করা দরকার ৬। সরকারি সুযোগ সুবিধা বাড়ানো দরকার

৭। অন্যান্য (নির্দিষ্ট করুন) ... ...

৩৮। ক্ষুদ্র ঋণ/পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কি কি সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন?

ধৈর্য্যসহ উত্তর প্রদান করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।

তথ্য সংগ্রহকারীর মন্তব্য.....

তথ্য সংগ্রহকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ.....

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জি

১. Board of Editors, Thought on Islamic Banking, Dhaka: Islamic Economics Research Bureau. 1982

২. Siddiqui, Dr. M. Nejatullah, Banking without Interest, Leicester: The Islamic Foundation, 1983.

৩. Chapra, M. Umar, Towards a Just Monetary System, Leicester: The Islamic Foundation, 1985.

৪. Islami Bank 24 Years of Progress (Dhaka: IBBL, February 2007).

৫. Thought on Economics, The Quarterly Journal of Islamic Economics Research Bureau, Dhaka, Vol-3, No-2, Summer 1987

৬. Shahid hasan Siddiqui, Islamic Banking, Karachi, Royal Book Company. Yusuf, S.M., Economic Justice in Islam, Lahore, 1990.

৭. আল- কারযাভী, আল্লামা ইউসূফ, ইসলামের যাকাত বিধান, অনুঃ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ৫ম প্রকাশ, মার্চ ২০০০ ।

৮. আল-নাজ্জার, ড. আব্দুল আজিজ, ইসলামী ব্যাংক কি ও কেন? অনূঃ ও সম্পাদনা, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ও মুহাম্মদ শরীফ হুসাইন, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ২য় সংস্করণ, ১৯৮৪ ।

৯. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে? ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশন্স, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৮ ।

১০. আশরাফী, মাওলানা মোঃ ফজলুর রহমান, ইসলামে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ব্যাংকিং এর রূপরেখা, ঢাকা: আর. আই. এস. পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬ ।

১১. ইউসুফ উদ্দীন, ড. মুহাম্মদ, ইসলামের অর্থনৈতিক মতাদর্শ, অনূঃ মুহাম্মদ আব্দুল মতীন জালালাবাদী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২য় মুদ্রণ, জুন ১৯৮৬ ।

১২. খালেক, আব্দুল, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যাকাত, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭ ।

Dhaka University Institutional Repository

১৩. চাপরা, এম উমর, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, অনুঃ ড. মিয়া মুহাম্মদ আইয়ুব, এ কে এম সালেহ উদ্দীন, খন্দকার রাশেদুল হক, আমানুল্লাহ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০ ।

১৪. চাপরা, এম উমর, ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অনুঃ ড. মাহমুদ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০ ।

১৫. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল 'আলা, সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং, অনুঃ আব্দুল মান্নান তালিব ও আব্বাস আলী খান, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ৬ষ্ঠ প্রকাশ, নভেম্বর, ২০০০ ।

১৬. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল 'আলা, ইসলামী অর্থনীতি, অনুঃ আব্বাস আলী খান, আব্দুস শহীদ নাসিম ও আব্দুল মান্নান তালিব, ঢাকা: মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ১৯৯৪ ।

১৭. মওদূদী, সাইয়েদ আবুল 'আলা, অর্থনৈতিক সমস্যার ইসলামিক সমাধান, অনুঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ঢাকা: আধুনিক প্রকাশনী, ১০ম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০১ ।

১৮. মান্নান, এম.এ, ইসলামী অর্থনীতি: তত্ত্ব ও প্রয়োগ, অনুঃ আলী আহমেদ রুদী, ঢাকা: ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১৯৮৩ ।

১৯. রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, ইসলামী অর্থনীতি: নির্বাচিত প্রবন্ধ, রাজশাহী: রাজশাহী স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন, ৪র্থ সংস্করণ, এপ্রিল ২০০৫ ।

২০. শফী, মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ, তাফসীরে মা'রেফুল কুর'আন, অনুঃ ও সম্পাদনা, মুওলানা মুহিউদ্দীন খান, মদীনা: খাদেমুল হারামাইন বাদশা ফাহাদ কোরআন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি. ।

২১. হুসাইন, অধ্যাপক মুহাম্মদ শরীফ, সুদ সমাজ অর্থনীতি, ঢাকা: ইসলামিক ইকনোমিকস রিসার্চ ব্যুরো, ১ম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৯২ ।

২২. উসমানী, আল্লামা তাকী, ইসলাম ও আধুনিক অর্থব্যবস্থা, অনুঃ আবু সালেহ মুহাম্মদ তোহা, ঢাকা: আল-কাউসার প্রকাশনী, ১ম প্রকাশ, মার্চ ২০০৩ ।

২৩. ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড পরিচিতি

২৪. ইসলামী ব্যাংকিং, ত্রৈমাসিক, ঢাকা: ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ১৯৯২ ।

২৫. আবদুর রহীম, মওলানা মুহাম্মদ, সুদমুক্ত অর্থনীতি, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী,২০০২ ।

২৬. আহমদ, শাহ্ ছহিলউদ্দীন, ইসলামী অর্থনীতি, রাজশাহী: ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ।

Dhaka University Institutional Repository

২৭. আলী, মওলানা মুজাহিদ, ইসলামের রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক উত্তরাধিকার, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮০ ।

২৮. আলী, মওলানা আবদুল, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ফরিদপুর: ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ১৯৮০ ।

২৯. রহমান, শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর, ইসলামের অর্থনৈতিক বিপ্লব, ঢাকা: আহসান পাবলিকেশন, ২০০৪ ।

৩০. অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতা, বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা, ঢাকা: সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, ১৯৯৫ ।

৩১. শফিক, মাহমুদ, দারিদ্র ও পরিবেশ, ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন, ১৯৭৬ ।

৩২. শফী, মুফতী মুহম্মদ, ইসলামে ভূমি-ব্যবস্থা, অনুঃ কারামত আলী নিযামী, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৯৫ ।

৩৩. ইসলামী অর্থনীতি, প্রবন্ধ সংকলন, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৫ ।

৩৪. শফিক, মাহমুদ, দারিদ্র ও উন্নয়ন, ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ২০০২ ।

৩৫. চাপরা, এম উমর, ইসলাম ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অনুঃ ড. মাহমুদ আহমদ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০ ।

৩৬. চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম, অর্থনৈতিক ভূগোল বিশ্ব ও বাংলাদেশ, ঢাকা: রেজিস্টারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৮৮ ।

৩৭. সিদ্দিকী, কামাল, বাংলাদেশের গ্রামীণ দারিদ্র স্বরূপ ও সমাধান, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০০৫ ।

৩৮. ইসলাম, মাহমুদা, সমাজ ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ২০০২ ।

৩৯. উন্নয়ন অর্থনীতি সমস্যা ও সমাধান, মহীউদ্দীন খান আলমগীর সম্পাদিত, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৬ ।

৪০. সিদ্দিক, মুহাম্মদ, বিবর্তনবাদ ও স্রষ্টাতত্ত্ব, ঢাকা: মদীনা পাবলিকেশান্স, ২০০২ ।

৪১. হান্নান, শাহ আবদুল, ইসলামী অর্থনীতি দর্শন ও কর্মকৌশল, ঢাকা: আল-আমীন প্রকাশনী, ২০০৪ ।

৪২. ফারুক, আবদুল্লাহ, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ইতিহাস, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থ সংস্থা, ১৯৮৩ ।

Dhaka University Institutional Repository

৪৩. আলম, খুরশীদ, পরিবেশ সমাজ ও সামাজিক বিকাশ, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ২০০১ ।

৪৪. এম. উমর চাপরা, ইসলাম ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০০ ।

৪৫. ইসলাম ও নয়া আন্তর্জাতিক অর্থব্যবস্থা সামাজিক প্রেক্ষাপট, সংকলিত গ্রন্থ, ঢাকা: বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট, ২০০৩ ।

৪৬. হোসেন, মো. বেলায়েত: মৌলিক উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯ ।

৪৭. খান, ড.এ আর, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা, ঢাকা: রূবী পাবলিকেশন্স, ২০০০ ।

৪৮. রহমান, মাওলানা হিফজুর, ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, অনুঃ মাওলানা আব্দুল আউয়াল, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,১৯৯৮ ।

৪৯. রহীম, মওলানা মুহাম্মদ, ইসলামের অর্থনীতি, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৭ ।

৫০. রহীম, মওলানা মুহাম্মদ, ইসলামে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও বীমা, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৬ ।

৫১. আলী, এম. আই., ব্যবসায় অর্থসংস্থান, ঢাকা: শাহজালাল লাইব্রেরী, ২০০৩ ।

৫২. আহমদ, প্রফেসর হোসাইন ও আলম, মো. নূরুল, ব্যবসায় অর্থায়ন, ঢাকা: ব্যতিক্রম প্রকাশনী, ২০০২ ।

৫৩. শিহতা, প্রফেসর ড. হোসাইন, ইসলামী ব্যাংকিং এ মুরাবাহা বিনিয়োগ করণীয়ও বাস্তবতা, মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা অনুদিত, প্রকাশনায়, সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকারস্ অব বাংলাদেশ, ২০১০ ।

৫৪. রহমান, মো. মুখলেছুর, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শারী'আহ্ বোর্ড, ঢাকা: সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০০৪ ।

৫৫. আশরাফী, মাওলানা মো. ফজলুর রহমান, সুদ ও ইসলামী ব্যাংকিং কি কেন কিভাবে?, ঢাকা: মাহিন পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮ ।

৫৬. কাদেরী, ফজলুল কাদের, ব্যাংকিং পদ্ধতি ও সম্পর্কিত আইনাবলী, ঢাকা: ১৩২/১, জাহানারা গার্ডেন, কাদেরী হাউস, ২০০৪ ।

৫৭. আলম, এ. জেড. এম. শামসুল, ইসলামী ব্যাংকিং, ঢাকা: মুহাম্মদ ব্রাদার্স, ১৯৯৯ ।

৫৮. শামসুদ্দোহা, মুহাম্মদ, ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে বহুল প্রচলিত ভুল ধারণা, ঢাকা: ১২/ডি, পল্লবী, মিরপুর, ২০০৪ ।

Dhaka University Institutional Repository

৫৯. ব্যাংকিং কার্যক্রমে শারী'আহ্ পরিপালন করণীয় ও বর্জনীয়, সম্পাদনায়, মো. মুখলেছুর রহমান, সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড ফর ইসলামিক ব্যাংকস্ অব বাংলাদেশ, ২০১০ ।

৬০. ইসলামিক ব্যাংক সেন্ট্রাল শারী'আহ্ বোর্ড জার্নাল প্রথম সংখ্যা, মার্চ ২০০৪ ।

৬১. ইসলামী ব্যাংকিং, শারী'আহ্ নীতিমালা, প্রকাশনায়, শারী'আহ্ কাউন্সিল সচিবালয়, আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিঃ ।

৬২. আমিন, সরদার, গ্রামীণ ব্যাংক ও ড. ইউনূস, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ২০০৭ ।